শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা—২

শ্রী দেবকীনন্দনদাস-কৃত

শ্রীশ্রী বৈষ্ণব-বন্দনা
ও
শ্রীশ্রী বৈষ্ণবাভিধানম্

পরমপূজনীয় শ্রীমৎকানুপ্রিয়গোস্বামিপাদ-লিখিত

মৌলিকসিদ্ধান্তসারসম্পুটিত বিস্তৃত ভূমিকা,

বিবিধ পুঁথির পাঠান্তর, গ্রন্থকারের জীবনী,

গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত-সমালোচনা ও শ্রীনামসূচী-সহ

'গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ'

শ্রীসুন্দরানন্দ দাস

প্রথম প্রকাশ—শ্রীগৌরপূর্ণিমা, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ।
১৮ ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ; ২ মার্চ, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ

প্রকাশক ঃ—
শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস বিদ্যালঙ্কার
শ্রীধাম-নবদ্বীপ (নদীয়া)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীধাম-নবদ্বীপে
শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস বিদ্যালঙ্কার
জয়গুরু কুটীর, দণ্ডপাণিতলা, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে
শ্রীমদনমোহন-শ্যামসুন্দর ব্রজবাসী
৮৩নং ছিপিগল্লি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা, উত্তরপ্রদেশ)

শ্রীধাম-পুরুষোত্তমে
শ্রীকৃষ্ণচরণ মহান্তি
বাণীনাথ-ভবন, দোলমণ্ডপসাহী, পুরী (উড়িষ্যা)।

কলিকাতায়
(১) সেবা-সচিব, 'শ্রীপাট-পরাগ'
১৬৮।২, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা—৫০।
[প্রত্যহ প্রাতঃ ৭টা হইতে বেলা ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত]
(২) বিদ্যাসাগর বুকস্টল, ৪১ শঙ্কর ঘোষ লেন. কলিকাতা—৬
(৩) পুস্তক-প্রতিষ্ঠান—কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট ; ব্লক এ, ষ্টল—৩৩-৩৪, কলিকাতা—১২

শ্রীপাটপরাগ। ১৬৮।২, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা—৫০

আনুকূল্য —আড়াই টাকা

মুদ্রাকর ঃ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস : ৬।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
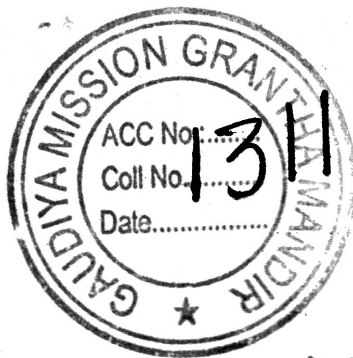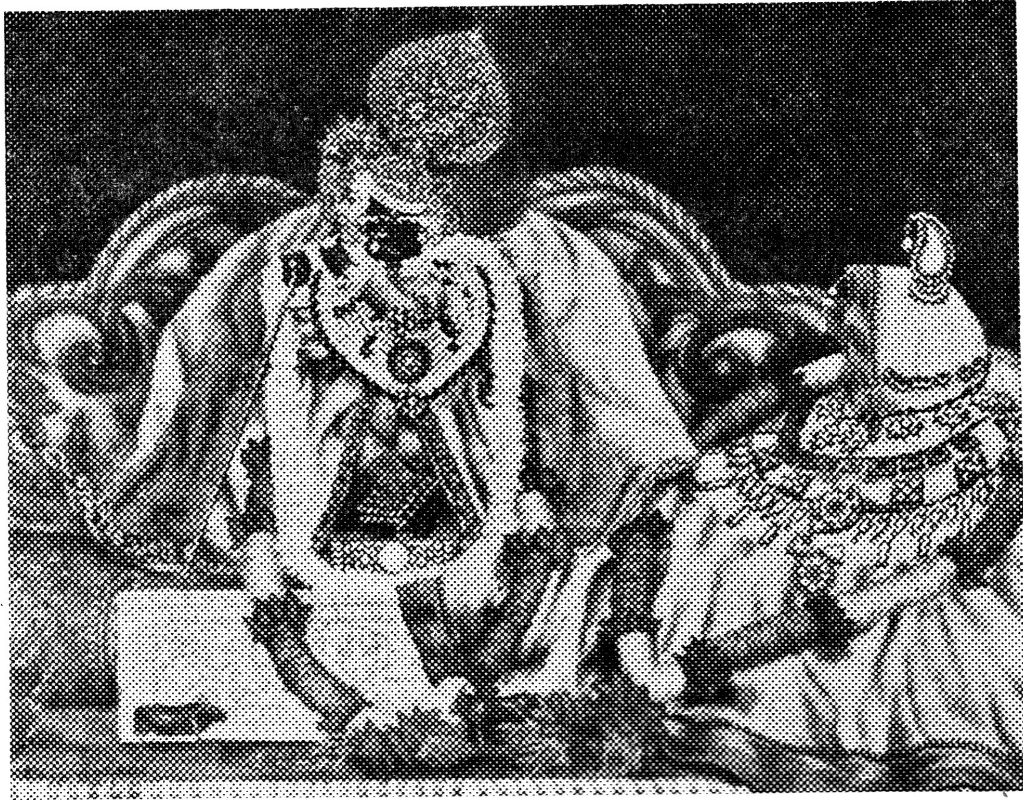
শ্রীশ্রীরাধারমণলালজী
শ্রীবৃন্দাবন
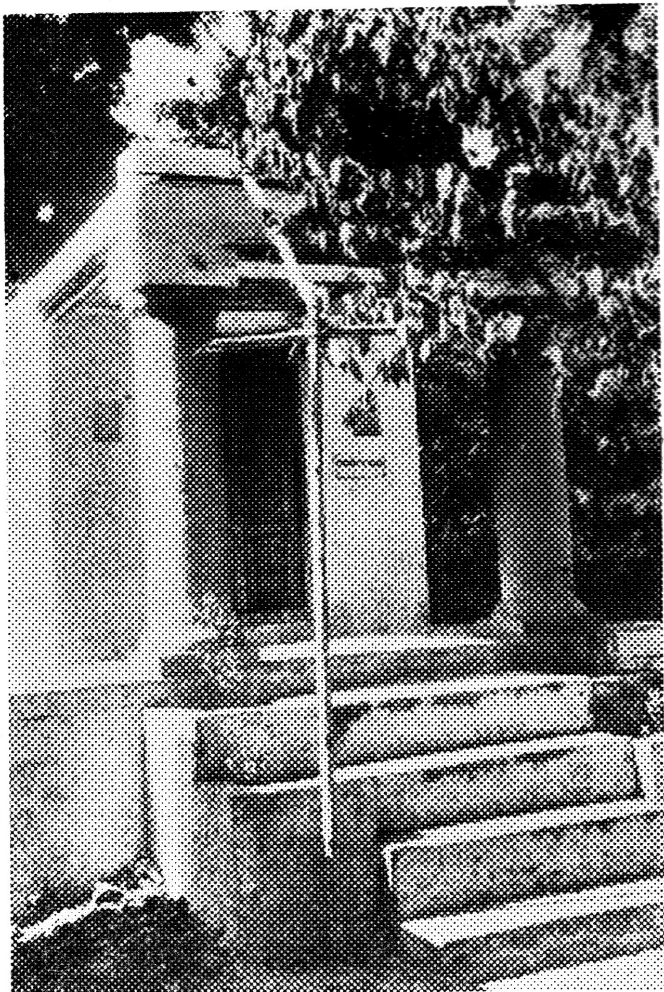
শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-
পাদের সমাধি
কালিয়দহ, শ্রীবৃন্দাবন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেবৌ জয়তঃ

উৎসর্গ-পত্র

পরমারাধ্যতম ইষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ

অনন্তশ্রীশ্রীমৎ করুণাময় গোস্বামিপ্রভুবর-

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

গুরুদেব ! পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত সন্তানকে

পুনঃ গৃহাগত দেখিয়া সহজ করুণাময় স্নেহশীল

পিতৃদেব যেমন অবোধ সন্তানের অশেষ

অপরাধ ও অনর্থরাশির প্রতি

দৃক্‌পাত না করিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে

আলিঙ্গন-আশীর্বাদ-প্রসাদ

বিতরণ করেন,

সেইরূপ আপনার স্বভাবসিদ্ধা অহৈতুকী করুণার

ভরসায়ই চিত্তাধিষ্ঠাতৃ-দেবের প্রেরণায়

ভবদীয় পূর্বপুরুষ শ্রীপুরুষোত্তমের শিষ্যবর

শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুরের

গ্রথিত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা-মালিকাত্রয়-সম্পুটিত

অর্ঘ

লইয়া অপরাধ-সন্তপ্ত সন্তান

করুণাঘনবিগ্রহ আপনার সুপ্রসন্নতা-ধারায় স্নানার্থ উপস্থিত।

আপনি নিজগুণে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া

নিজভৃত্যরূপে গ্রহণ করুন,

এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
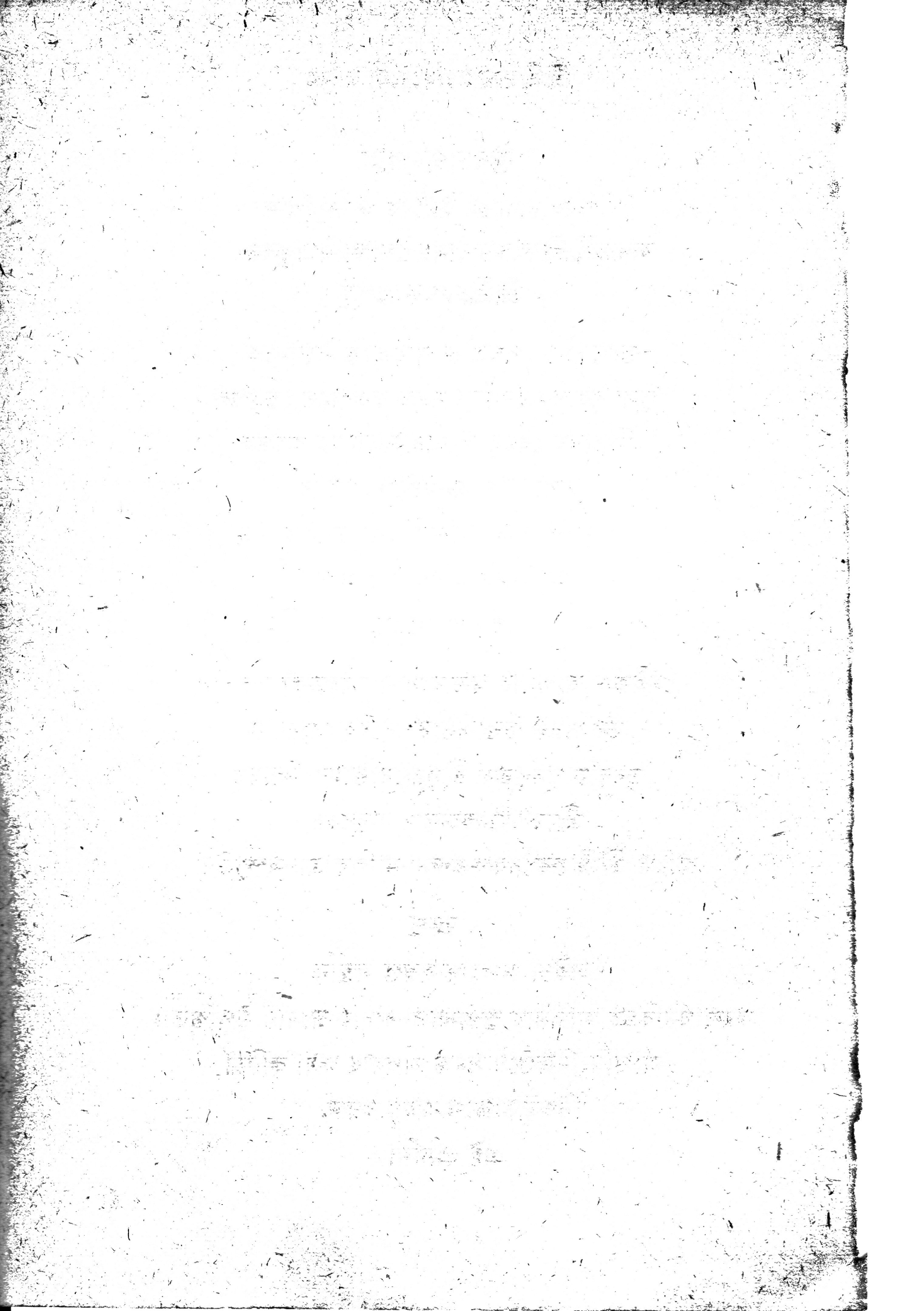
ভূমিকা

[শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপাদ-লিখিত]

কলিপাবনাবতারী—আত্মহরি বা স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত পতিতপাবনী-লীলাক্ষেত্রে, একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া ভক্তিজগতে দীপ্যমান হইয়াছেন—সুপ্রসিদ্ধ 'বৈষ্ণব-বন্দনা' ও 'বৈষ্ণব-অভিধান'কার শ্রীল দেবকী-নন্দনদাস মহানুভব। পাতিত্যের চরমসীমাপ্রাপ্ত হইয়াও তিনি যে কেবল তদবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাই নহে, শ্রীগৌর-কৃপা-প্লাবনে তিনি পাবনত্ব লাভেও ধন্য হইয়াছিলেন এবং স্বকৃত'বন্দনা'দ্বারা মহদপরাধ প্রতিষেধরূপে তিনি সুপবিত্র ভাগবতসমাজেরও সুমঙ্গল-বিধানে সামর্থ্য লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন—বিপুলভাবে।

তদীয় চরিত্র আলোচনা করিলে তাঁহাকে আমরা নিম্নোক্ত অবস্থাত্রয়ে ক্রমোন্নত দেখিতে পাই। চরম পতিতাবস্থা হইতে যথাক্রমে (১) পরিত্রাণ বা পরিশুদ্ধি-প্রাপ্তি, (২) পাবনত্ব-লাভ বা অপর পতিতকেও পরিশুদ্ধ করিবার যোগ্য পবিত্রতা, এবং পরিশেষে তদীয় 'বন্দনা'র মাধ্যমে (৩) মহদপরাধ-প্রতিষেধ-সামর্থ্য লাভ। তদীয় এই মহাসৌভাগ্যোদয়ের সর্ব্বমূলে রহিয়াছেন অচিন্ত্য শ্রীগৌরকৃপাই জয়যুক্ত !

জীবের পক্ষে, ভক্তির সাধন-পথে সর্ব্বাধিক অনর্থ ও অকল্যাণকর যাহা, সেই অপরাধ-সকলের মধ্যে প্রধান হইতেছে—'নামাপরাধ'। তন্মধ্যে আবার 'মহদপরাধ' বা 'বৈষ্ণবাপরাধ' সর্ব্বপ্রধান। মহদপরাধ ক্ষালনের পক্ষে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ও প্রসিদ্ধ উপায় হইতেছে—যে স্থানে অপরাধ, অনুতপ্ত হৃদয়ে দৈন্য ও কাতরতার সহিত একান্তভাবে তদীয় চরণ-প্রান্তে নিপতিত হইয়া বিবিধ কাকুর্ব্বাদসহ বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা। সেই মহতের কৃপার উদ্রেক মাত্র তৎক্ষণাৎ অপরাধ-কালিমা বিধৌত হইয়া যায়। বহু চেষ্টা দ্বারাও তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইলে কিম্বা সেই মহতের অদর্শনাদি-জনিত অলভ্যতায় অবিরত সদৈন্যে শ্রীনাম-

কীর্ত্তনই হইতেছেন উক্ত অপরাধ-বিমুক্তির পক্ষে শেষাশ্রয় অর্থাৎ সর্ব্বশেষ উপায়। অতএব মহদপরাধরূপ মহারোগ আরোগ্যের পক্ষে ইহাই হইল শাস্ত্র-সকলের প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা।[১]

আরোগ্য অপেক্ষা রোগ-প্রতিষেধ-ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র অধিকতর মঙ্গলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং মহদপরাধ-রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত উক্ত উপায়ই উপযুক্ত ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু শ্রীল দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার বিশেষত্ব হইল এই যে, উক্ত ব্যাধি আরোগ্যের জন্যই নহে—বৈষ্ণবাপরাধ-মহারোগের প্রতিষেধকরূপে ভক্তিজগতে শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার আবির্ভাব। উহার অপর যে উদ্দেশ্যই থাকুক, তাহা গৌণ মাত্র; মহদপরাধ প্রবৃত্তির প্রতিষেধ-ব্যবস্থাই বৈষ্ণব-বন্দনার মুখ্য অভিপ্রায় ও ইহাতেই পূর্ণ সার্থকতা। এই-হেতু উহার প্রতিষেধকরূপে সুপবিত্র বৈষ্ণব-সমাজেরও ইহা আদরণীয় ও নিত্যপাঠ্য হইয়া উক্ত অপরাধ-প্রবৃত্তি হইতে সাধক-সকলকে বিমুক্ত রাখিবার সামর্থ্যযুক্ত হইয়াছেন।

তাহার বিশেষ কারণ এই যে, সাধকচিত্ত হইতে উক্ত অপরাধ-প্রবৃত্তি প্রশমিত করিয়া, অমল ভক্তিরাগে চিত্তকে রঞ্জিত করিয়া দিবার উপযুক্ত কোনও শক্তিবিশেষ এই বন্দনাকারের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তদ্দ্বারাই তদীয় বৈষ্ণব-বন্দনাকে উক্ত প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন—ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

শ্রীবাসুদেব হইতেছেন সর্ব্বচিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।[২] অপরাধাদি অনর্থ-কালিমা-স্পর্শ হইতে চিত্তকে সুসংযত রাখিবার পক্ষে বাসুদেব-সামর্থ্যেরই বিশেষ প্রভাব ও অধিকার। সেই বাসুদেব-সামর্থ্য-সঞ্চারিত ও তৎপ্রেরণায় প্রভাবান্বিত শ্রীদেবকীনন্দনদাস তাই, তদীয় এই শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় তৎপ্রতিষেধ-

---

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ (৩০৩ অনুচ্ছেদ) এবং শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত মাধুর্য্যকাদম্বিনী ৩।২ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।৩৮; ঐ ১১।১৬।২৯; শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৮২; বাসুদেবোপনিষৎ ১।

শক্তি বিশেষভাবে সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে এ-কথা আমরা বুঝিতে পারিব।

শ্রীব্রজলীলার প্রেমবিলাস-বৈচিত্র্যের চরম ঘনীভূতাকার—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে একীভূত শ্রীব্রজকিশোরী-কিশোর, কনকোজ্জ্বল শ্রীশ্রীগৌরকিশোররূপে নদীয়ার উদয়াচলে সমুদিত হইলেন—সপরিকরে। শ্রীব্রজলীলা-তরঙ্গিণীর শত শত ধারা শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সেই ঘনীভূত অক্ষয় হ্রদে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকায়, তাই ব্রজপ্রেমরসের চরম নির্য্যাস—শ্রীগৌরলীলা-মাধুর্য্যের এক বিন্দুতেই পর্য্যাপ্ত-রূপে আস্বাদিত হইবার যোগ্য হইয়াছিল—জগতে সেই প্রেম রসের বাদল দিনে। সগণে স্বমাধুর্য্য পূর্ণরূপে আস্বাদনপূর্ব্বক, সেই প্রসাদিত রস-নির্য্যাস অবিচারে প্রদত্ত হইল সর্ব্বজগতে—নিজ অচিন্ত্যকৃপাশক্তির মাধ্যমে।

গোলোক নামিয়া আসিলেন ভূলোকে—শ্রীবৃন্দাবনরূপে। সেথাকার রাসস্থলীর শতকোটি গোপাঙ্গনার সম্মিলিত গীত-বাদ্য-নৃত্য-বৈচিত্র্য অচিন্ত্যভাবে সন্নিবেশিত ও রূপায়িত হইয়া উঠিল শ্রীনবদ্বীপে—বাহ্যদৃষ্টে স্বল্পপরিসর শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রাসমণ্ডলমধ্যে—ঘনীভূতাকারে। সেই সঙ্কীর্ত্তনরাস-রসার্ণবের আবিষ্টতায় যাঁহারা সে তরঙ্গে নিমজ্জিত হইলেন, তাঁহারাই ব্রজলীলার প্রেমবিলসিত শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের অন্তরঙ্গ—মঞ্জরীরূপে কুঞ্জসেবা ও শ্রীরাস-মহা-মহোৎসবের বৈচিত্র্যময়ী রসধারা, শতধারায় আস্বাদনপূর্ব্বক পরম অপূর্ব্বতা লাভ করিলেন—সৃষ্টির ইতিহাসের সেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ঘটনার দিনে।

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-মহারাস-রসার্ণবের বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিশ্ব প্লাবিত করিবার পূর্ব্বে, তাহার মহড়া আরম্ভ হইল, রুদ্ধদ্বারে শ্রীবাস-অঙ্গনে—কেবল নিত্যসিদ্ধ নিজগণ-সঙ্গে। যাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন—ছন্নাবতারীর এই ছন্নলীলায় পুরুষরূপে প্রচ্ছন্ন ব্রজগোপিকা—ব্রজমঞ্জরী।[৩] সেই মহাসঙ্কীর্ত্তনের আবরণের

৩। চতুঃষষ্টির্মহান্তো যে স্ত্রিয়ঃ কেচিচ্চ পুরুষাঃ। পুরা গোপাঙ্গনাঃ খ্যাতাঃ কলৌ তাঃ পুরুষা ভুবি। যতির্যস্মাৎ কলৌ চাহং তদর্থে পুরুষাঃ স্ত্রিয়ঃ—অনন্তসংহিতা (৫৭ অঃ)।

[চতুঃষষ্টিঃ (চতুঃষষ্টিসংখ্যক) যে (যে সকল) মহান্তঃ (পার্ষদবর্গ [তন্মধ্যে]) কেচিৎ (কতিপয়) স্ত্রিয়ঃ পুরুষাঃ চ (স্ত্রী ও পুরুষ [রহিয়াছেন]), পুরা (দ্বাপরে [যাঁহারা] গোপাঙ্গনাঃ (গোপাঙ্গনারূপে) খ্যাতাঃ (প্রসিদ্ধা [ছিলেন]), কলৌ (কলিযুগে) তাঃ (তাঁহারা) ভুবি

অভ্যন্তরে অচিন্ত্যরূপে চলিয়াছিল মহারাস-বৈচিত্রীর পূর্ণ আস্বাদন। বাহিরের জনগণের সে অঙ্গনে ছিল সম্পূর্ণ প্রবেশনিষেধ। সঙ্কীর্তন-রাস-রসিক-নাগর সপরিকর শ্রীগৌর-সুন্দরের সেই অলৌকিক সঙ্কীর্তন-নৃত্য-গীত-বাদ্যধ্বনি হইতে অভিব্যক্ত, শ্রীব্রজললনাগণের গীত-বাদ্য-লাস্য-হাস্যাদিরই কিঞ্চিৎ আভাস, কচিৎ বাহিরের অপেক্ষমান জনগণেরও অনুভূত হইবার সৌভাগ্য না হইত এমন নহে। তদাকৃষ্ট লোকসকল ভিতরে প্রবেশাধিকার না পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত হইয়াছিল অনেকেই। অলৌকিক সেই সঙ্কীর্তনরাস-রহস্য-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে তাই যথামতি অনেকেরই এইরূপ ধারণা করা সম্ভব হইয়াছিল যে,—বামাচারসম্মত পঞ্চকন্যা প্রভৃতি আনিয়া ইহারা রাত্রি-কালে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে ;—

"কেহ বোলে আরে ভাই সব হেতু পাইল। দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥ রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে। নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে॥ ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন। খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥ ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ। এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"—ইত্যাদি।[৪]

তদ্দর্শনের অদম্য লালসায় বাধাপ্রাপ্ত সেই অধীর জনতার মধ্যে কেহ কেহ বৈরিতা করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। ভক্তিবিমুখ ও স্বভাবতঃ বৈষ্ণবনিন্দুক গোপাল নামক চপলস্বভাব একজন নবদ্বীপের অধ্যাপকই ছিলেন তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। এমন কি, তাঁহার সেই উচ্ছৃঙ্খল ও চঞ্চল প্রকৃতির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন—'গোপাল-চাপাল' নামেই। তাঁহার সেই আক্রোশটি প্রধানতঃ গৃহস্বামী শ্রীবাসপণ্ডিতের উপরই পড়িয়াছিল সর্ব্বাধিকরূপে। তাই তিনি মহাভাগবত—শ্রীশ্রীবাসকে লোকচক্ষে হেয় ও নিন্দনীয় করিবার অভিপ্রায়ে

ভূতলে) পুরুষাঃ (পুরুষরূপে [প্রকট হইয়াছেন], অহং চ (আমি) যস্মাৎ (যেহেতু) কলৌ (কলিযুগে) যতি (সন্ন্যাসী) তদর্থে (সেইহেতু) স্ত্রিয়ঃ ([দ্বাপরের] রমণীগণ) পুরুষাঃ ([কলিযুগে] পুরুষরূপে [প্রকট হইয়াছেন]) ॥]

৪। শ্রীচৈতন্যভাগবত। মধ্য। ৮ম অঃ। 'পূর্ব্বে যেই সাম্ভাইল বাড়ীর ভিতরে॥' হইতে 'তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা মানিল॥' পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। নিশাযোগে সংগোপনে শ্রীবাসের গৃহদ্বার-সম্মুখে কদলী-পত্র পাতিয়া, তদুপরি বামাচারে—পঞ্চমকারে শক্তি-উপাসনা-বিশেষের নিদর্শন-স্বরূপ একটি মদ্যভাণ্ডসহ জবাপুষ্প, সিন্দূর, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্যসকল স্বয়ং স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীবাসকে বামাচারীরূপে প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইলেন, পূর্ণ উদ্যমে সেই গোপাল-চাপাল।[৫]

প্রাতঃকালে ইহা দেখিয়া শ্রীবাস বিস্মিত হইলেন। কোনও দুষ্টজনের এই দুরভিসন্ধি বুঝিয়া তিনি অবিচলিতচিত্তে ডাকিয়া আনিলেন—স্থানীয় শিষ্ট-গণকে। তাঁহাদিগকে উহা দেখাইয়া, পরিহাসপূর্ব্বক শ্রীবাস সহাস্যে বলিলেন—"আমি রাত্রিযোগে শক্তিবিশেষের কিরূপ উপাসনা করি আপনারা দেখুন।" তাঁহারা দুষ্টের দুরভিসন্ধিমূলক সেই দুষ্কৃতি-দর্শনে হায়! হায়! করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহদপরাধরূপ কুটিল-কাল-ভুজঙ্গ-কর্ত্তৃক সংদষ্ট হইলেন সেই ভক্তদ্বেষী গোপাল বিপ্র। যাহার বিষময় প্রভাবে দিবসত্রয় মধ্যে ভীষণ কুষ্ঠরোগ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইল। অশেষ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তিনি গঙ্গাতীরে পড়িয়া রহিলেন এক বৃক্ষতলে।

এক দিবস মহাপ্রভু-শ্রীগৌরহরিকে গঙ্গাস্নানাগত দেখিতে পাইয়া এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন অতি কাতরস্বরে যুক্তকরে—সেই গোপাল বিপ্র। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ এই ভক্তদ্বেষী—মহদপরাধীকে দেখিবামাত্র সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন। কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে গমন॥"—ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে অশেষ ভর্ৎসনা করিয়া মহাপ্রভু নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। প্রাণ-বিয়োগ না হইয়া স্বকৃত অপরাধের উৎকট ফল ভোগের জন্যই গোপাল বিপ্র পড়িয়া রহিলেন সেই ভীষণ-রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে।

সন্ন্যাসের পর যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া আসিলেন

৫। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ১।১৭—'তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।' ইত্যাদি। ৩০—৫৫ দ্রষ্টব্য।

নাটশালায় ; তথা হইতে ফিরিবার কালে—শান্তিপুর গমনের পথে আসিলেন তিনি কুলিয়ায় (অধুনালুপ্ত নবদ্বীপ-সংলগ্ন পল্লীবিশেষ)। তৎকালে সেই মহারোগার্ত্ত গোপাল বিপ্র সকাতরে পুনরায় শরণ লইলেন তদীয় শ্রীচরণাম্বুজে —পরিত্রাণের আশায়। করুণাময় প্রভু এবার সকরুণ হইয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন,—'শ্রীবাস-পণ্ডিত-স্থানে হইয়াছে অপরাধ। তাহা যাহ— তেঁহ যদি করেন প্রসাদ॥ তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥ তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস-শরণ। তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন॥' (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ১।১৭।৫৩-৫৫)

মহৎকৃপায় পাপ ও অপরাধ অপগত হইলেও পুনরায় অপরাধ-প্রবৃত্তির উদ্‌গম হওয়া সম্ভব হইতে পারে—**"যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ"**— প্রভুর এই নির্দ্দেশ হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়।[৬] এই হেতু অপরাধ-ব্যাধির বিমোচন হইলেও, তদনন্তর চিত্তবৃত্তিকে তদ্বিষয়ে সুসংযত রাখিবার জন্য তৎপ্রতিষেধ-ব্যবস্থাই অধিকতর মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর উক্ত নির্দ্দেশ বুঝিয়া, শ্রীবাস-কর্ত্তৃক গোপাল বিপ্রের প্রতি পরবর্ত্তী আদেশ হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা হইতে জানা যায়, মহদপরাধ-মহারোগ আরোগ্যের প্রসিদ্ধ উপায় যাহা—'যে স্থানে অপরাধ সেই স্থানেই খণ্ডন'—এই ন্যায় অনুসারে শ্রীগৌরহরি নিজে ক্ষমা না করিয়া পাঠাইলেন তাঁহাকে শ্রীবাসপণ্ডিত-স্থানে— তদীয় ক্ষমা ভিক্ষার নিমিত্ত। পরম ভক্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের নিকট অপরাধ-গ্রস্ত মুনিবর দুর্ব্বাসাকে যেমন নিজে ক্ষমা না করিয়া শ্রীভগবান্ পাঠাইয়াছিলেন যাঁহার নিকট অপরাধ, সেই তাঁহারই নিকট তদীয় কৃপালাভের নিমিত্ত,— এ-স্থলেও সেই পূর্ব্ব রীতিই অবলম্বিত হইল।

মহাপ্রভুর আদেশে গোপাল বিপ্র অশেষ নির্ব্বেদ ও কাকুর্ব্বাদসহ পড়িলেন

৬। মহদপরাধে বৈকুণ্ঠের দ্বার-রক্ষক জয়-বিজয়ের লোকশিক্ষার্থ পতনাভিনয়ের আদর্শ স্মরণীয়। তাই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সকলেরই সতর্ক হইবার নির্দ্দেশ "যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা।" ইত্যাদি। চৈ° চ° ২।১৯।১৩৮ দ্রষ্টব্য।

গিয়া শ্রীবাস-চরণে, ক্ষমা-লাভের আশায়। যাহার ফলে সেই অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তিনি অচিরেই রোগমুক্ত হইলেন—পরমকরুণ শ্রীবাসের কৃপাশক্তিবলে। চরম পাতিত্য অবস্থা হইতে এই পরিশুদ্ধি-প্রাপ্তি—ইহাই তদীয় জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক।

সেই রোগমুক্ত ও পরিশুদ্ধিপ্রাপ্ত গোপাল বিপ্রকে অতঃপর উহার প্রতিষেধ-ব্যবস্থারূপে অধিকতর সৌভাগ্যের বিস্তার নিমিত্ত ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তমের চরণাশ্রয় করিবার আদেশ দিলেন—মহানুভব শ্রীবাসপণ্ডিত। "অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে। পুরুষোত্তম-পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে॥" তাঁহাকে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইল—"বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি। বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥"—তদীয় আত্মকাহিনী হইতেই এই সমস্ত ইতিহাস জানা যায়।[৭]

তদীয় 'মতি' বা চিত্তের উপর কোনও অনুকূল প্রভাব বিশেষ না থাকিলে পুনরায় অপরাধ-প্রবৃত্তির উদ্‌গম হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া, তৎপ্রতিষেধ-ব্যবস্থার নিমিত্ত অন্যত্র না পাঠাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে যে, প্রেরণ করিলেন শ্রীপুরুষোত্তমদাস-ঠাকুরের সমীপে, তদীয় কৃপাশক্তি পাইবার প্রয়োজনে,—ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তমে কেবল যে, পাবনতা-দান-সামর্থ্য আছে তাহা নহে, কারণ সিদ্ধভক্তগণের প্রায় সকলেই পতিতকে পাপ হইতে উদ্ধার তো করিতেই পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তদুপরি ভক্তিদানে পাবনতা বিধানপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আবার অন্য পতিতেরও পরমগতিদান-সামর্থ্যের বিকাশ করিতে পারেন। কিন্তু পাবনগণেরও চিত্ত সতত সুসংযত রাখিয়া যাহাতে অপরাধ-প্রবৃত্তির উদ্রেক-বিষয়ে প্রতিষেধক হয়, এমন কোনও এক মাঙ্গলিক প্রভাব-বিশেষ শ্রীপুরুষোত্তমে বিদ্যমান থাকায়, সেই প্রতিষেধ-প্রভাবেরই সঞ্চার দ্বারা অধিকতর সৌভাগ্য বিস্তারের নিমিত্ত (১) পরিশুদ্ধিপ্রাপ্ত গোপাল বিপ্রকে অতঃপর তৎসমীপে প্রেরণ করাই ছিল শ্রীবাসের অন্তরের নিগূঢ় অভিপ্রায়;—যাহা "যদি পুন ঐছে নাহি কর আচরণ"—

৭। শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে না জানিয়া' হইতে 'নানাক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন॥' পর্য্যন্ত এই পুস্তকের ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত এই নির্দ্দেশ-মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তমের পদাশ্রয় ও তৎকৃপা-বিশেষসঞ্চার-বলে, গোপাল বিপ্র অতঃপর (২) পাবনত্ব ও (৩) মহদপরাধ-প্রতিষেধত্ব—যুগপৎ এই উভয় সামর্থ্যের অধিকারী ও পরম ধন্যাতিধন্য হইয়া, তদনন্তর তিনি মহানুভব "শ্রীল দেবকী-নন্দনদাস-কবিরাজ"-রূপে পরিণত হইলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-কর্ত্তৃক তাঁহাতে সঞ্চারিত সেই পাবনত্ব ও প্রতিষেধত্ব-শক্তি সঞ্চালিত হইয়া, অভিব্যক্ত হইলেন—তৎকৃত 'শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা'-রূপে। শ্রদ্ধার সহিত উহা পাঠ করিলে যাহার মাধ্যমে অপরেরও কেবল পরিশুদ্ধি ও পাবনতা-লাভ ঘটে তাহাই নহে,—মহদপরাধ-প্রবৃত্তির প্রতিষেধকরূপে তাঁহাদিগেরও চিত্তকে সুসংযত রাখিয়া, ইহা সাধুসমাজেরও পরম উপকারক হইয়া থাকেন—শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় এমনই প্রভাববিশেষের অভিব্যক্তি রহিয়াছে।

তদীয় প্রভু অর্থাৎ ইষ্টদেব শ্রীপুরুষোত্তমদাস-ঠাকুরের শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণ করিতেই, শ্রীদেবকীনন্দনদাসের **চিত্তে** উক্ত প্রভাব-বিশেষ অনুভূত হইবার কথা গ্রন্থকার স্বয়ংই তদীয় বৈষ্ণব-বন্দনায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

"প্রভু-পাদ-পদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি **চিত্তে** উল্লসিত হইয়া॥"

নিজ চিত্তে অনুভূত উক্ত প্রভাবের প্রেরণা-দ্বারা পরিচালিত হইয়াই শ্রীশ্রীবাসাদিষ্ট শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার অভিব্যক্তি ঘটিল। সেই প্রভাবই আবার তাঁহা হইতে সঞ্চালিত হইয়া তদীয় বন্দনাকেও যে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন তাহাও জানা যায়, বৈষ্ণব-বন্দনার পরিশেষে—উহার ফলশ্রুতি হইতে।

"বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তর-মলিন ঘুচে, শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা॥

দেবের দুর্লভ সেই প্রেম-ভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন কহে এই সব লোভে॥"

ইহার তাৎপর্য্য,—এই শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা প্রভাতে উঠিয়া পাঠ ও পূর্ব্ব ছত্রে শ্রবণের কথাও বলা হইয়াছে; সুতরাং ইহাদ্বারা—প্রত্যহ প্রভাতে শ্রদ্ধার সহিত ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তনের কথাই বুঝিতে পারা যায়। 'অন্তরের মল ঘুচে'—অর্থাৎ পাপ ও অপরাধাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া (১) পরিশুদ্ধি ঘটে। 'দেবতা-দুর্লভ সেই প্রেম-ভক্তি লভে'—অর্থাৎ ব্রজপ্রেম—রাগানুগা ভক্তি লাভ হয়। উহা লভ্য হইলে, তিনি যে, (২) পাবনত্ব-লাভ করেন,—যাহার প্রভাবে অপরকেও সেই ভক্তিদানে 'পাবন' করিতে পারেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। 'শুদ্ধ হয় মন'—অর্থাৎ চিত্তকে সংযত রাখিয়া অপরাধাদি উদ্রেকের (৩) প্রতিষেধক হয়; যাহার ফলে অপরাধজনিত কোনও যন্ত্রণা কোন কালে পাইতে হয় না। দেবকী-নন্দন কহে এইসব লোভে'। 'লোভে'—প্রাপ্তির লালসায়। অর্থাৎ দেবকীনন্দন উক্ত ত্রিবিধ সম্পদ পাইবার লালসায় কহিতেছেন। শুদ্ধা ভক্তি হইতেই দৈন্যের প্রকাশ হয়। অতএব উক্ত সম্পদ দেবকীনন্দনদাস লাভ করিয়াছেন বলিয়াই দৈন্যোক্তি দ্বারা উহা পাইবার লালসাই ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে এখন বুঝা যাইতেছে,—চিত্তের উপর উক্ত প্রভাবের বিস্তার দ্বারা চিত্তকে মহদপরাধাদি হইতে সুসংযত রাখিবার পক্ষে,চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—বাসুদেবেরই বিশেষ প্রভাব ও অধিকার।

অতঃপর শ্রীল পুরুষোত্তমদাস-ঠাকুরের পক্ষে কেবল পাবনত্বদান-প্রভাবই নহে,—পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধশক্তি-সঞ্চার-দ্বারা পাবনগণেরও চিত্তকে সতত সংযত রাখিবার সামর্থ্যবিশেষের কারণ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ণ অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ যখন বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েন, তৎকালে চতুর্ব্যূহ, নারায়ণ, মৎস্য-কূর্ম্ম-রাম-নৃসিংহাদি নিখিল শ্রীভগবৎস্বরূপই তৎসহ মিলিত হইয়া

থাকেন।[৮] এইরূপে তৎসহ মিলিত থাকিলেও, তদীয় অবতারকালে আবার পৃথক কার্য্যের প্রয়োজনে চতুর্ব্যূহাদির পৃথক প্রকাশও থাকিতে দেখা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের অবতারকালে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই আদি ব্যূহ-চতুষ্টয়ের পৃথক প্রকাশ। তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার-কালে, উক্ত চতুর্ব্যূহাদি তৎসহ মিলিত থাকিয়াও, পৃথক কার্য্যের প্রয়োজনে আবার পৃথক প্রকাশেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীগৌরলীলায় উক্ত চতুর্ব্যূহের পৃথক্ প্রকাশ-মধ্যে শ্রীবলদেবস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দে দ্বিতীয় ব্যূহ—শ্রীসঙ্কর্ষণের, শ্রীরঘুনন্দনে তৃতীয় ব্যূহ—শ্রীপ্রদ্যুম্নের, ও শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতে চতুর্থব্যূহ—শ্রীঅনিরুদ্ধের প্রকাশ বলিয়াই জানা যায়।[৯] কিন্তু প্রথম ব্যূহ শ্রীবাসুদেবের পৃথক প্রকাশরূপে সাধারণ দৃষ্টিতে কাহাকেও নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়—শ্রীপুরুষোত্তমেই প্রথম ব্যূহ—শ্রীবাসুদেবের প্রকাশ বিদ্যমান।

শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরকে পূর্ব্বলীলায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা—ব্রজের 'স্তোক-কৃষ্ণ'-গোপাল-রূপেই শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-প্রভৃতি গ্রন্থে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।" ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়।[১০]

ব্রজের স্তোককৃষ্ণকে 'বাসুদেবস্বরূপ' বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায়;—

অভ্রশ্যামং বিদ্যুদুদ্দ্যদ্দুকূলং স্মেরং লীলাম্ভোজবিভ্রাজিহস্তম্।
পিঞ্ছোত্তংসং **বাসুদেবস্বরূপং** কৃষ্ণপ্রেষ্ঠং স্তোককৃষ্ণং স্মরামি॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত-তন্ত্রোক্ত স্তোককৃষ্ণ-ধ্যান।)

[অভ্রশ্যামং (মেঘের মত শ্যামবর্ণ), বিদ্যুদুদ্দ্যদ্-দুকূলং (বিদ্যুতের মত

৮। 'পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥'—ইত্যাদি। —(শ্রীচৈ° চ° ১।৪।৯-১১)। ৯। শ্রীল হরিদাস দাস মহোদয়-কৃত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধান ৩য় খণ্ডে তৎতৎ চরিত দ্রষ্টব্য। ১০। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-মহোদয়-কৃত "শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়" নামক পুস্তকে ৫১-৬১ পৃষ্ঠায় গবেষণাপূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

উজ্জ্বল বসনধারী), স্মেরং (ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত বদন), লীলাম্ভোজবিভ্রাজিহস্তং (এক হস্তে লীলাকমলশোভিত), পিঞ্ছোত্তংসং (ময়ূরপুচ্ছের চূড়াবিমণ্ডিত), বাসুদেবস্বরূপং (বাসুদেবস্বরূপ), কৃষ্ণপ্রেষ্ঠং (শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়), স্তোককৃষ্ণং (স্তোককৃষ্ণকে) স্মরামি (স্মরণ বা ধ্যান করি) ।]

স্তোককৃষ্ণ-গোপালের বাল্যাবধি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রূপ থাকায়, এইজন্য তদীয় জনক, পুত্রের নামটিও 'কৃষ্ণ' রাখিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ব্রজে একমাত্র গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই 'কৃষ্ণ' নামে প্রসিদ্ধ থাকায়, সেই নামটি অন্যের হওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া তিনি নিজপুত্রের "স্তোককৃষ্ণ"—এই চতুরক্ষরযুক্ত নামকরণ করিলেন। 'স্তোক' শব্দের অর্থ 'অল্প' বা 'ছোট'। সুতরাং স্তোক-কৃষ্ণ-গোপাল 'ছোট কৃষ্ণ'-রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। (শ্রীভাগবতে—১০।১৫।১৭ তোষণী-টীকা দ্রষ্টব্য।)

স্তোককৃষ্ণই যে আদি প্রথম ব্যূহ—'শ্রীবাসুদেবস্বরূপ'—ইহা শ্রীরূপপাদ-কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়। "স্তোককৃষ্ণো যথার্থাখ্যঃ কৃষ্ণস্য প্রত্যনন্তরঃ।" অর্থাৎ 'স্তোককৃষ্ণ'—কৃষ্ণের ছোট অর্থাৎ কৃষ্ণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া, তাঁহার এই 'ছোট কৃষ্ণ' নামটি যথার্থই হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ প্রভৃতি অপর স্বরূপ-সকলের মধ্যে, তাঁহার ঠিক ছোট অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্বরূপটিই হইতেছেন—আদি প্রথম ব্যূহ 'শ্রীবাসুদেব'। সেই বাসুদেবস্বরূপের মাধুর্য্যময় প্রকাশই ব্রজের স্তোককৃষ্ণ-গোপাল। যিনি শ্রীগৌরলীলা-পরিকরগণ-মধ্যে 'শ্রীপুরুষোত্তম' নামে প্রখ্যাত ছিলেন। শ্রীভগবৎ-স্বরূপ কিম্বা ভক্তস্বরূপ—শ্রীগৌরলীলায় যিনি যাহাই হউন,—এই পরা ভক্তি-প্রবর্ত্তন-লীলায় পঞ্চতত্ত্বই[১১] ভক্তভাবে বিভাবিত, ভক্তাভিমানে—ভক্তরূপেই প্রকাশ। তাই ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তমও নিজ পূর্ব্ব স্বরূপ গোপন করিয়া নিজনামে 'দাস' শব্দ সংযোজনা-দ্বারা, পরা ভক্তি—ব্রজ-প্রেমরসাস্বাদনেই অধিকতর

১১। "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং—" ইত্যাদি। (শ্রী চৈ° চ° ১।১।১৪)

আনন্দিত ও প্রফুল্লিত হইয়া, জগজনকেও সেই প্রেমানন্দদানে ধন্য করিয়াছেন; তদাশ্রিত শ্রীদেবকীনন্দনদাসকৃত একটি 'পদ' হইতেও সে কথা জানা যাইতে পারে। যথা,—

"প্রভু মোর নাচত শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥ অবিরত গাওয়ত পূরব চরিত যত, তনুখানি অতি অনুপম॥ **স্তোককৃষ্ণ নিজরূপ সুগোপন, আত্মনাম-কৃত দাস**। মহদনুভব, ভবতারণ-কারণ, বদনচাঁদ মৃদু হাস॥ সাত্বিকভাব সতত পরকাশিত, মহি মহি কহন না যায়। আচার্য্য মাধব, শ্রীমুখ, যাদব, নিজ গুণে পাছু পাছু ধায়॥ নিরবধি কলিযুগে, সুভজন পাবন, দীনজনে পরকাশ। তছু পদপঙ্কজ, রজ নিজ ভূষণ, দৈবকীনন্দন দাস॥"

শ্রীপুরুষোত্তম সতত কৃষ্ণদাস ভাবনায় নিজেকে সংগোপন রাখিলেও, সপ্তমবর্ষ বয়সে তাঁহাতে শ্রীবাসুদেব-কৃষ্ণস্বরূপের প্রকাশ ও অলৌকিক কৃষ্ণোন্মাদ প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবার কথা, তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজে সর্ব্বজন-বিদিত বিষয় হইয়াছিল। এই কারণে তদীয় **'অভিষেক'** সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বর্ণন করিয়াছেন,—"প্রেমে পরিপূর্ণ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর। যাঁর অভিষেক হইল সাক্ষাতে প্রভুর॥ সপ্তবৎসরের-কালে কৃষ্ণরূপ ধরে। নাচিয়া সঙ্কীর্ত্তনে **সর্ব্বচিত্ত হরে**॥ স্তোককৃষ্ণ-স্বরূপ তাহা অনুভবে জানি। সাধুগণ স্নিগ্ধ হয় যাঁর গুণ শুনি॥"

উক্ত 'প্রকাশ'-জন্য অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গাজলে তদীয় অভিষেক-বার্ত্তা, 'বৈষ্ণব-বন্দনা'-গ্রন্থেও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়।[১২]

তাহা হইলে এখন ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,—ভজন-পথের যাহা সর্ব্বপ্রধান অনর্থরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য—সেই মহদপরাধ-প্রবৃত্তির প্রতিষেধকরূপে চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-কর্ত্তৃক চিত্তকে বিশেষভাবে সুসংযত রাখিবার প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই বৈষ্ণব-জগতে বৈষ্ণব-বন্দনার

১২। বৈষ্ণব-বন্দনার ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুভ আবির্ভাব। গোপাল-চাপালকে নিমিত্ত করিয়া ভক্ত-জগতের প্রতি শ্রীগৌরহরির মহতী কৃপা ও শুভেচ্ছাই হইতেছে যাহার সর্ব্বমূল কারণ।

যদিও শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া ভজনই হইতেছে—চিত্তশুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তির সহিত সর্ব্বভক্তি ও সাধনোদ্‌গম দ্বারা পরিশেষে প্রেমোদয় করিয়া—কৃষ্ণসেবা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার পক্ষে,—সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীভগবদুপদিষ্ট পরম উপায়,[১৩] তথাপি কালপ্রভাবের পরিচালনায় 'নামাশ্রয়-' বিষয়েও বর্ত্তমানে ভেদনীতির বিকাশ হওয়ায়, মহদপরাধাদি অনর্থসকল-কর্ত্তৃক আমাদিগকে নিরন্তর আক্রান্ত হইতে হইতেছে। পূর্ব্বেকার বৈষ্ণবমণ্ডল-মধ্যে সকলেই 'শ্রীনামপরায়ণ' ছিলেন।[১৪] পর=পরম, অয়ন=আশ্রয়; অর্থাৎ শ্রীনামই ছিলেন তাঁহাদের পরমাশ্রয়। এই-হেতু কলি-প্রভাবকৃত অপরাধাদি হইতে সকলেই বিমুক্ত থাকিয়া বিশুদ্ধ-ভজন-দ্বারা প্রেম-লাভে কৃতার্থ হইবার পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই; কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরণারবিন্দের অপ্রকটকাল হইতে ক্রমশঃ জগৎ যতই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে, কলির প্রভাব ততই অধিকতররূপে আবির্ভূত হওয়ায়,[১৫] তাই সাধন-জগতে অপরাধাদিরও আধিক্য বিস্তার লাভ করিতেছে।

এমত অবস্থায় যাহা এখনও বৈষ্ণব-সমাজে সর্ব্বসম্মত ও সহজবোধ্য— অপরাধের নিবারকরূপে বিবেচিত, সেই 'শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা'র নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন সমাচরিত হইলেও, উক্ত অপরাধ-সমূহের প্রতিষেধ-ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে সাধিত হইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এতাদৃশ আবশ্যক গ্রন্থের একখানি বিশুদ্ধ ও সুসম্পাদিত সংস্করণের প্রকাশন বহুদিন হইতে বৈষ্ণব-সমাজ প্রয়োজন বোধ করিতেছিলেন।

১৩। 'নামাশ্রয়'বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা—'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১৪। "বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল। কৃষ্ণনামপরায়ণ পরম মঙ্গল।"—ইত্যাদি। (শ্রীচৈ° চ° ১।৫।২০৪)

১৫। "দূরে চৈতন্যচরণাঃ কলিরাবিরভূন্মহান্।"—শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ-কৃত শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ৪।২৯।

বিশেষতঃ কলি-প্রভাব-কৃত বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল।

শ্রীভগবৎপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রবীণ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ও দার্শনিক, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমৎসুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদ-মহোদয়-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, শ্রীদেবকীনন্দনদাসকৃত 'শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আজ নবরূপণা লাভ করিয়া পরিশুদ্ধাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহোদয় বহু প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি মিলাইয়া ইহার বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার-জন্য ও পাদটীকায় বহু পাঠান্তর সংযোজন-বিষয়ে যেরূপ বিপুল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রন্থকারোক্ত কোন কোন শব্দের নিগূঢ় অর্থ অনুধ্যানপূর্ব্বক এই গ্রন্থের সমালোচনা-ভাগে সম্পাদক-মহোদয় যে তদীয় স্বভাবসিদ্ধ গভীর-গবেষণা-নৈপুণ্য-দ্বারা বৈষ্ণব-জগতের এক একটি অভিনব ইতিহাসের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়জনক। যেমন গোপাল-চাপালেরই শ্রীদেবকীনন্দনদাস-পরিণতি; শ্রীপ্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দের অভিন্নব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়সকল উন্নত গবেষণা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। গবেষণা-বিষয়ে এরূপ মৌলিক প্রতিভার বিকাশ অল্পই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থখানির আদ্যন্ত স্থিরভাবে পাঠ করিলে, তাহা সকলেরই উপলব্ধির বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধভাবে এই গ্রন্থের প্রকাশ-জন্য সম্পাদক-মহোদয় বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন, অন্ততঃ ইহাই মাদৃশ ক্ষুদ্র ও অনভিজ্ঞ জনের সুদৃঢ় বিশ্বাস। সুবিজ্ঞ জনসমাজের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা নিজ সুসংস্কৃত বিচার ও বিবেচনা দ্বারা ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবেন, ইহাই আমি আশা করি। ইতি—

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
শ্রীগৌরপূর্ণিমা।
শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৫।

বৈষ্ণবদাসাভাস—
শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী

সম্পাদকীয় নিবেদন

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২রা কার্তিক (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর) ব্রজবাসী এক বৈষ্ণবমহাত্মা শ্রীকাশীধামস্থ হনুমানঘাটে মদীয় বাস-ভবনে অকস্মাৎ আগমন করিয়া গঙ্গার তটে বসিয়া আমাকে শ্রীপুরুষোত্তম-শিষ্য শ্রীদেবকীনন্দন দাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা সংকলন এবং একান্তভাবে তৎকুলাশ্রয় করিবার আদেশ করেন। সেই মহাত্মার আদেশ ভগবদাদেশরূপে বরণ করিয়া শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীশ্রীবৈষ্ণবশরণ ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্ গ্রন্থত্রয় জয়ন্তীগ্রন্থমালার দ্বিতীয় মালিকারূপে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইল। শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রাপ্ত শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার একটি সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সেই মহাত্মাই আমাকে দিয়াছিলেন। উক্ত পুঁথির পাঠও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বৈষ্ণবাপরাধ-মহারোগের নিবারক ও ভাবী অপরাধের প্রতিষেধকরূপে শ্রীপুরুষোত্তম-শক্তিসঞ্চারিত শ্রীদেবকীনন্দনদাস-কবিরাজ শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা-মহৌষধ আবিষ্কারপূর্বক জগতে দান করিয়াছেন। নামাপরাধের মধ্যে সাধু-নিন্দারূপ বৈষ্ণবাপরাধ মুখ্য বলিয়া ইহার সর্বাগ্রে নির্দেশের কথা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন—"অস্য চ মুখ্যত্বাদাদৌ নির্দেশঃ"॥[১] শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ প্রমুখ শ্রীচৈতন্যানুচর আচার্যগণ মহতের চরণে অপরাধ ক্ষালনের দুই প্রকার উপায় শাস্ত্র হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) যাঁহার প্রতি অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার চরণে অকপট অনুতাপ ও বিগলিত হৃদয়োত্থ দৈন্যের সহিত নির্লজ্জভাবে ও নিঃসঙ্কোচে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁহার বন্দনা করা; (২) যদি সেইভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারা না যায়, কিংবা সেই মহদ্ব্যক্তি প্রকট না থাকেন, তাহা হইলে মহতের সন্তুষ্টির জন্য তাঁহারই নিত্যারাধ্য প্রাণ-কোটিসর্বস্ব শ্রীভগবন্নামের অবিশ্রান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করা। যে

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকা ১১।৫২১

বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি এই দুইটির একটিও করিতে প্রস্তুত হইবে না, তাহাকে জন্ম-জন্মান্তর নামাপরাধের ভয়ঙ্কর ফলভোগ করিতেই হইবে। কোন শ্রীনাম-পরায়ণ মহতের যাদৃচ্ছিকী কৃপায় শ্রীনামের একান্ত আশ্রয়েই সেই মহদপরাধ-জনিত ফলভোগ হইতে মুক্তি সম্ভব হইবে। অন্য কোন উপায় নাই। মহদপরাধস্তু চাটুকারাদিনা বা তৎপ্রীত্যর্থকৃতেন নিরন্তরদীর্ঘকালীন-ভগবন্নাম-কীর্তনেন বা তং প্রসাদ্য ক্ষমাপণীয়ঃ। ** মহদপরাধমাত্রমপি ভোগৈকনাশ্যং তৎপ্রসাদ-নাশ্যং বেতি মতম্।[২]

সাধক ভক্তগণের নিন্দাদিই যখন অপরাধ-মধ্যে শাস্ত্রে গণিত হইয়াছে তখন সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ এবং সর্বোপরি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণের নিন্দাদি যে কিরূপ ভীষণ অপরাধ তাহা বলাই বাহুল্য।

অন্যের কা কথা, স্বয়ং শ্রীশচীনন্দন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট মাতৃদেবীর অপরাধাভাসের অভিনয়কে লোকশিক্ষার্থ ক্ষমাপন করাইবার আদর্শ দেখাইয়া তৎপরেই নিত্যসিদ্ধা প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশচীমাতাকে প্রেমভক্তিদানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[৩] শ্রীবাসের চরণে অপরাধী চাপাল গোপালকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের চরণেই ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া চাপাল গোপাল যে-মুখে বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছিলেন, সে মুখেই বৈষ্ণবগণের বন্দনা করাইয়াছিলেন। সেই এই বৈষ্ণব-বন্দনা প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিত্য কীর্তনীয় ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

দক্ষ ঘটনা-চক্রের চাপে পড়িয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আন্তরিকতা বা দৈন্যের সহিত একান্তভাবে নামাশ্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী প্রাচেতস জন্মে যে তাঁহার শ্রীনারদের প্রতি কটূক্তি তাহা পূর্বজন্মকৃত শিবনিন্দাপরাধেরই ফল। 'বৈষ্ণবা-বমানাদিলক্ষণাপরাধান্তরজনকত্বাৎ। যথা দক্ষস্য প্রাক্তন-শ্রীশিবাপরাধেন প্রাচে-

---

২। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৩ ও ১২৭ অনু ; ক্রমসন্দর্ভ ৪।৭।১৫।

৩। জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্। করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান। চৈ ভা—২।২২।৫৪

তসস্থাবস্থায়াং শ্রীনারদাপরাধজন্মাপি দৃশ্যতে।[৪] অতএব প্রাচীন বা আধুনিক বৈষ্ণবাপরাধ অন্য অভিনব অপরাধ-পরম্পরা উৎপত্তির কারণ হয়।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন,—[৫]

সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
শূলপাণিসম যদি ভক্ত-নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে॥

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-মহোদয় এই শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা-মহা-মহৌষধের আবির্ভাবের মৌলিক কারণ এবং তাহার মৌলিক ধর্ম, গুণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া একটি সারগর্ভ-সিদ্ধান্ত-সম্পুটিত 'ভূমিকা' এই দীনের বিশেষ প্রার্থনানুসারে কৃপাপূর্বক রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভগবৎ প্রেরণায়ই রচিত হইয়াছে বলিয়া গোস্বামিপাদ জানাইয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথমেই উক্ত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে শ্রীপাদ গোস্বামি-মহোদয় কয়েকটী মূল্যবান মূলকথা বলিয়াছেন, (১) **মহদপরাধ-মহাব্যাধির** কেবল **আরোগ্যের** জন্যই নহে, তাহার (২) **প্রতিষেধকরূপে** ভক্তিজগতে এই 'বৈষ্ণব-বন্দনা'র আবির্ভাব হইয়াছে। (৩) **শ্রীবাসুদেব** হইতেছেন **সর্বচিত্তের অধিষ্ঠাত্রী** দেবতা। অপরাধাদি-কালিমা-স্পর্শ হইতে **চিত্তকে সুসংযত** রাখিবার পক্ষে বাসুদেব-সামর্থ্যেরই বিশেষ প্রভাব ও অধিকার। শ্রীকৃষ্ণের অব্যবহিত পরবর্তিস্বরূপটিই হইতেছেন—আদি প্রথম ব্যূহ শ্রীবাসুদেব। (৪) সেই **বাসুদেব-স্বরূপের মাধুর্যময় প্রকাশই** ব্রজের **স্তোককৃষ্ণ** গোপাল —যিনি শ্রীগৌরলীলায় **শ্রীপুরুষোত্তমদাস** ঠাকুর—শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকার শ্রীদেবকীনন্দনদাস মহোদয়ের শ্রীইষ্টদেব। (৫) তাই সেই **বাসুদেব-শক্তি-সঞ্চারিত** শ্রীদেবকীনন্দন তৎকৃত **'বৈষ্ণব-বন্দনা'য়** ভজনপথের সর্বপ্রধান অনর্থ

৪। ভক্তি-সন্দর্ভ ১৫৯ অনু; ৫। চৈ ভা ২।১৩।৩৮৭-৮৮।

মহদপরাধ-প্রতিষেধ-শক্তি বিশেষভাবে সঞ্চার করিয়া **সর্বচিত্তের উপরও বিশেষ প্রভাব** বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীপাদ গোস্বামি-মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তম-তনয়-শ্রীকানুঠাকুরের অন্বয়ী অনুভবী আচার্যসূত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণে বিশেষ অধিকারী। তাঁহার রচিত ভূমিকাটি সত্য সত্যই শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা-মন্দিরে প্রবেশের ভূমিকা-স্বরূপ হইয়াছে। পাঠকমহোদয়গণ সর্বাগ্রে এই ভূমিকাটি পাঠ করিয়া শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা পাঠ করিলে পরম লাভবান হইতে পারিবেন।

মাদৃশ অজ্ঞ, অপরাধী, অনাদিবহির্মুখ বদ্ধজীবের শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার সম্পাদনার চেষ্টা কেবল ভগবৎপ্রেরিত ব্রজবাসী বৈষ্ণবের আদেশ-পালন-মুখে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত আর কিছু নহে। অযোগ্যহস্তের স্পর্শে যে সকল কালিমা, ভ্রান্তি-ত্রুটি-বিচ্যুতি-ধৃষ্টতাদিদোষ ঘটিয়াছে, তাহা কৃপাপূর্বক বৈষ্ণব-সজ্জনবৃন্দ সংশোধনপূর্বক সার গ্রহণ করিবেন, এই প্রার্থনা এবং তাঁহারা এই জীবকে অমায়ায় আশীর্বাদ করিবেন যেন ভজনপথের সর্বাপেক্ষা দুর্বার অনর্থ বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিয়া একান্তভাবে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের শ্রীনামৈকশরণ হইয়া অবশিষ্ট জীবনে কৃতার্থ হইতে পারি।

কয়েকজন ব্রজবাসী বৈষ্ণব মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ-মুদ্রণের আংশিক আনুকূল্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৫
শ্রীপাট-পরাগ, সিঁথি, কলিকাতা।

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ দাস।

প্রকাশকের নিবেদন

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা'—'বৈষ্ণব কাথায়, যে বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিবে?' 'সহজিয়ারা কি আবার বৈষ্ণব'? ইত্যাদি উক্তি যুগধর্মবশতঃ এক শ্রেণীর মধ্যে সত্যপ্রচার বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে! এইরূপ দম্ভ ও ধৃষ্টতা তাহাদের মণ্ডলীর মধ্যে বহুমানিত হইলেও বৈষ্ণবাপরাধের যে সকল প্রত্যক্ষ ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে যে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখার বৃদ্ধি, ভগবন্নামে অর্থবাদ ও অর্থান্তর-কল্পনা ও স্বনাম-প্রচারে উৎসাহ, চিত্তের কাঠিন্য, কৌটিল্য, মাৎসর্য, দর্প, ঈর্ষা, পর-কুৎসা-প্রচার, পরচর্চা, বৈষ্ণব-নিগ্রহে উদ্যম ও উল্লাস, বিষয়ী লোকের কৃপার ভাজন হইয়া অর্থপ্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহ ইত্যাদি, তাহা ঐ শ্রেণীর মধ্যে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবাপরাধ ক্রমে ভগবৎ-পরিকরাপরাধে পর্যবসিত হয়। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-লীলাপরিকর যাদবগণ কুলাঙ্গার-রূপে প্রচারিত হয়েন, শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী শ্রীরামচন্দ্রপুরী, শ্রীছোট হরিদাস, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকালাকৃষ্ণদাস প্রমুখ ভগবৎপরিকরগণ তটস্থা শক্তিস্থানীয় জীবের ন্যায় নিন্দিত হয়েন—এইরূপে বৈষ্ণবাপরাধ চরমসীমায় আরোহণ করে।

শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুর বৈষ্ণবাপরাধ-মহারোগের নিবারক ও ভাবী অপরাধের প্রতিষেধকরূপে জীব-জগতের কল্যাণার্থ শ্রীগৌরলীলাশক্তির প্রেরণায় শ্রীবাসুদেব-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া যে 'বৈষ্ণব-বন্দনা' জগতে প্রকট করিয়াছেন, সেই মহাজনকৃত পদকেও বিকৃত করিয়া মহৌষধের মধ্যে 'ভেজাল' প্রক্ষিপ্ত ও লীলা-পরিকরগণের প্রতি অপরাধ করিবার অসীম ঔদ্ধত্য প্রদর্শিত হয়।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও আচার্যগণের সিদ্ধান্ত

শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে বলিয়াছেন,—"ন দোষা বৈষ্ণবে দৃশ্যাঃ কর্মাচার-বিলোকনাৎ। কর্মাচারবিশুদ্ধা বা কে সন্তি কলিমর্দ্দিতাঃ॥ যতো বৈষ্ণবাঙ্গে কৃষ্ণাগ্নির্বর্ততে, শ্রীকৃষ্ণধ্যানবলাৎ পাতকানি পতিতুং ন সমর্থানি, পতিতান্যপি কৃষ্ণাগ্নৌ দগ্ধানীতি **অজানতাস্তু সকল-গঙ্গায়ামেকৈকবোর্মিরিতি বলাবলে বৈষ্ণবে সমত্বৈব পূজেত্যুপ-সংহারঃ॥**"[১] কর্ম ও আচার দেখিয়া বৈষ্ণবের দোষ দর্শন করিবে না। কলিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া কাহারই বা কর্ম ও আচার বিশুদ্ধ আছে? কারণ বৈষ্ণব-শরীরে কৃষ্ণের তেজোরূপ অগ্নি বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণবলে পাপসমূহ তাহাতে পতিত হইতে পারে না এবং পতিত হইলেও কৃষ্ণাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞগণের পক্ষে সমগ্র গঙ্গায় একই তরঙ্গ—তরঙ্গের ইতর বিশেষ নাই, এইরূপ বিচারে অবল সবল সকল বৈষ্ণবে সাম্যভাবই পূজা। ইহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।[২]

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—**বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ,** (গীতা ৯।৩০) অপি চেৎ সুদুরাচারঃ......ইত্যাদেঃ। যথোক্তং গারুড়ে—বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥[৩]—যাঁহারা বৈষ্ণবের পূজা করিবেন, তাঁহারা বৈষ্ণবের আচারেও দোষদৃষ্টি করিবেন না, যেহেতু শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—ঐকান্তিক শ্রীবিষ্ণুপাসক সুদুরাচারী হইলেও সাধু বলিয়া জানিতে হইবে। গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—মিথ্যাচারী অনাশ্রমী হইয়াও যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুতে একান্ত-ভক্তিমান্, সেই ব্যক্তি সহস্রকিরণবিশিষ্ট সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত থাকিয়া সকল লোককে পবিত্র করিতে সমর্থ।

১। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত—১৭ অনুচ্ছেদ। (শ্রীসুন্দরানন্দদাস-প্রকাশিত-সং)।

২। সবে ইথে দেখি এক মহা প্রতিকার। সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার। (চৈ ভা ৩।৯।৩৯০)।

৩। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৪৭ অনু।

শ্রীচক্রবর্তিপাদ শ্রীমাধুর্যকাদম্বিনীতে সতের নিন্দারূপ নামাপরাধের বিচার-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—**"ন চ** 'কৃপালুরকৃতদ্রোহ-স্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্' (ভা ১১।১১।২৯—৩১) ইত্যাদি-**সম্পূর্ণ-ধর্মকা এব সন্তস্তেষামেব নিন্দা অপরাধ ইতি বাচ্যম্**। 'সর্বাচারবিবর্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ' ইতি তৎপ্রকরণবর্তিনা বচনেন তাদৃশ-দুশ্চরিতানামপি ভগবন্তং ভজতাং কৈমুতিক-ন্যায়েন সচ্ছব্দবাচ্যত্বেন সূচিতত্বাৎ"[৪]।—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।২৯) যে, "কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি সদ্‌গুণযুক্ত সাধুর লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ যাঁহার আছে, তিনিই সৎ, তাঁহার নিকট অপরাধ করিলেই অপরাধ হয়,—এইরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ শ্রীপদ্মপুরাণের যে প্রকরণে (পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায়ে) শ্রীসনৎকুমার শ্রীনারদের নিকট সতের নিন্দাদি নামাপরাধের কথা বলিয়াছেন, সেই প্রকরণেই "সমস্ত আচারবিবর্জিত, শঠবুদ্ধি, সাবিত্রীভ্রষ্ট, জগদ্‌বঞ্চক, কপট, অহঙ্কারী, ক্রূর, মদ্যাদিপানাসক্ত, নিষ্ঠুর, ধন-পুত্র-দারাদিতে আসক্ত ব্যক্তিও শ্রীগোবিন্দের নামাশ্রয়ে শুদ্ধ হয়"—ইত্যাদি উক্তিও করিয়াছেন। অতএব শ্রীসনৎকুমারের ঐ উক্তি অনুসারে যখন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণও শ্রীগোবিন্দনামাশ্রয়ে শুদ্ধ হন, তখন যাঁহারা শ্রীভগবন্নাম আশ্রয় করিয়া ভগবদ্ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি দুশ্চরিত্রতাও দৃষ্ট হয় (উহা চালাইবার প্রবৃত্তি বা নামবলে পাপবুদ্ধি না থাকিলে—শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৬ অনুচ্ছেদ), তবে তাঁহারাও যে সৎ-পদবাচ্য হইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। সেইরূপ সতেরও নিন্দা—নামাপরাধ,—কেবল মহতের (সিদ্ধের) নিন্দাই নামাপরাধ নহে।

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ (৭।৭।৩০) সারার্থদর্শিনীতেও বলিয়াছেন, "সদাচারা যে ভক্তাস্তেষাং সঙ্গেনেতি **দুরাচারা ভক্তাঃ সেব্যা বন্দ্যা দর্শনীয়াশ্চ, ন তু সঙ্গার্থমুপাদেয়া ইতি ভাবঃ"** অর্থাৎ সদাচার ভক্তগণেরই সঙ্গের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে

৪। মাধুর্যকাদম্বিনী ৩।২ অনুঃ।

রতি হয়, **তাঁহাদেরই সঙ্গ কর্তব্য।** দুরাচার ভক্তগণ সেব্য, বন্দ্য ও দর্শনীয়, কিন্তু তাঁহারা সঙ্গ করিবার জন্য উপাদেয় নহেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ও শ্রীক্রমসন্দর্ভে 'সত্তর' অর্থাৎ যে ভক্ত অনন্যবিষ্ণুভজনকারী, বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ, যাঁহার পাপকার্য নাই, সেইরূপ সাধক ভক্ত হইতেই পারমার্থিক-সঙ্গ-যোগ্যতা আরম্ভ হইবে জানাইয়াছেন। ইহার পর যে সাধকের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তিনি সত্তম। সেই সত্তম আবার অবরসত্তম, মধ্যম সত্তম ও পরম সত্তম-ভেদে ত্রিবিধ। অবর সত্তমে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।১১।২৯-৩১) **শরণাগতিরূপ স্বরূপ-লক্ষণ** ও তদনুগত কৃপালুতা, অকৃতদ্রোহতা প্রভৃতি ২৭টি গুণ (তটস্থ লক্ষণ) আছে, আর পরম সত্তমের ঐ সকল গুণও আছে, অনন্যভজনও আছে।[৫]

সিদ্ধগণই 'মহৎ' পদবাচ্য। সেই মহদ্‌গণ আবার জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারী মহা-জ্ঞানী বা যোগমার্গে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারী মহাযোগী ও লব্ধভগবৎপ্রেম মহাভাগবত-ভেদে ত্রিবিধ। মহাভাগবত আবার (১) **মূর্ছিতকষায়**; যথা—শ্রীভরত, (২) **নির্ধূতকষায়**; যথা—শ্রীশুকদেব ও (৩) **লীলাপ্রবিষ্ট** শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীনারদ ইত্যাদি ভেদে ত্রিবিধ। **সতের অর্থাৎ পরতত্ত্বে উন্মুখ সাধকমাত্রের নিন্দা হইতেই সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আরম্ভ হয়**, আর মহতের নিন্দার ত' কথাই নাই। জ্ঞানি-যোগি-মহদগণের নিন্দায়ও সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ হয়। শ্রীদুর্বাসা, শ্রীদত্তাত্রেয়-প্রমুখ প্রাচীন অথবা শ্রীশঙ্করাচার্য প্রমুখ পরবর্তিকালীয় পরমেশ্বরেচ্ছা-চালিত জ্ঞানী মহদ্‌গণের ব্যক্তিগত নিন্দাদি ভক্তিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।* শ্রীঅম্বরীষাদি পরম ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ শ্রীদুর্বাসার কোনওরূপ অমর্যাদা করেন নাই। শ্রীশুক্রাচার্য, শ্রীভৃগু প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্যগণের নিন্দাও অপরাধ মধ্যে গণ্য।

শ্রীশুক্রাচার্য শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগীতোক্ত (১০।৩৭) "কবীনামু-

---

৫। যস্তু তত্তদ্‌গুণান্ লব্ধ্বা ধর্মজ্ঞান-পরিত্যাগেন মাং ভজতি কেবলম্ স তু পরমসত্তম এবেতি ব্যক্ত্যানন্যভক্তস্য পূর্বত আধিক্যং দর্শিতম্ (ক্রমসন্দর্ভ ১১।১১।২৯); * প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪ অনু।

শনাঃ কবিঃ" (শাস্ত্রদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ—শ্রীধরস্বামী)। সুতরাং শ্রীশুক্রাচার্যের নিন্দা করিলে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিরই নিন্দা হইবে। ব্রহ্মর্ষি শ্রীভৃগুও শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, ইহা শ্রীগীতা (১০।২৫) ও শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৬।১৪) উক্ত হইয়াছে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেন—মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে। করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥ জ্ঞানপূর্ব ভৃগুর—এ-কর্ম কভু নয়। কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত জয়॥ (চৈ ভা ৩।৯।৩৮৩—৮৪)। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও বলেন—"অত্র ভগবল্লীলাবিনোদ-সূত্রধারনর্তিতস্য ভৃগোরেতৎ কর্মণি নাপরাধো বাচ্য ইতি প্রাঞ্চঃ। (সারার্থদর্শিনী ১০।৮৯।১২-১৪)। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন, ভৃগুর ঐ সকল কর্মে (শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাতাদি-ব্যাপারে) অপরাধ হয় নাই। কারণ লীলাবিনোদসূত্রধার ভগবান্ ভৃগুকে যেমন নাচাইয়াছেন, তিনি তেমনি নাচিয়াছেন। বিষ্ণুর লীলাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ভৃগু ঐরূপ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের ধর্মব্যতিক্রম যে দোষাবহ নহে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই (ভা ১০।৩৩।২৯) শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন। শ্রীমহাদেবের মোহনলীলা শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের প্রচারার্থই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে, —মহাদেবকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য নহে। আত্মারাম মহাদেব প্রাকৃত জীবের ন্যায় স্ত্রীরূপে মোহিত হন নাই। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমহাদেবের ভাবে (৮।১২।৩৭) ও শ্রীভগবানের বাক্যেই (৮।১২।৩৯-৪০) প্রমাণিত হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও (ভা ৮।১২।৩৭ শ্লোকের) সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন,—"নাহমন্যেন কেনাপি মোহিতুং শক্যো মৎপ্রভুনা তু মন্মোহনং ন দূষণাবহং প্রত্যুত ভূষণা-বহমেব মমাপি মোহনং বিনা মৎপ্রভোরাত্যন্তিকং প্রভুত্বমেব কুত ইতি প্রভুত্বাতিশয়ো দাসস্য মে ভক্ত্যুৎকর্ষমেব পুষ্যতীতি" —অর্থাৎ শ্রীমহাদেব শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—আমাকে আপনি ব্যতীত আর অন্য কেহই মুগ্ধ করিতে পারেন না, অতএব আমার প্রভুর দ্বারা আমার যে মোহন, তাহা দূষণাবহ নহে, প্রত্যুত ভূষণাবহই। আমারও মোহন ব্যতীত আমার

প্রভুর আত্যন্তিক প্রভুত্বই বা কোথায়? আপনার এই প্রভুত্বাতিশয্য দাস-স্বরূপ আমার ভক্ত্যুৎকর্ষকেই পোষণ করিতেছে।

শ্রীচিত্রকেতু দক্ষের ন্যায় শিবনিন্দক অপরাধী নহেন। যদি তাহা হইত তবে সভাসদ্বর্গ তৎক্ষণাৎ কর্ণাচ্ছাদনপূর্বক সেই স্থান ত্যাগ করিতেন—"দক্ষবন্নায়ং শিবনিন্দকোঽপরাধী জ্ঞেয়ঃ"[৬]।

শ্রীচিত্রকেতু ও শ্রীশিব উভয়েই শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের ভক্ত, সখ্য-ভাবযুক্ত এবং পরস্পরের প্রতি আন্তরিক স্নেহশীল। শ্রীচিত্রকেতুর শ্রীশিবের নিন্দা হয় নাই, উহা নর্মগোষ্ঠীমাত্র। শ্রীচিত্রকেতুর শাপ, অনুগ্রহ, স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকাদিতে তুল্যদর্শিত্বরূপ মহাবল-প্রদর্শনার্থ, বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ কুপথ্য-দূরীকরণার্থ, স্বীয় বিরহানলের দ্বারা প্রেমক্ষুধা-বর্ধনের জন্য এবং বৈকুণ্ঠে স্বীয় শ্রীচরণযুগলের সাক্ষাৎ সেবারূপ মহা মাধুর্যাস্বাদন প্রদান করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণদেবই শ্রীপার্বতীদেবীর হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা অভিশাপ প্রদান করিয়া নিজ ভক্ত শ্রীচিত্রকেতুর প্রতি স্নেহশীল পিতার তুল্যই আচরণ করিয়াছেন,—এই সিদ্ধান্ত ফল-দর্শনেই অবগত হওয়া যায়।

শ্রীচিত্রকেতুর বৃত্রজন্মেও যখন প্রেম-সম্পত্তির অভাব হয় নাই, তখন ঐ জন্ম বাস্তবিক আসুর জন্ম নহে; তাহা (শ্রীচিত্রকেতুবৎ) সঙ্কর্ষণ-পার্ষদ-ভাববিশেষই জানিতে হইবে।[৭]

দেবান্তরের নিন্দামাত্রই দোষজনক, তন্মধ্যে শ্রীশিবের অবজ্ঞাদিতে অত্যন্তই অপরাধ। এমন কি, তাঁহার সম্পর্কিত অন্য কাহারও প্রতি অপরাধ করিলে তাহা হইতে পরমভাগবতেরও নিষ্কৃতি নাই। যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ভাগবত শ্রীধ্রুবের প্রতি তাঁহার পিতামহ শ্রীস্বায়ম্ভুব মনুর উক্তিতে দৃষ্ট হয়,—হে বৎস! তুমি শ্রীমহাদেবের সখা যজ্ঞাধিপতি কুবেরের যথেষ্ট অবজ্ঞা করিয়াছ, যেহেতু ভ্রাতা উত্তমের হত্যাকারি-জ্ঞানে বহু যক্ষকে বিনাশ করিয়াছ।

৬। সারার্থদর্শিনী ৬।১৭।৭-৯ দ্রষ্টব্য।

৭। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত সারার্থদর্শিনী ৬।১৭।১৭, ৩৪-৩৫ ও শ্রীমাধুর্যকাদম্বিনী ৩।৪ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমহাদেবের সখা বলিয়া কুবেরের নিকট অপরাধও বৈষ্ণবাপরাধের মধ্যে গণনা করিয়াই ভগবদ্ভক্তের স্বভাবসুলভ সর্ববিষয়ে বিনয় ও বারংবার ভক্তি-লাভে অভিলাষী হইয়া ভাগবতবর শ্রীধ্রুবও কুবেরের নিকট ভগবদ্ভক্তি-বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাই চতুর্থ স্কন্ধের (৪।১২।২৮) বাক্যের অভিপ্রায়। শ্রীকপিলদেব **সাধারণ প্রাণীমাত্রের অবমাননাদির নিন্দা** করিয়াছেন (ভা ৩।২৯।২১)। সুতরাং শ্রীশিব-ব্রহ্মাদি সদৃশ মহাভাগবতগণের অবমাননায় যে ভয়াবহ মহদপরাধ হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য—শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতম্ কিমুত তদ্বিধানাম্[৮]। "আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব। 'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র সব॥"

বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ চিরকালই শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গরূপে পূজিত হয়েন। ভগবদ্ভক্তগণ ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের পরমাধিষ্ঠানহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নজ্ঞানে সম্মান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৬।৫৫) শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—

> দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ।
> গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চ্চাদাবিজ্যদৃষ্টয়ঃ॥

দুষ্প্রজ্ঞা দুষ্টবুদ্ধয়ঃ, তত এবাসূয়বঃ—মানুষত্বাদি-স্বসাম্যদৃষ্ট্যা তদ্‌গুণাসহিষ্ণবঃ (শ্রীজীবপাদ তোষণী) অসূয়বঃ ব্রাহ্মণেষু দোষদর্শিনঃ প্রতিমাদাবেব, ন তু ব্রাহ্মণেষু পূজ্যবুদ্ধয়ঃ।—দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহাদিগকে নিজের সমান মানুষাদিরূপে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের দোষদর্শী হয় এবং কেবল প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধিযুক্ত হইয়া সর্বোপদেষ্টা মদীয় পরমাধিষ্ঠানহেতু আমা (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে অভিন্ন পরমাত্মস্বরূপ বিপ্রগণকে অবজ্ঞা করে। অতএব ব্রাহ্মণের দোষদর্শন করিয়া প্রতিমাতে পূজ্যবুদ্ধি করিলেও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় না। এজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২।১৩৯-২২১) **বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির অবশ্যপাল্য আচার-নির্ণয়ে** শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন—

৮। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১০৬ অনু; চৈ ভা ২।২০।১৪৭।

"ভাবয়েদ্দৈবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্রশরীরগম্"—শ্রীবিষ্ণুদেবতাকে গুরু ও বিপ্রের শরীরগত বলিয়া ভাবনা করিবে। **ন নিন্দেদ্ব্রাহ্মণান্দেবান্** বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ ইত্যাদি—ব্রাহ্মণগণকে, দেবতাগণকে, বিষ্ণুকে, ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য, অগ্নি, লোকপাল, গ্রহ এবং পূর্বদীক্ষিত (দীক্ষা-নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ) বৈষ্ণবগণকে কখনও নিন্দা করিবে না—বন্দনাদি-দ্বারা সম্মান করিবে। ব্রাহ্মণাদীনামেতেষাং বন্দনাদিনা সম্মানৈব কার্যা, ন তু কদাচিদপি নিন্দেদিত্যর্থঃ (শ্রীসনাতন) সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য-নিন্দক নিজ-জামাতাকে হত্যা করিলে ব্রাহ্মণ-হত্যার অপরাধে অপরাধী হইবেন বলিয়াছেন,—তাঁহার কথিত "**শরীর ব্রাহ্মণ**" ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়[৯]।

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—'নন্থ শূদ্রস্যাপি তেষু সংস্কারেষু কৃতেষু দ্বিজত্বং স্যাৎ? তত্রাহ **অজো যং** সৃষ্ট্বা দ্বিজং জগাদ **দ্বিজত্বেন নির্দিদেশ তজ্জাতিক এব** সংস্কারেষু লব্ধেষু **দ্বিজঃ স্যাৎ**'[১০] যদি বল, শূদ্রেরও সেই সকল সংস্কার কৃত হইলে দ্বিজত্ব হউক। না, তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং যাহাকে দ্বিজরূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই জাত্যুৎপন্ন ব্যক্তিই সংস্কারসমূহ লাভ করিয়া দ্বিজ হইবে, অপরে নহে।

শ্রীজীবপাদ সংক্ষেপতোষণীতেও[১১] সমর্থনে বলিতেছেন,—তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—**জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ** সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্।" জন্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ জানিতে হইবে। কেহ কেহ 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ' এইরূপ পাঠ কল্পনা করেন। শ্রীজীবপাদ তাহা স্বীকার করেন নাই বা প্রকৃত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়ও সেই পাঠ নাই।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮।৬) "নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ" এই শ্রীনন্দমহারাজের বাক্য এবং (১০।৮৬।৫৩) "ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্বেষাং প্রাণিনামিহ"—এই শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন—

৯। চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা শুনি যাহা হৈতে। তারে বধ কৈলে হয় পাপপ্রায়শ্চিত্তে॥ কিংবা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন। দুই যোগ্য নহে, দুই—শরীর ব্রাহ্মণ (চৈ চ ২।১৫।২৬১—২৬২)।

১০। ক্রমসন্দর্ভ ৭।১১।১৩; ১১। সং তোঃ ১০।১৬।২।

'জাত্যা এব—জাতিমাত্রেণৈব কিং পুনর্জ্ঞানাদিনা' অর্থাৎ কেবল জাতিমাত্রেরই দ্বারা, জ্ঞানাদির কথা আর কি, ব্রাহ্মণ মনুষ্যমাত্রের গুরু—সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে শ্রীনন্দকিশোরের লোকরক্ষার্থ রূপ-পঞ্চকের অন্যতম জাতিব্রাহ্মণকে "নমো ব্রাহ্মণরূপায়" এইভাবে ও বিষ্ণূপাসকমাত্রকে "নিজভক্তস্বরূপিণে" এই বাক্যে নিত্য প্রণাম শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপাদ 'শ্রীমনঃশিক্ষায়' 'সুজনে' ও 'ভূসুরগণে' সর্বদা কাপট্য পরিত্যাগ করিয়া প্রণতিবিধান শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদের পূর্বাচার্যবৃন্দের ও সমস্ত বৈষ্ণব-বৃন্দের ইহাই সদাচার।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে[১২] শ্রীসনাতনপাদ স্মৃতির বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ শাক্তিকাঃ।
উপাসন্তে যতঃ সন্ধ্যাং হরেঃ শক্ত্যাদিরূপিণীম্ ॥ *

ব্রাহ্মণগণ সকলেই বৈষ্ণব, তাঁহারা শৈব বা শাক্ত নহেন; যেহেতু তাঁহারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শক্তিরূপিণী গায়ত্রীর উপাসনা করেন।

শ্রীবিষ্ণুভজনকারীর মাহাত্ম্য সর্বোপরি। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,[১৩] পরম্পরারূপেও বিষ্ণুভক্তি পরমগতি-প্রাপ্তি-বিষয়ে কারণ হয়, ইহা শাস্ত্রে দেখা যায়। বিরক্তবিষ্ণুভক্তগণের মধ্যে পরিচর্যাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ যাহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহারা মহাপাপী হইলেও পরমগতি লাভ করে। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানকারী বিষ্ণূপাসকগণ পর্যন্ত আগামী ও অতীত শত শত কুলকে শ্রীবিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, শ্রীহরির শ্রীঅর্চা-স্থাপনকারী তাঁহার কুলে যে সকল পুরুষ জন্মিবেন এবং যাঁহারা গত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে কল্পকাল পর্যন্ত উদ্ধার করেন। শ্রীযমরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিয়াছিলেন, শ্রীঅর্চা-স্থাপনকারী ভক্তের বংশজাত নব অযুত পুরুষ যমদূতগণের শাসনের অতীত। অতএব যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরের বংশে

১২। হ ভ বি ৩।৩১০; * পাঠান্তর—ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ শাক্তিকাঃ। উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্; ১৩। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৩১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা যে প্রপূজ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসম্মান, অনাদর বা তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ অনিবার্য। এইজন্য মহাজন সতর্ক করিয়াছেন—

মহান্ত-সন্তান কিবা মহান্তের জন যেবা
ইহা সভার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্গম কভু, ভয়ে প্রাণ কাঁপে মুহু
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ ॥[১৪]

শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীপরীক্ষিত আদর্শ এই দুই পরম বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমরাও এই কামনা করি—

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥[১৫]

বিশ্বের মঙ্গল হউক। খল ব্যক্তি ক্রূরতা পরিত্যাগ করুক। প্রাণিগণ পরস্পর মঙ্গলচিন্তায় নিমগ্ন হউক, মন উপশমিত হউক এবং আমাদের মতিও কামনাবিহীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট হউক। (হরিবর্ষবাসী জনগণের সহিত শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি)

পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং মৈত্র্যস্তু সর্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ ॥[১৬]

পুনরায় আমি যে যে জন্ম পাই না কেন, সেই সেই জন্মেই আমার ভগবান (১) শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক, (২) শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত মহদগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হউক, (৩) সর্বত্র মিত্রতা হউক (৪) ব্রাহ্মণগণের শ্রীচরণে আমার নিত্য নমস্কার থাকুক। (শ্রীপরীক্ষিতমহারাজের উক্তি)

শ্রীধাম নবদ্বীপ,
শ্রীগৌরপূর্ণিমা,
শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৫।

বৈষ্ণবকৃপাভিখারী
দাসানুদাস—
শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস

১৪। শ্রীপদকল্পতরু ৩০১৪; ১৫। ভা ৫।১৮।৯; ১৬। ঐ ১।১৯।১৬।

সমগ্র গ্রন্থের বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

১। **শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা** ১—১৯

২। **শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ** ২০

৩। **শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্** (সংস্কৃত) ২১—২৬

৪। **শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস** (সমালোচনা) ২৭—৬০

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকারের গুরুদেব ২৭. যে যে গ্রন্থে বৈষ্ণব-বন্দনার উল্লেখ ২৮, শ্রীদেবকীনন্দনদাসের আত্মকাহিনী ২৮—২৯ ; একটি পুঁথির স্বতন্ত্র পাঠ ৩১ ; শ্রীদেবকীনন্দনের পরিচয় ৩৩-৪৩ ; মুদ্রিত বৈষ্ণব-বন্দনার কয়েকটি পাঠ ৪৪—৪৬ ; শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার ঐতিহাসিক ও পারমার্থিক মূল্য ৪৬—৫৬ ; শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য ৫৬—৫৮ ; দাসপুরুষোত্তম ও নাগর-পুরুষোত্তম ৫৮ ; প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ ৫৮—৫৯ ; সঙ্গীতপণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ দাস ৫৯—৬০।

৫। **পরিশিষ্ট** [১] শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার বৈষ্ণবকোটি ৬১—৭২

ভগবল্লীলা-পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য ৬১ : শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-রহস্য ৬১—৬৪ ; সাধক ভক্তেও প্রাকৃতদৃষ্টি নিষেধ ৬৪—৬৫ ; লীলা-পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য ৬৫—৬৮ ; মৌষল-লীলা ৬৮—৬৯ ; শ্রীছোট হরিদাস ৬৯—৭১ ; শ্রীরামচন্দ্রপুরী ৭১—৭২।

৬। **পরিশিষ্ট** [২] শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ৭৩—১০০।

মায়াবাদী প্রকাশানন্দ ৭৩—৭৬ ; প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ কিরূপে এক ব্যক্তি? ৭৬—৮০ ; শুদ্ধসরস্বতী কে ? ৮০—৮৫ ; প্রকাশানন্দ নাম বৈষ্ণব-বৃন্দের অরোচক ৮৫ ; প্রবোধানন্দের নামোল্লেখকারি-লেখকগণ ৮৫—৮৬ ; প্রবোধানন্দ কি ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী? ৮৬—৮৭; প্রকাশানন্দ কিরূপে ভট্ট গোস্বামীর গুরুদেব হন? ৮৭—৮৮ ; শ্রীপ্রবোধানন্দ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও তাঁহার শিষ্যোপশিষ্য-সম্প্রদায় ৮৮-৮৯ , শ্রীরাধারস-সুধানিধির প্রকৃত রচয়িতা কে ? ৮৯—৯৮ ; অন্যসম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের প্রশংসা ৯৯-১০০ ; টিপ্পনী ১০১—১০২।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেবৌ জয়তঃ
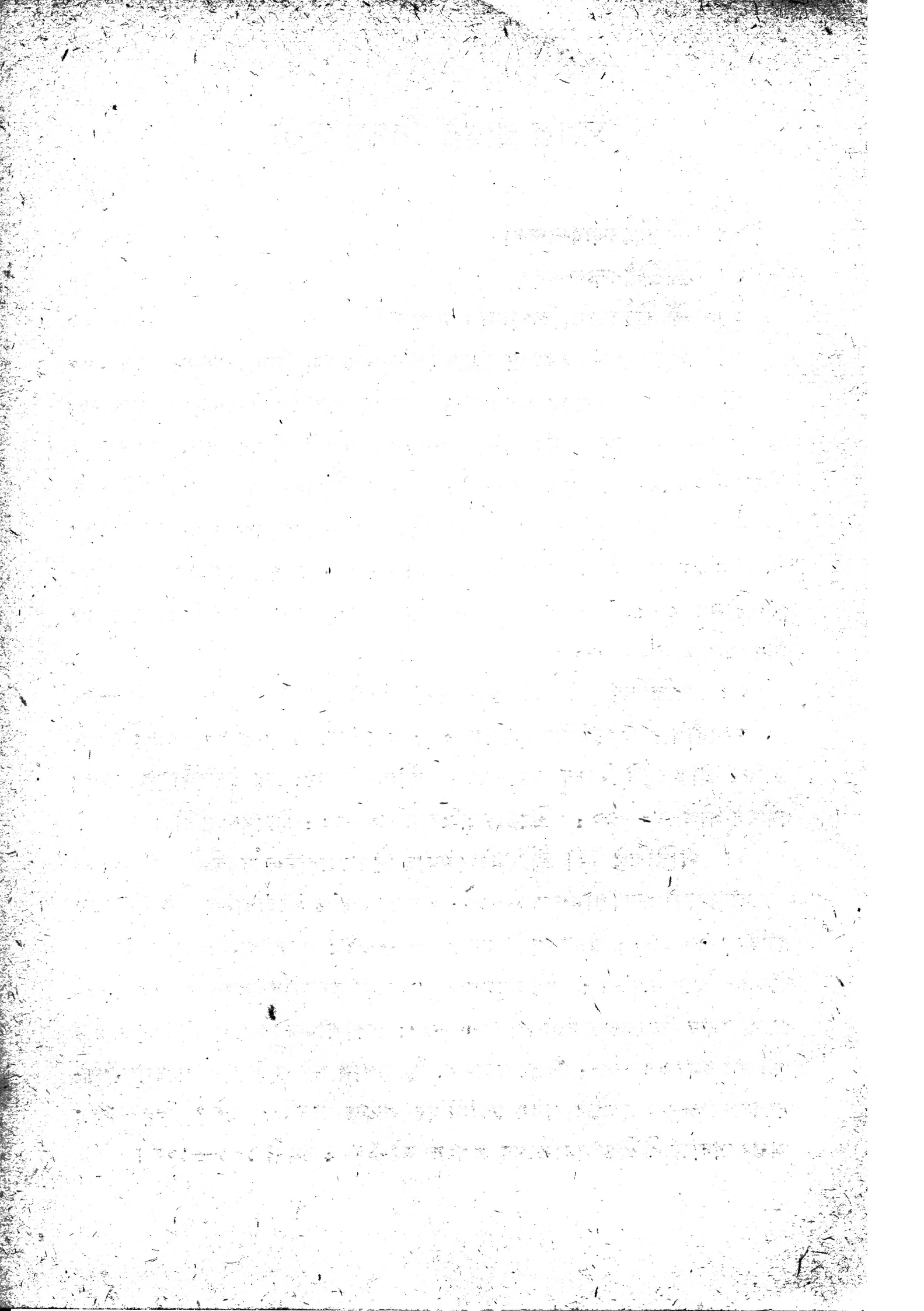
শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা—২

শ্রীদেবকীনন্দনদাস-ঠাকুর-কৃত

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

১। আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥[১]

পাঠান্তরের সঙ্কেত

(ক) বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ-মন্দিরস্থিত ১০৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত পুঁথি; (খ) তত্রস্থ ১২৫৮ বঙ্গাব্দে লিখিত পুঁথি; (গ) কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটিস্থিত পুঁথি নং G5369; (ঘ) বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ-মন্দিরস্থিত ১৭১৯ শকাব্দে লিখিত পুঁথি; (ঙ) তত্রস্থ তারিখবিহীন পুঁথি; (চ) শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্ত ১১৮৩ বঙ্গাব্দে লিখিত পুঁথি; এতদ্ব্যতীত আরও ১৫টি হস্তলিখিত পুঁথি বরাহনগর শ্রীপাটবাটীতে রক্ষিত (বাঙ্গলা বিবিধ ৯৯নং ১৫ খানা) আলোচিত হইয়াছে। (ছ) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়-সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থ; (জ) শ্রীনিত্য-স্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত সংস্করণ; (ঝ) শ্রীরাধানাথ কাবাসী-সম্পাদিত সংস্করণ (শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার প্রথম খণ্ড)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার মূল কলেবরে বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের ১০৯১ বঙ্গাব্দের লিখিত পুঁথির পাঠই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে যে স্থানে পাঠের পরিবর্তন হইয়াছে, পাদটীকায় তাহাদেরই নির্দেশ আছে।

১। এই শ্লোক কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায়।

২। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-কৃপাময়ৌ।
সর্বাবতার-সংভক্তৌ সর্বভক্তজনাশ্রয়ৌ ॥[২]

আভীর রাগ

৩। প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ[৩] ॥ ধ্রু ॥

৪। মিনতি করিয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ॥

৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥

৬। যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রম-ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥

৭। বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ ছার হঙ[৪] শিশু অল্পমতি ॥

৮। জিহ্বার আরতি অতি মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা ॥

৯। বন্দোঁ শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর ॥

১০। বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য[৫] ॥

১১। বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিতপাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥

২। এই শ্লোকটি আমাদের দৃষ্ট সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতেই পাওয়া যায়।
৩। শচীর দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ (চ)।
৪। জনা (ক) ; জন (চ, ছ)।
৫। শঙ্কর অরণ্য (ক, চ)।

১২। বন্দোঁ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি বন্দনা করিয়া॥

১৩। বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুতচরিত॥

১৪। দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহা হইতে নাটে গীতে সভার আনন্দ॥

১৫। বসুধা জাহ্নবী বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥

১৬। বীরভদ্র গোঁসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর প্রেমগুণে[৬]॥ *

ভাটিয়ারী রাগ

১৭। ধন্য অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসি-শিরোমণি[৭]।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি॥ ধ্রু॥

১৮। সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতরি॥

১৯। আচার্যগোসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন-ভিতর॥

২০। সীতা ঠাকুরাণী বন্দোঁ হৈঞা একমন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দোঁ তাঁহার নন্দন॥

৬। আচরণে (খ, গ, ঙ, চ, ছ, জ)

* ইহার পর অধিক ৭টি পয়ার (১৪টি চরণ) নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত মুদ্রিত সংস্করণে এবং রাধানাথ কাবাসী-সম্পাদিত শ্রীবৃহদ্-ভক্তিতত্ত্বসারের অন্তর্গত শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিতে ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণগোস্বামি-সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থে নাই।

৭। গোরা ন্যাসিশিরোমণি (গ, ছ, জ); শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ন্যাসিমণি (চ)।

২১। বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন-পূজিত[৮] ॥
২২। ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
আপনি মহাপ্রভু[৯] যাঁরে বলিলা জননী ॥
২৩। শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে ॥
২৪। হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ। বিরক্ত প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইল্যা হরিনাম ॥
২৫। গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ। জগত-বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি-পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥
২৬। বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তি-শক্তিমন্ত।
পূর্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত ॥
২৭। শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ। চন্দ্র সুশীতল।
আচার্যরত্ন বলি যাঁর খ্যাতি নিরমল ॥
২৮। গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ। মহিমা অপার।
গৌর-পদ[১০]-ভক্তি-দ্বারে যাঁর অধিকার ॥
২৯। বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব ॥
৩০। বাসুদেব দত্ত বন্দোঁ। বড় শুদ্ধ ভাবে।
উৎকলস্থানে প্রভু যাঁরে[১১] রাখিলা সমীপে ॥

৮। বিদিত (ছ)।
৯। শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ (গ, ছ, জ)।
১০। গৌরপদে (গ, ছ, জ)।
১১। উৎকলে যাঁহারে প্রভু (ছ, জ)।

---

(২৩) **আলবাটী**— [লালা > লাল > আল + বাটি (পাত্র) চর্বিত তাম্বুলাবশেষাদি ফেলিবার পাত্র. পিকদানী।

৩১। বন্দোঁ মহা নিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥

৩২। বন্দো শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চ জন॥

৩৩। বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য কথা কহিলা সকল[১২]॥

৩৪। শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥

৩৫। বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খাঁন বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি॥

৩৬। বন্দিব ধার্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তিবর॥

৩৭। নন্দন আচার্য[১৩] বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়।

৩৮। বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভুর সহিত যাঁর পরিহাস কন্দল[১৪]॥

৩৯। বন্দো ভিক্ষুক[১৫] বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥

১২। যেই কহিল সকল (চ); যেঁহ কহিলা সত্বর (ছ, জ)।

১৩। নকুল আচার্য (চ)।

১৪। প্রভুসঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল (ছ, জ)।

১৫। ভিক্ষু (ছ, জ)।

---

(৩১) **নিরীহ** = নিরপেক্ষ বা উদাসীন।

(৩৮) **কন্দল** = প্রণয়-কলহ।

৪০। হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভদর[১৬] ॥

৪১। বন্দিব ঈশান দাস কর যোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈলা বড়ি ॥

৪২। বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয় ॥

৪৩। বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ ॥

৪৪। বল্লভ আচার্য বন্দোঁ জগজনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনে[১৭] শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥

৪৫। সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

৪৬। আচার্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।
মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটনা যাঁর সাথ ॥*

৪৭। (সূর্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিদিত সংসার।
বসুধা জাহ্নবী দুই কন্যা যাঁহার ॥)†

১৬। ভদর (ক, সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্ ১৭ সংখ্যা—'ভদ্র'); ভাদর (ঙ, চ, ছ, জ)।

১৭। ধন্যা (ক)।

* ইহার পর—প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন। তাঁ সভার পাদপদ্ম বন্দি সর্বক্ষণ ॥—এই দুই পংক্তি (ছ গ্রন্থে বন্ধনী-মধ্যে এবং জ, ঝ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নাই)।

† কেবলমাত্র 'গ' পুঁথিতে এই চরণদ্বয় এই স্থানে দৃষ্ট হয় ; অন্যত্র ১২৮ নং পয়ারের স্থানে পাওয়া যায়।

সুহই রাগ

৪৮। ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণা-নিধি প্রভু[১৮] নাহি আর ॥ ধ্রু ॥

৪৯। ঈশ্বরপুরী গোঁসাঞি বন্দিব সাবধানে।
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈল যাঁর স্থানে ॥

৫০। কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনী বলি[১৯]।
প্রভু যাঁরে নিজ গুরু করিলা মস্করি[২০] ॥

৫১। বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন রঘুবীরের[২১] গণ ॥

৫২। পরমানন্দ পুরী বন্দোঁ উদ্ধব স্বভাব।
দামোদর পুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব ॥

৫৩। নরসিংহ তীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দ পুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ ॥

৫৪। নরসিংহানন্দো[২২] বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দোঁ আর গরুড় [২৩] অবধূত মহামতি ॥

৫৫। বিষ্ণুপুরী গোঁসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন ॥

১৮। কভু (ছ, জ) ; এ হেন গুণের নিধি প্রভু (গ)।
১৯। মুনি (খ, ছ, জ,)।
২০। মস্করি (ক, গ, ঙ) ; করিলা আপনি (খ, ছ, জ)।
২১। শ্রীরামের (ছ, ঞ, ঝ)।
বন্দো রামচন্দ্র তবে পুরীর চরণ। যে কহিল মহাপ্রভুর পূর্ব বিবরণ ॥ (চ)
২২। নৃসিংহপুরী (গ, ছ, জ)।
২৩। বন্দিব গরুড় (চ)।

---

(৫০) **মস্করী** = চতুর্থাশ্রমী, দণ্ডী ;

৫৬। ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দ পুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘব পুরী ॥

৫৭। বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্ব-পরকাশ।
মহাপ্রভুর পায়ে যার বিশেষ বিশ্বাস ॥

৫৮। শ্রীকেশব পুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ ॥*

৫৯। বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন ভূমি যাঁর কেবল নিলয়[২৪] ॥

৬০। শ্রীজীব গোসাঞি বন্দোঁ সভার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব ॥

৬১। বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
সনাতন-রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে ॥

৬২। রঘুনাথ দাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব গোঁসাঞি বন্দোঁ গোবর্ধন-বিলাসী[২৫] ॥

৬৩। রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ পরম পীরিতে[২৬]।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে ॥

৬৪। লোকনাথ গোঁসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
লোক[২৭] নিস্তারিতে যাঁর করুণা প্রচুর ॥

---

* ইহার পর নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পাদিত ও মুদ্রিত সংস্করণে, রাধানাথ কাবাসী মহাশয়ের বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারের অন্তর্গত শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় শ্রীবংশীবদন-সম্বন্ধে ৪টি চরণ অধিক দৃষ্ট হয়।

২৪। দুহেঁ করিলা নির্ণয় (ছ, জ, ঝ)।

২৫। ক, চ পুঁথিতে এবং সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে (২৪ সংখ্যা) শ্রীগোপাল ভট্টের পর শ্রীরঘুনাথদাসের বন্দনা দৃষ্ট হয়।

২৬। রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাই বন্দিব একচিত্তে (ছ)। রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে (জ)।

২৭। জীব (ছ)।

৬৫। কাশীশ্বর গোঁসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরা-মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি॥
৬৬। শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
মহাপ্রভুর পায়ে যার বিশুদ্ধ[২৮] ভকতি॥
৬৭। প্রবোধানন্দ সরস্বতী করিয়ে বন্দন[২৯]।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন॥
৬৮। জগদানন্দ পণ্ডিত[৩০] বন্দোঁ সাক্ষাত সরস্বতী।
মহাপ্রভু কৈল যাঁরে পরম পীরিতি॥
৬৯। মহা অনুভাব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পাণিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥
৭০। পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ॥
৭১। কাশী মিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে॥
৭২। স্বরূপ গোঁসাঞি বন্দোঁ প্রভুর অন্তরঙ্গ।
নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা প্রেমের তরঙ্গ[৩১]॥
৭৩। (শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ[৩২]॥)

২৮। একান্ত (খ)।

২৯। প্রবোধানন্দ গোঁসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন। (ছ) প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে (জ)।

৩০। গোসাঞি (গ)।

৩১। কেবলমাত্র 'খ' পুঁথিতে এই চরণদ্বয় দৃষ্ট হয়।

৩২। এই চরণদ্বয় 'খ' পুঁথি ও নিত্যস্বরূপব্রহ্মচারি-সংস্করণ ও রাধানাথ কাবাসী-সম্পাদিত সংস্করণে দৃষ্ট হয়।

৭৪। রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥
৭৫। বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌউর বাহির॥
৭৬। বন্দিব সুগ্রাব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ[৩৩]।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ॥
৭৭। বন্দিব ঠাকুর শ্রীগদাধর[৩৩ক] দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার বিলাস[৩৪]॥
৭৮। সদাশিব কবিরাজ বন্দিব সাবধানে[৩৫]।
সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে॥
৭৯। প্রেমময় বন্দোঁ শ্রীসেন[৩৬] শিবানন্দ।
জাতি, প্রাণ, ধন যাঁর গৌরপদদ্বন্দ্ব॥
৮০। (চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥)[৩৭]
৮১। বন্দিব মুকুন্দদাস ভাব শুদ্ধ চিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইল মূর্ছিত॥
৮২। প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস॥

৩৩। প্রত্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ শ্রীনৃসিংহানন্দ—এইরূপ পাঠান্তর কেবলমাত্র 'খ' পুঁথিতে দৃষ্ট হয়। ৩৩ ক। সম্ভ্রমে বন্দিব আমি (চ)।

৩৪। প্রকাশ (ছ, জ, ঝ)। ৩৫। বন্দোঁ একমনে (চ, ছ, জ, ঝ)।

৩৬। প্রেমময়তনু বন্দোঁ সেন (ছ, জ, ঝ); প্রেমের আলয় বন্দোঁ সেন (চ)।

৩৭। এই চরণদ্বয় হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না।

৮৩। মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন ॥

৮৪। রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সর্ব লোক বশ হয় ॥

৮৫। আচার্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্যচন্দ্র ॥

৮৬। (বংশীবদন-দাস বন্দিব সাদরে।
গদাধরদাস যাঁরে কৈল বংশী অবতারে ॥) *

৮৭। আকাই হাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর ॥

৮৮। গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে ॥

৮৯। বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁরে করিল অভঙ্গ স্বরদান ॥

৯০। শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনু যেঁহ অন্য নাহি জানে ॥

৯১। ঠাকুর শ্রীঅভিরাম[৩৮] বন্দিব সাদরে।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করি ধরে[৩৯] ॥

৯২। সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে[৩৯ক]।
ফুটালো কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে ॥

---

* এই দুই পংক্তি 'ক', 'খ' পুঁথিতে এইস্থানে দৃষ্ট হয়; ঙ পুঁথিতে ১৩০নং এর স্থানে পাওয়া যায়।

৩৮। ঠাকুর শ্রীরামদাস (চ)।

৩৯। করে (জ)। ৩৯ ক। বন্দো বড় চিত্ত আসে (চ)।

---

(৮৯) অভঙ্গ=ভঙ্গরহিত, অবিচ্ছেদ, নিরন্তর।

৯৩। পরমেশ্বরদাস ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
শৃগালেরে নাম লওয়ায় সংকীর্তন-স্থানে ॥

৯৪। ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের অনুপম[৪০] ॥

৯৫। সর্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ-করুণা শক্তি-বলে ॥

৯৬। সাত বৎসরে যাঁর কৃষ্ণ-উনমাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥

৯৭। গৌরীদাস কীর্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দস্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া ॥

৯৮। গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি হইলা[৪১] সন্তোষ ॥

৯৯। যাঁর অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক, সর্বজ্ঞাতা[৪২] যাঁর শিশুকালে ॥

১০০। করবীর মঞ্জরী আছিলা যাঁর কানে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সভা বিদ্যমানে ॥

১০১। যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥

৪০। গুণ অনুপাম (ছ); গুণ অনুপম (জ); গুণের অনুপম (গ); গুণের অনুপাম (চ)।

৪১। হইলা (গ); পাইল (চ)।

৪২। সর্ব্বজ্ঞতা (ছ)।

---

(৯৪) **ইষ্টদেব** = শ্রীমন্ত্রদীক্ষাদাতৃগুরুদেব।

১০২। কালিয়া কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় অধিকারী।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী॥

১০৩। কমলাকর পিপ্‌লাই বন্দোঁ ভাববিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল—লহ বেত্র দেহ বাঁশী॥

১০৪। রত্নাকর-সুত বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥

১০৫। উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্বতীর্থ॥

১০৬। গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য গোঁসাঞে নিল উৎকলনগরী॥

১০৭। পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজান।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য গোঁসাঞির স্থান॥

১০৮। বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমন।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়ন॥

---

(১০৬) ক। **প্রভুর**=শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর; **আজ্ঞাকারী**—আজ্ঞানুবর্তী, একান্ত বাধ্য, শরণাগত; "নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি॥" (চৈ চ ১।১১।২৭) ঐ খ। **আচার্য**—শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকারের (দেবকীনন্দনের) গুরুদেব; **গোঁসাঞি**—শ্রীপুরুষোত্তমদাস গোস্বামী।

(১০৭) ক। **বিলাসী**—শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াবিলাসী (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ পঃ ৩১ দ্রঃ)। **সুজান**=পণ্ডিত, নাগর। সুজান [সং সুজ্ঞান> প্রা সুজ্জান (পৈ)> বা 0ন] জ্ঞানবান্‌, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বিদগ্ধ (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গীয় শব্দকোষ ("সো বর **নাগর** রসিক **সুজান**।" "তুহু বর **নাগর** রসিক **সুজান**"—বিদ্যাপতি ৫৭, ১৩৫ (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত 'নবদ্বীপ-নগর-ভব' (পণ্ডিত পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভৃত্যমর্ম॥—চৈ ভা ৩।৫।৭৩৭) বলিয়াও 'নাগর' পদবাচ্য।

ঐ খ। **আচার্য গোসাঞির স্থান**—শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকারের আচার্য (শ্রীমন্ত্রগুরুদেব) গোসাঞির (শ্রীপুরুষোত্তমগোস্বামিপাদের **স্থান** (সমশ্রেণীস্থ পদ)। শ্রীল পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর যেরূপ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তোককৃষ্ণ প্রিয়সখা, তদ্রূপ নাগর পুরুষোত্তমও ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের দামা নামক প্রিয়সখা। উভয়ই ব্রজগোপাল সখ্যভাবযুক্ত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশে (পঃ ৩১) উভয়ই একই পর্যায়ে গণিত হইয়াছেন।

বরাড়ী রাগ

১০৯। গোরা গোঁসাঞি পতিত-পাবন অবতার।
তোমার করুণা হৈতে সভার নিস্তার ॥ ধ্রু ॥

১১০। কবিরাজ মিশ্র বন্দোঁ। ভাগবতাচার্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ। অনন্ত আচার্য ॥

১১১। গোবিন্দ আচার্য বন্দোঁ। সর্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী ॥

১১২। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বন্দোঁ। বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব[৪৩] ॥

১১৩। প্রতাপরুদ্র রাজা বন্দোঁ। ইন্দ্রসম[৪৪] খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্‌ভুজ মূরতি[৪৫] ॥

১১৪। দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ। উড়িয়া বিপ্রদাস।
দ্বিজ হরিদাস বন্দোঁ। বৈদ্য বিষ্ণুদাস ॥

১১৫। যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস[৪৬]।
তাঁর ভাই বন্দোঁ। শ্রীবনমালি দাস ॥

১১৬। বেশে আবেশে যাঁর গোপীর বিলাস।
কহনে না যায় তাঁর প্রেমের প্রকাশ[৪৭] ॥

১১৭। কানাই খুটিয়া বন্দোঁ। বিশ্বপরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর ॥

৪৩। প্রভুর প্রকাশ দেখি হইলা মূর্ছিত (ক)।

৪৪। ইন্দ্রদ্যুম্ন (জ, ঝ) কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিসমূহে 'ইন্দ্রসম' পাঠই পাওয়া যায়।

৪৫। আকৃতি (ছ, জ, ঝ)।

৪৬। এই চরণ হইতে ১৬ পংক্তি 'চ' পুঁথিতে নাই।

৪৭। বিকাশ (ছ)।

১১৮। বন্দোঁ উড়িএগ বলরামদাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয় ॥

১১৯। জগন্নাথদাস বন্দোঁ সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যার গানে জগন্নাথ হইলা মোহিত[৪৮] ॥

১২০। বন্দোঁ শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর ॥

১২১। বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মাহিতী কাশীনাথ[৪৯]।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ[৫০] ॥

১২২। শ্রীহরিভট্ট বন্দোঁ মাহিতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম ॥

১২৩। বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনে অন্য নাহি জানে ॥

১২৪। বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় অধিকারী[৫১] ॥

১২৫। শ্রীকর[৫২] পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র[৫৩]।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু কবিচন্দ্র ॥

১২৬। বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সকল প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয় ॥

৪৮। যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত (ছ)।
৪৯। মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ (খ, গ, ঙ, ছ, জ)।
৫০। মাহিতী কাশীনাথ (খ, গ, ঙ, ছ, জ)।
৫১। ভক্তি করি (চ, ছ)।
৫২। শ্রীগর্ভ (ক)।
৫৩। কান্ত (গ)।

১২৭। জগন্নাথ পণ্ডিত[৫৪] বন্দোঁ। আচার্য লক্ষণ।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বন্দোঁ। বড় শুদ্ধমন ॥
১২৮। সূর্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ। বিখ্যাত সংসার।
বসুধা জাহ্নবী দুই কন্যা যাহার।
১২৯। মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দোঁ। সাবধানে।
আশ্চর্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ সমানে[৫৫] ॥
১৩০। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বন্দিব সাদরে।
গদাধরদাস বলিল যাঁরে বংশী অবতারে ॥
১৩১। পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ। সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বন্দোঁ। বালক-রাম সাথ ॥
১৩২। শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ। সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ। বিশ্বকর্মা অনুভব ॥
১৩৩। সঙ্গীত-কারক বন্দোঁ। বলরাম দাস[৫৬]।
নিত্যানন্দ-চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস[৫৭] ॥
১৩৪। মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ। বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ। নৃত্য-বিনোদী ॥
১৩৫। নারায়ণীসুত বন্দোঁ। বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যমঙ্গল যেঁহ করিল প্রকাশ[৫৮] ॥

৫৪। দাস (ক, গ, ঘ, ঙ) ; শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত (চ)।

৫৫। এই পংক্তির পর শ্রীবংশীবদনের সম্বন্ধে দুই পংক্তি (ঙ পুঁথি ও শ্রীজীবগোস্বামীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়) দৃষ্ট হয়।

৫৬। মাধব যার নাম (চ)।

৫৭। সুদৃঢ় (জ)।

৫৮। সর্বশাস্ত্র কৈল তেঁহ আদি বেদব্যাস (ক); যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ (জ) ; চৈতন্যমঙ্গল যেঁহ করিল প্রকাশ (ছ)।

১৩৬। বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে যাঁহার বিলাস ॥

১৩৭। পরমানন্দ অবধৌত বন্দিব একমনে।
নিরন্তর উন্মাদী যিঁহ বাহ্য নাহি জানে ॥

১৩৮। বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যতুনাথ দাস বন্দোঁ। মধুর চরিত ॥

১৩৯। পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ। তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ। পুরী[৫৯] রঘুনাথ ॥

১৪০। বাসুদেব তীর্থ বন্দোঁ। আশ্রম উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্তপুরী হরিহরানন্দ ॥

১৪১। মুকুন্দ কবিরাজ বন্দোঁ। নির্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত ॥

১৪২। বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
নিত্যানন্দ-পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম ॥

১৪৩। মাধব আচার্য বন্দোঁ। কবিত্ব-শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

১৪৪। গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ।[৬০] অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দোঁ। আর নরসিংহ-শ্রীচৈতন্যদাস ॥

৫৯। তীর্থ (ক) এবং শ্রীজীবগোস্বামীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব বন্দনাতে 'তীর্থ' পাঠ আছে, অন্যপুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণে 'পুরী' পাঠ দৃষ্ট হয়।

৬০। পণ্ডিতের (ছ, জ)।

---

(১৪৪) **কৃষ্ণদাস**—(সূর্যদাস সরখেল ও গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ ভ্রাতা)। কংসারি ঘোষালের ছয় পুত্রের অন্যতম ও গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ নৃসিংহচৈতন্যদাস। (চৈ চ ১৷১১৷৫৩)।

১৪৫। (রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্রদাস ॥)*

১৪৬। শ্রীশঙ্কর ঘোষ বন্দোঁ অকিঞ্চন-রীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥

১৪৭। পরম আনন্দে বন্দোঁ আচার্য মাধব।
ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥

১৪৮। নারায়ণ পৈড়ারি[৬১] বন্দোঁ চক্রবর্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥

১৪৯। এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সভার অনন্ত বৈভব ॥

১৫০। অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥

১৫১। বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
বেদেহ করিতে[৬২] নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥

১৫২। সভাকার উপাদেয়[৬৩] বৈষ্ণব-ঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর ॥

১৫৩। শরণ লইলুঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে।
সংক্ষেপে কহিলুঁ কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥

---

* বিভিন্ন পুঁথিতে এই পয়ারটি আছে, কিন্তু শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত সংস্করণে ঐরূপ বন্ধনীর মধ্যে দৃষ্ট হয়।

৬১। পুরী (ক) ; বরাড়ি (খ)।

৬২। কহিতে (ছ) ; জানিতে (জ)।

৬৩। শ্রীজীবগোস্বামীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় ও শ্রীদেবকীনন্দন কবিরাজের শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে "উপাদেয়" এই পদ এবং হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথিসমূহে—উপদেশ ; উপদেষ্টা (ছ, জ, ঝ) পাঠ দৃষ্ট হয়।

১৫৪। বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তর-মলিন [৬৪] ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥

১৫৫। প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা॥

১৫৬। দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন কহে এই সব লোভে।

ইতি শ্রীদেবকীনন্দনবিরচিতং বৈষ্ণব-বন্দনা-সম্পূর্ণম্॥[৬৫]

১৫৭। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥[৬৬]

৬৪। অন্তরের মল (ছ, জ)।

৬৫। (গ)

৬৬। অনেক হস্তলিখিত পুঁথিতেই এই শ্লোকটি সর্বশেষে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ বা সংক্ষিপ্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সভার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সভার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সভার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সভার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সভার চরণ॥
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সভার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো-অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়—যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দনদাস এই লোভে কয়॥

ইতি দেবকীনন্দন-দাস-বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-শরণ সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীদেবকীনন্দন-কবিরাজ-কৃতম্

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্

॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

১। প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টিপবিত্রীকৃত-ভূতলম্।
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥

২। মহৌজসো মহাভাগান্ মহাপতিতপাবনান্।
মহাভাগবতান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ ॥

৩। ততঃ শচীজগন্নাথৌ খ্যাতৌ ভূদেবরূপিণৌ।
শ্রীবিশ্বরূপশ্রীবিশ্বম্ভরয়োঃ[১] পিতরৌ শুভৌ ॥

৪। ধন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্যাগ্রজরূপিণম্।
শঙ্করারণ্যনামানং বিশ্বরূপমহাশয়ম্ ॥

৫। গদাধরপ্রাণনাথং লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াপতিম্।
সাক্ষাৎ প্রেমকৃপামূর্ত্তিং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ॥

৬। তথা পদ্মাবতী-শ্রীমন্মুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতারাবতুলশ্রিয়ৌ ॥

পাঠান্তরের সঙ্কেত

নিম্নলিখিত হস্তলিখিত পুঁথিসমূহ পরিদৃষ্ট ও আলোচিত হইয়াছে—

(ক) বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরস্থিত পুঁথি নং সংস্কৃত বিবিধ-৬১, পত্র-সংখ্যা ১-২ সম্পূর্ণ, শুদ্ধ পাঠ, বঙ্গাক্ষর। এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-শালায় ভক্তিগ্রন্থ ১৪০৪, ২৩৬৬ বি, ২৩৭২, ২৪৫১ সংখ্যক পুঁথি "শ্রীবৈষ্ণবাভিধানং" এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ ৪র্থ খণ্ড ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (খ) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ-গোস্বামি-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩২০ বঙ্গাব্দ (সাধন-সংগ্রহের অন্তর্গত); (গ) উক্ত সংস্করণের পাদটীকায় ধৃত পাঠান্তর।

---

[১] কৃষ্ণচৈতন্য (ক)।

৭। শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং বসুধাজাহ্নবীপতিম্।
শ্রীবীরভদ্রজনকং সর্ব্বপাষণ্ডখণ্ডনম্॥

৮। যদ্যপি প্রকৃতিক্ষুদ্রবুদ্ধিমান্[২] বালকঃ স্বয়ম্।
অনন্তবৈষ্ণবানন্তমহিমাখ্যানবালিশঃ॥

৯। তথাপি রসনালৌল্যাদত্যন্তান্তঃকুতূহলাৎ।
করোমি বৈষ্ণবানন্তাভিধানং স্মরণং কিয়ৎ॥

১০। কিঞ্চাত্র মম হীনস্য সর্ব্বেষ্বেতন্নিবেদনম্।
ক্রমভঙ্গভবা দোষা ন গ্রাহ্যাঃ স্বৈ[৩]-গুর্ণোদয়ৈঃ॥

১১। শ্রীমাধবপুরী শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যস্তথাচ্যুতঃ।
গোপীনাথঃ শ্রীনিবাসো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ॥

১২। হরিদাসঃ শ্রীমুরারিগুপ্তো নারায়ণস্তথা।
মুকুন্দো বাসুদেবশ্চ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ॥

১৩। পীতাম্বরো জগন্নাথঃ শ্রীনারায়ণশঙ্করৌ।
শ্রীরামপণ্ডিতশ্চক্রবর্ত্তিনীলাম্বরস্তথা॥

১৪। গঙ্গাদাসো দ্বিজো বিষ্ণুঃ শ্রীসুদর্শনপণ্ডিতঃ।
বিদ্যানিধিস্তথা বুদ্ধিমন্তঃ শ্রীল[৪]সদাশিবঃ॥

১৫। শ্রীগর্ভঃ শ্রীনিধিঃ শুক্লাম্বরঃ শ্রীধরপণ্ডিতঃ।
কবিচন্দ্রো রামদাসো[৫] বনমালী হলায়ুধঃ॥

১৬। বিজয়ো নকুলাচার্য্য[৬] ঈশানো গরুড়ধ্বজঃ।
জগদীশঃ সঞ্জয়শ্চ শ্রীমান্ কাশীশ্বরস্তথা॥

১৭। গঙ্গাদাসো বাসুদেবোভদ্রো রাম-মুকুন্দকৌ।
শ্রীবল্লভাচার্য্যবর্য্যো মিশ্রঃ শ্রীলসনাতনঃ॥

---

[২]ক্ষুদ্রোঽবুদ্ধিমান্ (খ); [৩]গ্রাহ্যাস্তৈ-(খ); [৪]শ্রীশ্রী (ক); [৫]কবিচন্দ্র-রামদাসৌ (ক); [৬]নন্দনাচার্য (ক গ)।

১৮। আচার্য্যবনমালী চ কাশীনাথদ্বিজোত্তমঃ।
শ্রীশ্বরাভিধানপুরী শ্রীমৎকেশবভারতী ॥

১৯। পরমানন্দাখ্যপুরী দামোদরস্বরূপকঃ।
নরসিংহাখ্যানতীর্থো রামচন্দ্রপুরী তথা ॥

২০। ব্রহ্মানন্দপুরী চৈব শ্রীসত্যানন্দভারতী।
শ্রীমৎসুখানন্দপুরী শ্রীগোবিন্দপুরী তথা ॥

২১। গরুড়াবধূতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ।
ব্রহ্মানন্দস্বরূপশ্চ পুরী শ্রীযুতকেশবঃ ॥

২২। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী বিশ্বেশ্বরানন্দ-মহাশয়ঃ।
শ্রীসচ্চিদানন্দ[৭]-নামাঽনুভবানন্দ এব চ ॥

২৩। শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দপুরী নৃসিংহানন্দভারতী।
কাশীশ্বরাখ্যানদেবোঽনুপামঃ শ্রীসনাতনঃ ॥

২৪। রূপো জীবঃ শ্রীপ্রবোধানন্দ-শুদ্ধসরস্বতী[৮]।
রঘুনাথদাসনামা শ্রীলগোপালভট্টকঃ ॥

২৫। রঘুনাথো লোকনাথঃ শ্রীমদ্ভূগর্ভনামকঃ।
রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ ॥

২৬। কাশীমিশ্রো রায়রামানন্দো বক্রেশ্বর-দ্বিজঃ।
বাণীনাথপট্টনায়ো গোবিন্দানন্দ এব চ ॥

২৭। সদাশিবকবিক্ষ্মাভৃদ্দাসবংশগদাধরঃ।
শ্রীশিবানন্দসেনশ্চ শ্রীমুকুন্দভিষগ্বরঃ ॥

২৮। শ্রীমন্নরহরিঃ শ্রীলরঘুনন্দন এব চ।
রঘুনাথদাসবৈদ্যোপাধ্যায়মধুসূদনৌ[৯] ॥

---

[৭]শ্রীমচ্চিদানন্দ-(খ); [৮](ক); [৯]পাধ্যায়ো মধুসূদনঃ (ক)।

২৯। দেবানন্দদ্বিজবরঃ শ্রীলাচার্যপুরন্দরঃ।
শ্রীযুক্তাচার্যচন্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিতঃ[১০] ॥

৩০। সতীর্থপরমানন্দঃ শ্রীমৎস্বষ্টিধরস্তথা।
গোবিন্দো মাধবো বাসুদেবো ঘোষাভিধানভৃৎ ॥

৩১। শ্রীলশ্রীরামদাসঃ শ্রীসুন্দরানন্দ এব চ।
পরমশ্রীলপরমেশ্বরঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥

৩২। শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীগৌরীদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ।
(বংশীগীতপ্রকাশী শ্রীবংশাবদনদাসকঃ[১১] ॥)

৩৩। শ্রীমদুদ্ধরণ-শ্রীলদ্বিজশ্রীপুরুষোত্তমৌ।
কবিরাজমিশ্রবর্য্যো মধুসূদনপণ্ডিতঃ ॥

৩৪। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এব চ।
শ্রীসার্ব্বভৌমঃ শ্রীযুক্তো নন্দনাচার্য এব চ[১২] ॥

৩৫। শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রশ্চ রঘুনাথো[১৩] ধরামরঃ।
হরিদাসদ্বিজঃ শ্রীলসারঙ্গো মকরধ্বজঃ ॥

৩৬। শ্রীবৃন্দাবনদাসঃ শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ[১৪]।
প্রদ্যুম্নমিশ্রস্তপনাচার্য্যঃ শ্রীভগবাংস্তথা ॥

৩৭। ওড্রজঃ শ্রীবিপ্রদাসোঽষ্ঠশ্রীবিষ্ণুদাসকঃ।
বনমালীদাসবৈদ্যৌ হরিদাসো গদাধরঃ ॥

৩৮। ওড্রজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকাশীশ্বরপণ্ডিতঃ।
বলরামজগন্নাথদাসৌ শ্রীচন্দনেশ্বরঃ ॥

---

[১০]শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিতস্তথা (ক) ; [১১]এই পংক্তি পুঁথিতে নাই ; [১২]শ্রীযুক্তানন্দাচার্য-স্তথৈব চ (ক) ; [১৩]রঘুনাথ- (ক) ; [১৪]এই পংক্তি ৪৫শ সংখ্যক শ্লোকে "পরমানন্দাবধূতঃ" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির স্থানে আছে (খ)।

৩৯। সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো বলরাম-মহত্তমঃ[১৫]।
সুবুদ্ধিমিশ্রস্তুলসী মিশ্রঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ ॥

৪০। কাশীনাথো হরিভট্টঃ পট্টনায়কমাধবঃ।
রামানন্দবসুর্ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥

৪১। শ্রীরামচন্দ্রভূদেবঃ শ্রীমচ্ছ্রীকরপণ্ডিতঃ।
যদুনাথ-কবিচন্দ্রঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥

৪২। আচার্য্য শ্রীজগন্নাথঃ শ্রীসূর্য্যদাসপণ্ডিতঃ।
তথা শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য এব চ ॥

৪৩। চৈতন্যদাসঃ পরমানন্দগুপ্ত-ভিষগ্বরঃ।
শ্রীজগন্নাথ-কংসারিসেনৌ শ্রীযুক্তভাস্করঃ ॥

৪৪। কবিচন্দ্রঃ শ্রীমুকুন্দঃ[১৬]শ্রীরামঃ সেন-বল্লভঃ।
শ্রীযুক্তবলরামাখ্যদাসো মহেশপণ্ডিতঃ ॥

৪৫। (পরমানন্দাবধূতঃ শ্রীগঙ্গাদাসপণ্ডিতঃ[১৭]।)
কবিরাজশ্রীমুকুন্দানন্দঃ শ্রীজীবপণ্ডিতঃ ॥

৪৬। চিরঞ্জীবঃ কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণদাসাখ্যবালকঃ।
যদুনাথদাসবর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিতঃ ॥

৪৭। রামতীর্থঃ কৃষ্ণতীর্থঃ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথতীর্থো রঘুনাথপুরীতথা ॥

৪৮। শ্রীবাসুদেবতীর্থশ্চ শ্রীলোপেন্দ্রাভিধাশ্রমঃ।
অনন্তাভিধানপুরী হরিহরানন্দভারতী ॥

৪৯। শ্রীমন্নৃসিংহচৈতন্যঃ[১৮] শ্রীমদাচার্য্যমাধবঃ।
শঙ্করো মাধবানন্দাচার্য্যো দাস-সনাতনঃ।
শিবানন্দচক্রবর্ত্তি-দ্বিজনারায়ণাদয়ঃ ॥

---

[১৫]সিংহেশ্বরশিবানন্দৌ বলরাম-মহোত্তমঃ" (ক) ; [১৬]কবিচন্দ্রশ্রীমুকুন্দঃ (খ) ; [১৭]এই পংক্তি পুঁথিতে নাই ; [১৮]নৃসিংহচৈতন্যদাসঃ (ক), হৃদয়ানন্দচৈতন্যঃ (গ)।

৫০। য এতান্ স্মরতি প্রাতঃ শৃণুতে বাপি ভক্তিতঃ ॥
কস্মিন্ কালেঽপি স পুমান্ যাতনাং নার্হতি ধ্রুবম্ ॥

৫১। এতান্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যো নমস্কুরুতে জনঃ
শ্রীবৈষ্ণবপদে তস্য নাপরাধঃ কদাচন ॥

৫২। লভতে বৈষ্ণবপদমেতেষাং স্মৃতিমাত্রতঃ।
ভক্তিঞ্চ প্রেমপীযূষমধুরাং দেবদুর্ল্লভাম্ ॥

৫৩। সর্ব্বেষামপ্যুপাদেয়ঃ সর্ব্ববেদাধিক[১৯]স্তথা।
শ্রবণান্নয়নাচ্চিত্তাদপি দূরো হি বৈষ্ণবঃ ॥

ইতি শ্রীদেবকীনন্দন-কবিরাজ-বিরচিতং[২০] শ্রীবৈষ্ণবাভিধানং সমাপ্তম ॥

---

[১৯]বেদাতিগ-(ক) ; [২০]কৃতং (ক)।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুর

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকারের শ্রীগুরুদেব

'শ্রীদেবকীনন্দন' বা 'শ্রীদৈবকীনন্দন' ভণিতাযুক্ত সংস্কৃত "শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্" এবং বাঙ্গালা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার যাবতীয় হস্তলিখিত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকে শ্রীপুরুষোত্তমের শিষ্যরূপে শ্রীদেবকীনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত-শ্রীবৈষ্ণবাভিধানের প্রথম শ্লোকেই লিখিত আছে—

প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টিপবিত্রীকৃতভূতলম্।
সর্ববাঞ্ছাকল্পতরুং **গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমম্**॥

পুষ্পিকা—'ইতি দেবকীনন্দন-কবিরাজ-বিরচিতং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্ সমাপ্তম্। শ্রীবৈষ্ণবাভিধানের পুষ্পিকায় শ্রীদেবকীনন্দনের কবিরাজ-পদবী পাওয়া যায়। (R. A. S. B. Notices of Sanskrit Mss No 1625. R. L. Mitra IV P 200-1 Published in 1878 A. D.)

বাঙ্গালা শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার সর্বপ্রথমেই শ্রীপুরুষোত্তমের বন্দনা নাই; শ্রীনিত্যানন্দগণের বন্দনা-প্রসঙ্গে শ্রীপুরুষোত্তমের বন্দনা আছে।

ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের অনুপম॥
সর্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে॥ ইত্যাদি

সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে যেরূপ "গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমম্" উক্তি আছে, তদ্রূপ বঙ্গভাষার শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়ও শ্রীপুরুষোত্তমকে ইষ্টদেব বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। আটটি পয়ারে শ্রীদেবকীনন্দন স্বীয় ইষ্টদেবের (গুরুদেবের) গুণ বর্ণন করিয়াছেন। অন্য কাহারও সম্বন্ধে এইরূপ দীর্ঘ বর্ণনা উক্ত বন্দনায় নাই। সমস্ত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতেই (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ২০৮৪ সংখ্যক পুঁথি, লিপিকাল ১০৬১

বঙ্গাব্দ এবং বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দির বিবিধ বস্তা ৯৯নং ১০৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত পুঁথি অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে তিন শতাধিক ও প্রায় পৌনে তিনশত বৎসর পূর্বের পুঁথিতেও) ঐ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার উল্লেখ

শ্রীমনোহরদাসের নামে প্রচারিত অনুরাগবল্লীতে [১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে (?) রচিত বলিয়া কথিত] শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুরের বৈষ্ণব-বন্দনার উল্লেখ আছে—

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়।
শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয় ॥
তিঁহো যে করিল বড় বৈষ্ণব-বন্দন। ইত্যাদি

শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্ (ভক্তি র ১২।৩৮৮৬) ও শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার (ভক্তি র ১৩।২৬৫) উদ্ধৃতি আছে।

শ্রীদেবকীনন্দনদাসের আত্ম-কাহিনী

শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার সুপ্রাচীন পুঁথিসমূহে যে সকল পদ আছে, তদ্ব্যতীত আরও কিছু অধিক পদ অর্থাৎ দেবকীনন্দনের পূর্ব আত্ম-কাহিনীযুক্ত ২৪টী পয়ার এবং শ্রীজাহ্নবামাতা ও শ্রীবীরভদ্র প্রভুর অধস্তনগণের গুণসূচক কতিপয় পয়ার নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সাধক-কণ্ঠহারে'র অন্তর্গত শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় ও রাধানাথ কাবাসী মহাশয়ের সঙ্কলিত বৃহদ্‌ভক্তিতত্ত্বসারের প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীদেবকীনন্দনের আত্মকাহিনীযুক্ত পয়ার-সমূহ এই—

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া ॥
২। সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু ॥

৩। নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোর না কৈল[১] নিস্তার ॥

৪। নাটশালা[২] হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠি লৈয়া[৩] ॥

৫। সেইকালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণপদ্মেতে ॥

৬। পতিতপাবন-অবতার-নাম সে তোমার।
জগাই-মাধাই আদি করিলে উদ্ধার ॥

৭। তাহা হইতে কোটীগুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী ॥

৮। প্রভু[৪] আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ[৫] হয়েছে তোমার তাঁর পড়হ চরণে ॥

৯। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস আগে[৬] সে গৌরের[৭] আজ্ঞা[৮] সমর্পিনু ॥

১০। অপরাধ ক্ষমিলা সে[৯] আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥

১১। বৈষ্ণব-নিন্দনে[১০] তোমার[১১] এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥

১২। প্রভু পাদপদ্ম আমি[১২] মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি[১৩] চিত্তে উল্লসিত হৈয়া ॥

পাঠান্তর—১। করিলেন মোর কেনে নহিল নিস্তার (বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত ১৭১৯ শকাব্দায় অনুলিখিত পুঁথি বিবিধ বস্তা নং ৯৯); ২। পুরুষোত্তম (ঐ); ৩। এই পয়ারের পর অতিরিক্ত দুই চরণ—রাজপথে গৌরচন্দ্র কীর্তন করিয়া। গঙ্গাস্নানে যান সর্ব ভক্তগণ লৈঞা (ঐ); ৪। প্রভু শব্দটি নাই (ঐ); ৫। 'অপরাধ' শব্দটি নাই; ৬। আদেশে; ৭। গৌরে; ৮। আজ্ঞ (ঐ); ৯। শেষে (ঐ); ১০। বৈষ্ণবাপরাধে; ১১। তোমা; ১২। আজ্ঞা; ১৩। আমার চিত্ত।

১৩। বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ[১৪] মুঞি করিনু গমন ॥

১৪। যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে ॥

১৫। শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব ভক্তের[১৫] নাম-মালা গ্রন্থন করিনু ॥

১৬। ইথে অগ্রপশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা ॥

১৭। এক[১৬] ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন।
তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন ॥

১৮। জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে ॥

১৯। দেবতা গন্ধর্ব আদি মানুষ আদি করি।[১৭]
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তারে নমস্করি ॥

২০। পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত-মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর[১৮] সম্প্রদায়ী যত ॥[১৯]

২১। পুলিন্দ পুক্কশ ভীল[২০] কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে ॥

২২। সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য ॥

২৩। যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগত-দুর্লভ ॥[২১]

১৪। তীর্থক্ষেত্রে; ১৫। প্রভুর; ১৬। একেক; ১৭। কিংবা রাক্ষসাদি; ১৮। গণ; ১৯। রীতে; ২০। হূণ; ২১। ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—প্রথমে বৈষ্ণব ব্রহ্মা করিব বন্দন। নারদ গোসাঞি বন্দোঁ। তাঁহার নন্দন ॥ সদাশিব গোসাঞি বন্দো আদি বৈষ্ণব।

২৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব অবতার সর্ব ভক্তজনাশ্রয়॥

প্রাপ্ত একটিমাত্র পুঁথির স্বতন্ত্র পাঠ

উক্ত ২৪টি পয়ার ব্যতীত আরও ২টি পয়ার (পাদটীকায় উদ্ধৃত) যাহা বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরস্থ পূর্বকথিত ১৭১৯ শকের অনুলিখিত একটিমাত্র পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাহা (পাঠান্তর-সহ) আলোচনা করিলে জানা যায় উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনায় কেবল মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের নহে, অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণেরও বন্দনা আছে (বন্দিব বৈষ্ণবগণ সম্প্রদায়ী রীতে—পাঠান্তর পাদটীকা দ্রঃ)। উক্ত পুঁথিতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া চারি সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায়ের, এমন কি, পরবর্তী রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের ভক্তেরও উল্লেখ আছে। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বা কাবাসী মহাশয়ের প্রকাশিত শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় উক্ত পুঁথির ঐ সকল অংশ মুদ্রিত নাই। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরে শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার ষোলটি পুঁথির (বিবিধ বস্তা ৯৯) মধ্যে মাত্র একটি পুঁথিতে (লিপিকাল ১৭১৯ শক মাস আষাঢ় [১২০৪ বঙ্গাব্দ]) ঐরূপ অতিরিক্ত বন্দনা দৃষ্ট হয়। পুথিটি ১৩ পত্রে সমাপ্ত। নিম্নলিখিত পয়ারগুলিও উক্ত পুঁথিতে আছে, অন্য কোন পুঁথিতে নাই।

জাহ্নবার প্রিয় বন্দোঁ রামাই গোসাঞি।
যে আনিলা গৌড়দেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে।
অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥
গোসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে।
জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে॥

গোসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দোঁ একমনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে ॥
নিত্যানন্দ-সুতা বন্দোঁ গঙ্গা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি ॥
দয়াল ঠাকুর বন্দোঁ যতেক বৈষ্ণব।
যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধা-মাধব ॥

শ্রীকেশব ভারতীর বন্দনার পর মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ও রাধানাথ কাবাসী মহাশয়ের সংস্করণে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদসমূহ দৃষ্ট হয়—

শ্রীবংশীবদন বন্দোঁ যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী অবতার কৈলা গদাধর ॥
গৌরাঙ্গের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন।
যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্যচরণ ॥

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহোদয়ের সম্পাদিত সাধনসংগ্রহের অন্তর্গত মুদ্রিত বৈষ্ণব-বন্দনায় বা পুঁথিসমূহে[২২] এই সকল পদ নাই। মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে শ্রীরাধানাথ কাবাসী মহাশয়ের সংস্করণেই অনেক বেশী পদ গৃহীত হইলেও পূর্বোক্ত ১৭১৯ শকের অনুলিখিত পুঁথির সমস্ত পদ যথা বিষ্ণুস্বামী গোসাঞি, হিত-হরিবংশের শিষ্যাদির বন্দনা প্রভৃতি[২৩] —কাবাসীসংস্করণে প্রকাশিত হয় নাই।

২২। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত ২৭টি পুঁথি (৪৬৩-৭২, ১৪৮১-৯১, ১৭৮৫, ১৮১৪, ২০৩৮, ২০৮৪, ২১০৭-৮ নং) ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি (২০৮৪নং) ১০৬১ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত এবং বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরের পুঁথিশালায় রক্ষিত ১৫টি পুঁথি (বিবিধ বস্তা নং ৯৯) মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথিটি ১০১৯ বঙ্গাব্দে অনু-লিখিত। ২৩। মুদ্রিত শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার ৫৮ পয়ারের পর ১৭১৯ শকাব্দার অনুলিখিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত বন্দনা দৃষ্ট হয়—

বন্দোঁ বিষ্ণুস্বামী গোসাঞি বৃন্দাবনে বাস।
বিশ্বেশ্বর বন্দোঁ হিতহরিবংশদাস ॥

কাবাসী মহাশয়ের পুস্তকে প্রকাশিত শ্রীগোপীজনবল্লভ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রমুখ শ্রীনিত্যানন্দবংশীয়গণের কাহারও বন্দনা নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণেও মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয়ের উক্ত মুদ্রিত সংস্করণেও নাই। বলা বাহুল্য, শ্রীগোপীজনবল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রাদি পূর্বপুরুষগণের বন্দনা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন পুঁথিসমূহে থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় সুবিচক্ষণ গোস্বামিমহোদয় নিশ্চয়ই সেই সকল পাঠ বর্জন করিতেন না।

অধুনা-প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথিতে (কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথি নং ২০৮৪, ১০৬১ সালে = ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে অনুলিখিত) নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা দৃষ্ট হয়—"বন্দনা করিব বৈষ্ণব মোর প্রাণ। **শ্রীকৃষ্ণদাস** কহে বৈষ্ণব আখ্যান"। শ্রীদেবকীনন্দনের ভণিতায় সর্বত্র প্রচারিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার সহিত এই পুঁথির প্রায় সর্বাংশেরই মিল আছে। শ্রীপুরুষোত্তম যাঁহার ইষ্টদেব (শ্রীগুরুদেব), সেই শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকার **শ্রীদেবকীনন্দনদাস** ব্যতীত নিশ্চয়ই আর কেহ নহেন। শ্রীদেবকীনন্দন-(=শ্রীকৃষ্ণ-) **দাস বা শ্রীকৃষ্ণদাস** একই ব্যক্তি। পদকর্তা শ্রীদেবকীনন্দনদাস দৈন্যভরে আত্মনাম গোপন করিবার জন্য জীব-মাত্রেরই নিত্যস্বরূপজ্ঞাপক শ্রীকৃষ্ণদাস এবং শ্লেষে **শ্রীদেবকীনন্দনদাস** এই বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণদাস' নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়া থাকিবেন, পরে তাঁহার সর্বজন-প্রসিদ্ধ নামটিই প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীদেবকীনন্দনের পরিচয়

সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানের ও বাঙ্গালা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার সুপ্রাচীন পুঁথিসমূহে **শ্রীদেবকীনন্দন** শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, এই

বন্দোঁ সুরদাস সুরমদনমোহন।

মুকুন্দ গুছুরিয়া বন্দোঁ হইয়া একমন।

এতদ্ব্যতীত উক্ত ১৭১৯ শকাব্দার অনুলিখিত পুঁথিতে গোপালগুরুর বন্দনা, মুকুন্দ সরস্বতী, সত্য সরস্বতী, মধুসূদন সরস্বতী, ধ্রুব সরস্বতী, পুরুষোত্তম সরস্বতী, বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীবিদ্যাভূষণ, রামভদ্র, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, বাণীবিলাস, কৃষ্ণদাস, শ্রীঝড়ু ঠাকুর, কালিদাস, মারিঠা কৃষ্ণদাস ইত্যাদি ব্যক্তিগণের বন্দনা আছে।

মাত্র জানা যায়। পরম্পরাগত প্রবাদ এবং কোন কোন বৈষ্ণবসাহিত্যিকের অভিমতানুসারে শ্রীদেবকীনন্দন পূর্বে চাপাল-গোপাল নামে বিদিত নবদ্বীপবাসী এক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীবাসের চরণে অপরাধ করেন, তাহাতে তাঁহার কুষ্ঠব্যাধি হয়। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত অপরাধ ক্ষমা করিলে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ভক্তি লাভ করেন এবং বৈষ্ণবাপরাধনিবারক শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা-গীতি রচনা করেন।

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় (২।১৩।৬-১৭) দেখা যায়, এক কুষ্ঠরোগী নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে প্রভু কুষ্ঠ রোগীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলেন,—"তুই বৈষ্ণবোত্তম শ্রীবাসকে অবাচ্য বাক্য বলায় শতশত জন্ম কুষ্ঠ-রোগে বিকলাঙ্গ হইবি। আমি কখনও বৈষ্ণববিদ্বেষিগণকে উদ্ধার করিব না" ইত্যাদি। ইহা বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবাসকে উক্ত কুষ্ঠরোগীর কথা বলেন। তখন শ্রীবাস কুষ্ঠরোগীর উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত হয়েন।

শ্রীকবি-কর্ণপূরকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যেও (৮ম সর্গ ১-১০ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়, শ্রীশ্রীবাসের চরণে অপরাধী, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক ব্যক্তি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে প্রভু ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'শ্রীবাসস্য সদা দ্বেষং যতস্ত্বং কৃতবানসি। অতএব প্রতিভবং কুষ্ঠী খলু ভবিষ্যসি॥' (ঐ ৮।৬)—তুই সর্বক্ষণ শ্রীবাসের বিদ্বেষ করিয়াছিস্। অবএব তুই নিশ্চয়ই প্রতি জন্মে কুষ্ঠরোগ ভোগ করিবি। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিয়াছিলেন, যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের নিকট প্রণত ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী, সেই সকল ব্যক্তিই এই ভীষণ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে ঐ প্রসঙ্গে উক্ত কুষ্ঠী বিপ্রের উদ্ধারের কোনও কথা নাই। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়া যখন নীলাচল হইতে বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করিয়া (১৯।৫) ক্রমে নবদ্বীপভূমির পশ্চিমে কুলিয়া গ্রামে (শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য (২০।২৬-২৭) আগমন করেন, তখন বহু ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা

লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে কুষ্ঠী বিপ্রেরও উদ্ধারের অনুমান করা যায়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকেও (৯।৩৩) কুলিয়ায় বহু জনসমাবেশ ও প্রভুর কৃপার প্রসঙ্গ আছে; কিন্তু তথায় কুষ্ঠী-বিপ্রের প্রতি কৃপার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (মধ্যখণ্ডে) শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চার বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনাই দৃষ্ট হয়। তাহাতে শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগী নবদ্বীপেই শ্রীবাসের অনুরোধে মহাপ্রভু-কর্তৃক কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যদেহ ও প্রেম লাভ করিয়াছিলেন,—তথা গঙ্গাতীরে সেইক্ষণে কুষ্ঠব্যাধি। পাইল শ্রীবাস-কৃপা পরম ওষধি ॥ দিব্যদেহ সেইক্ষণে হইল তাহার। গৌরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি বিথার ॥ তুলিয়া তাহারে প্রভু করিল আলিঙ্গনে। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা সেইক্ষণে ॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত ও তদনুবর্তী লেখক শ্রীলোচন, এই দুই জনের বর্ণিত ঘটনা সমস্তই নবদ্বীপেই সংঘটিত হইয়াছিল। আর কর্ণপুরের বর্ণনায় কুষ্ঠরোগী নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা প্রার্থনা করিলেও তথায় উদ্ধারের কথা স্পষ্ট বর্ণিত নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১৭শ) দৃষ্ট হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এক বৎসরকাল প্রতিরাত্রে দ্বার বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন করেন, তখন যে সকল পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি দৌরাত্ম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তন্মধ্যে 'পাষণ্ডী-প্রধান' নবদ্বীপবাসী গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণও ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চপলতা বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় তাঁহারই নাম 'চাপাল গোপাল' হইয়াছিল। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে ও তদ্‌গৃহে সংকীর্তনকারী বৈষ্ণববৃন্দকে বামাচারী ও মদ্যপায়ী বলিয়া লোকচক্ষে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে—তিন দিন বই সেই গোপাল চাপাল। সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ—বহে রক্তধার ॥ সর্বাঙ্গ বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর। অসহ্য বেদনা দুঃখে জলয়ে অন্তর ॥ গঙ্গা-ঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া। একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়া ॥ গ্রাম-সম্বন্ধে আজি

তোমার মাতুল। ভাগিনা! মুঞি কুষ্ঠব্যাধ্যে হইয়াছোঁ ব্যাকুল॥ লোক-সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার। মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার॥ এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধমন। ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জন-বচন॥ আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন। কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥ পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥ এত বলি চলিলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান। সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ॥

ইহার পর—সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা। তথা হইতে যবে **কুলিয়া গ্রামেতে** আইলা॥ তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ। হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত-স্থানে হইয়াছে অপরাধ। তাঁহা যাহ, তেঁহ যদি করেন প্রসাদ॥ তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥ তবে বিপ্র লৈল আসি শ্রীবাস-শরণ। তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন॥ (চৈ চ ১।১৭।৫৫-৫৯)।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার উদ্দেশ্যে "বিজয়াদশমী দিনে করিল পয়ান" (ঐ ২।১৬।৯৪)—বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করিয়া কানাই নাটশালা পর্যন্ত আগমন এবং পুনরায় তথা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন, সেইবার কুলিয়ায় শ্রীমাধবদাসের গৃহে—সাতদিন রহি' তথা লোক নিস্তারিলা। সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা॥ (চৈ চ ২।১৬।২০৯)। তথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা। তবে রামকেলি গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা॥ নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা। লোকভিড়-ভয়ে বৃন্দাবন নাহি গেলা॥ **শান্তিপুর** পুন কৈল দশদিন বাস। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥ (ঐ২।১৬।২১১-১৩)।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়—কুলিয়া গ্রামে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥ (চৈ ভা ৩।৩।৫৪১)। কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। উত্তম, মধ্যম, নীচ—সবে পার হৈল॥ (ঐ ৪৩৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, চাপাল-গোপাল অন্যান্য অপরাধীর ন্যায় কুলিয়ায় মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কুলিয়ায় সর্ব-প্রকার পাপী ও অপরাধীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্যত্র (অন্ত্য ৪র্থ) যে জনৈক কুষ্ঠরোগীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে কৃপা-প্রার্থনার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার স্থান কুলিয়া নহে—শান্তিপুর। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নাটশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে অবস্থান করিতে-ছিলেন,—হেনই সময়ে **কুষ্ঠরোগী** একজন। প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥ কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি। বলহ উপায় মোরে কোন মতে তরি॥ শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন। বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জন॥ ঘুচ ঘুচ মহাপাপি, বিদ্যমান হৈতে। তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥ পরম ধার্মিক যদি দেখে তোর মুখ। সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥ বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার। ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥ * * * হেন মহাভাগবত **শ্রীবাসপণ্ডিত। তুই পাপী নিন্দা কৈলি** তাঁহার চরিত॥ ইত্যাদি। তখন সেই কুষ্ঠরোগী শুনি প্রভুর উত্তর। দন্তে তৃণ করি বলে হইয়া কাতর॥ কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা খাইয়া। বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলু প্রমত্ত হইয়া॥ অতএব তাঁর শাস্তি পাইনু উচিত। এখন ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন কুষ্ঠরোগীর অকপট কাতর নিবেদনে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে। সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥ তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ। নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥ কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে বাহিরায়। পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়? এই কহিলাঙ তোর নিস্তার উপায়। ইত্যাদি (চৈ ভা ৩।৪র্থ অধ্যায়)

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায়, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবাসের চরণে অপরাধী এই কুষ্ঠরোগীর নাম ব্যক্ত না থাকিলেও তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কুষ্ঠরোগী চাপাল-গোপালের সমস্ত বিষয়ই মিলিয়া

যায়। কেবল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত চাপাল-গোপাল নবদ্বীপে মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইয়া অন্যান্য অপরাধীর ন্যায় **কুলিয়ায়** পুনরায় মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী হইলে শ্রীবাসের স্থানে গমনপূর্বক উদ্ধার লাভ করেন, আর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতোক্ত শ্রীবাসচরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগী **শান্তিপুরে** মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করেন ; শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা ও তদনুবর্তী শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনায় শ্রীবাসচরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগী নবদ্বীপেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে কৃপাপ্রার্থনা করেন ও তথায় উদ্ধার লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যের (৮।১-১০) বর্ণনায় দেখা যায়, শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগী শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থনা করেন, কিন্তু তথায় তাঁহার উদ্ধারের কোনও কথা নাই। শান্তিপুরে শ্রীমুরারিগুপ্ত-কর্তৃক "শ্রীরামাষ্টক" পাঠের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চাতে স্বয়ং শ্রীমুরারির বর্ণনায় তিনি শ্রীনবদ্বীপেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে উক্ত "শ্রীরামাষ্টক" পাঠ করিয়াছিলেন (২।৭।১০-১৭) বলিয়া বর্ণিত আছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৯।৩৩) হইতে জানা যায়—ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণিবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়ানাম-গ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপলোকানুগ্রহহেতোঃ সপ্তদিনানি তত্র স্থিতবান্।—অনন্তর শ্রীগৌরহরি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যভবনে আগমন করিলে শ্রীহরিদাসের দ্বারা অভিবন্দিত হইলেন। পুনর্বার নৌকা-পথে নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া গ্রামস্থ মাধবদাসের বাটীতে অবতরণ করিলেন। নবদ্বীপ-বাসিগণকে কৃপা করিবার জন্য তথায় সাত দিন অবস্থান করিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যেও (২০।২৪, ২৬-২৭) উক্ত হইয়াছে—তত্রৈবাসীৎ ষড়্ দিনানি ক্রমেণ শ্রীগৌরাঙ্গো মাতৃদত্তান্নতৃপ্তঃ। আচার্যেণ প্রীত্যুপানীতচর্যো নেত্রানন্দং প্রাণিনামেব কুর্বন্॥ অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভুমেঃ পারেগঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে। শ্রীমান্ সর্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে। কিম্বা মূকঃ কিন্নু পঙ্গু কিমন্ধঃ কিম্বা বৃদ্ধঃ কিং শিশুঃ কিং স্ত্রিয়ো বা। যে যে সর্বে শ্রীনবদ্বীপভূস্থাঃ প্রীত্যুদ্রেকাত্তে তএবাথ জগ্মুঃ।

—শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-কর্তৃক প্রীতিসহকারে আনীত বিবিধ পরিচর্যা স্বীকার এবং শ্রীশচীমাতার প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাণীর লোচনানন্দ সম্পাদনপূর্বক শান্তিপুরেই ক্রমে ক্রমে ছয় দিন বাস করিলেন। তিনি অন্যদিন শ্রীনবদ্বীপ-ভূমির পশ্চিমে গঙ্গার অপর পারে কোনও দেশে (কুলিয়া গ্রামে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক) সমাগত হইয়া স্বীয় কোমল অঙ্গসমূহের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর নেত্রানন্দ বিস্তার করিলেন। কি মূক, কি পঙ্গু, কি অন্ধ, কি বৃদ্ধ, কি শিশু, কি স্ত্রী—নবদ্বীপভূমিস্থ সমস্ত লোকই সমধিক প্রীতির উদ্রেকবশতঃ তথায় সমাগত হইলেন।

শ্রীমুরারি, শ্রীকর্ণপুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীলোচন—এই চারিজনের বর্ণনায়ই শ্রীবাস-চরণে অপরাধী কুষ্ঠি-বিপ্রের প্রসঙ্গে নবদ্বীপের কথা উল্লিখিত আছে, কেবল শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় 'শান্তিপুর' নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ অন্যান্য চরিত-লেখকদের সহিত ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের কথিত স্থান বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কুলিয়া বা কোলদ্বীপ নবদ্বীপেরই অন্যতম দ্বীপ বা গ্রাম (শ্রীচৈ নাঃ ও কাব্য)। আর শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও কুলিয়া প্রভৃতি পরস্পর নিকটবর্তী স্থান-সমূহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সুরধুনীর প্লাবনে এরূপ একাকার হইয়া গিয়াছিল যে, শ্রীগৌরহরির জগদুদ্ধারণ-লীলার আবেশে আবিষ্ট শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের নবদ্বীপকে বা কুলিয়াকে শান্তিপুর নামে বর্ণনা করাও কিছু অস্বাভাবিক নহে। মহাপ্রভুর করুণার আবেশে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যেরূপ নবদ্বীপে শ্রীমুরারিগুপ্তের 'শ্রীরামাষ্টক'-পাঠকে শান্তিপুরেরই ঘটনা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ নবদ্বীপের বা নবদ্বীপের অন্যতম কোলদ্বীপের ঘটনাকেও শান্তিপুর নামে উল্লেখ করায় কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার হয় নাই। আর শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির বর্ণনানুসারেও জানা যায়, শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উদ্ধারের আবেদন যে স্থানেই করুন, শ্রীবাসের স্থানে গমনপূর্বক তাঁহার প্রসন্নতা লাভের পরই তিনি অপরাধমুক্ত হইয়াছিলেন,—সেই কুষ্ঠরোগী শুনি' প্রভুর বচন। দণ্ডবত হইয়া

চলিলা ততক্ষণ॥ সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাস-প্রসাদ। মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ॥ (চৈ ভা ৩।৪।৩৮৪-৮৫) তবে বিপ্র লৈল **আসি** শ্রীবাস-শরণ। (চৈ চ ১।১৭।৫৯)।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে বা কোলদ্বীপে (নবদ্বীপের অন্তর্গত) যেখানে ছিলেন, সেখানেই কুষ্ঠি-বিপ্রের উদ্ধার হইল।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৩য় অধ্যায়ে অন্য এক জন বিপ্রের কুলিয়া গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-প্রান্তে অপরাধের নিবেদন এবং সহাস্য-বদনে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক কৃষ্ণ-নাম-গুণ-গান ও বৈষ্ণব-বন্দনা করিয়া সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। ঐ প্রসঙ্গে উক্ত বিপ্রের বিশেষভাবে শ্রীবাসের চরণে কোনও অপরাধের কথা পাওয়া যায় না, তিনি সাধারণ ভাবেই বৈষ্ণব ও কৃষ্ণ-কীর্তনাদির অবজ্ঞাসূচক সমালোচনা করিতেন, তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্তও হন নাই; তাঁহাকে মহাপ্রভু সহাস্য-বদনে উদ্ধারের উপায় বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কোনওরূপ ক্রোধ প্রদর্শন অথবা শ্রীবাসের চরণে বা অন্য কোন বৈষ্ণবের নিকট যাইয়া অপরাধ স্বীকারের উপদেশও প্রদান করেন নাই। তাঁহাকে কৃষ্ণ-গুণ-নাম-বৈষ্ণব-বন্দনা ও গীত-কবিত্বের দ্বারা ভক্তির মহিমাদি প্রচারের আদেশ করিয়া-ছিলেন,—শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন। হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন॥ শুন বিপ্র! বিষ যে মুখে ভক্ষণ। সেই মুখে কর যদি অমৃত গ্রহণ॥ বিষো হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত' অমর। অমৃত-প্রভাবে এবে শুনহ উত্তর॥ না জানিয়া যত তুমি করিলে নিন্দন। সে কেবল বিষ তুমি করিলে ভোজন॥ পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম। নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥ যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন। সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥ সবা হৈতে ভক্তির মহিমা বাড়াইয়া। গীত কবিত্ব বিপ্র কর তুমি গিয়া॥ কৃষ্ণ-যশ-পরমানন্দ-অমৃত তোমার। নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥ এই কহি সবারে, তোমারে না কেবল। না জানিয়া নিন্দা করিলেক যে-সকল॥ (চৈ ভা ৩।৩।৪৪৮-৫৬)।

এই বর্ণনার মধ্যেও বিপ্রের কোনও নাম ব্যক্ত নাই। কেবল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেই (আদি ১৭শ) শ্রীবাস-চরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বিপ্রের নাম 'চাপাল-গোপাল' ছিল, ইহা পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত (অন্ত্য ৩য়) বিপ্র শ্রীবাস-চরণে অপরাধী বা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নহেন বলিয়া তিনি যে চাপাল-গোপাল নহেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

চাপাল-গোপালের নাম যে পরে দেবকীনন্দন হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিত-গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে উল্লিখিত নাই। পরবর্ত্তিকালের শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত শ্রীভক্তিরত্নাকরে যাহাতে (১২।৩৮৮৬) ও (১৩।২৬৫) যথাক্রমে শ্রীদেবকীনন্দনকৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধান ও শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা হইতে প্রমাণ-শ্লোক ও পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও চাপাল-গোপালের প্রসঙ্গে (১২।৩৪০৫—৯) শ্রীদেবকীনন্দনের কোনও উল্লেখ নাই। তবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত প্রবাদ এবং কোনও কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে (যথা শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের ১৭১৯ শকাব্দায় অনুলিখিত পুঁথিতে) ও মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট শ্রীদেবকীনন্দন-দাসের আত্মকাহিনী হইতে চাপাল-গোপালকেই শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পদাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকার শ্রীদেবকীনন্দনদাস বলিয়া স্থির করা হয়। এই সিদ্ধান্ত শ্রীদেবকীনন্দনদাসের পদ হইতেও সমর্থিত হয়। শ্রীদেবকীনন্দন-দাসের ভণিতাযুক্ত যে কয়েকটি পদ শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ও শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা হইতে শ্রীদেবকীনন্দন যে শ্রীবাস-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্যই পাওয়া যায়—

চৌদিকে ভকতগণ হরি হরি বলে।
রঙ্গন-মালতী-মালা দেই গোরা-গলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধ চন্দন।
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন॥
রাঙ্গা প্রান্ত পট্টবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল করে কিয়ে অঙ্গের লাবণি॥

চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুটা।
উন্নত নাসিকা উর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা॥
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে।
মদন বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে॥
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেখ সভে গোরাচাঁদ **শ্রীবাস-ভবনে**॥

—(শ্রীপদকল্পতরু ১৫৩১)

অন্যান্য স্বাংশ অবতারে এমন কি শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবান্ অসুর প্রকৃতি অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রাণ সংহার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীহরিনামের দ্বারা তাহাদের অন্তর শোধন করিয়াছেন। এইরূপ ভাব-দ্যোতক নিম্নলিখিত সুপ্রসিদ্ধ পদের মধ্যেও শ্রীদেবকীনন্দনের নিজের পূর্ব-পরিচয়ই পরিস্ফুট হইয়াছে—

নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনে
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি সব-মনোরথ সিদ্ধি
পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥
রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলা কারু প্রাণে না মারিলা
মন-শুদ্ধি করিলা সভার॥
কলি-কবলিত যত জীব সব মূরছিত
নাহি আর মহৌষধি-তন্ত্র।
তনু অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত-সঞ্জীবনী
প্রকাশিলা হরিনাম-মন্ত্র॥

এ হেন করুণা তাঁর পাষাণ হৃদয় যার
সে না হইল মণির সোসর।
দেবকীনন্দন ভণে হেন প্রভু যে না মানে
সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর॥
—(শ্রীপদকল্পতরু ২২০৬)

শেষোক্ত চরণের কঠোর ভাষার মধ্যে আত্মধিক্কারময় অনুশোচনারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ-পরিকর শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের কৃপায় শ্রীদেবকীনন্দন পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি আর একটি পদে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

গজেন্দ্র-গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে॥
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি॥
তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার॥
যে পহু গোকুলপুরে নন্দের কুমার।
তো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার॥
শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পূরল অঙ্গ গরগর হিয়া॥
তারে কোলে করি নিতাই যায় আন ঠাম॥
হেনমতে প্রেমে ভাসাইল পুরগ্রাম॥
দৈবকীনন্দন বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয়কূপে নিতাই না ভজিয়া॥
—(শ্রীপদকল্পতরু ২৩১৬)।

মুদ্রিত শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার কয়েকটি পাঠ

শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার অধিকাংশ মুদ্রিত পুস্তকে হস্তলিখিত পুঁথির পাঠের অনুসন্ধান ও অনুসরণ অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব মুদ্রিত পুস্তকের পাঠেরই সমধিক অনুকরণ দেখা যায়। আমরা প্রায় পঁচিশ খানা বৈষ্ণব-বন্দনার পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ পাইয়াছি—

বন্দিব শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন **রঘুবীরের গণ** ॥

(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি A.S.B. Mss No G5369, লিপিকাল ১২০৫ সাল, ৫ই বৈশাখ (১৭৯৮ খ্রীঃ)। ইত্যাদি ইত্যাদি। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ মন্দিরের পুঁথি—পানিহাটীর মোহরযুক্ত পুঁথি নং বিবিধ ৯৯। লিপিকাল ১০৯১ সাল, ২৭ আশ্বিন এবং আরও ১৫ খানা পুঁথি); কিন্তু আধুনিক প্রায় সমস্ত মুদ্রিত পুস্তকেই পাওয়া যায়—

"প্রভু যারে কহিলেন শ্রীরামের গণ।"

অবশ্য এইরূপ পাঠের ব্যতিক্রমে অর্থের বিশেষ পার্থক্য না হইলেও পরবর্তী অধিকাংশ মুদ্রিত পুস্তকগুলি প্রথম কোন মুদ্রিত পুস্তকেরই আনুকরণিক সংস্করণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। মুদ্রিত বৈষ্ণব-বন্দনার অধিকাংশ সংস্করণেই (হরিসাধক-কণ্ঠহার—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৫৭ পৃষ্ঠা) বন্দনার মধ্যে 'রুদ্রারি কবিরাজ' নাম দৃষ্ট হয়, রাধানাথ কাবাসী মহাশয়ের সংস্করণে (শ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার ১ম খণ্ড ৫ম সং ২৮ পৃষ্ঠায়) এইরূপই পাঠ আছে। কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিতে "বড়ারি রাগ" ও দুই চরণ ধুয়া আছে। রুদ্রারি নামে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে কাহারও নাম নাই। শ্রীমদ্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া 'বড়ারি রাগই' মুদ্রিত করিয়াছেন।

আবার কলিকাতার মুদ্রিত একটিমাত্র সংস্করণে নিম্নলিখিত বিকৃত পাঠ দৃষ্ট হয়—

বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরাধার গণ ॥

অথচ উহারই প্রথম সংস্করণে (ঢাকা হইতে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'হেনা' প্রেসে মুদ্রিত, ৯ম পৃষ্ঠায়) অন্যান্য মুদ্রিত বৈষ্ণব-বন্দনার ন্যায়ই পাঠ ("বন্দিব শ্রীরাম-চন্দ্রপুরীর চরণ। প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ") ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে "শ্রীরামচন্দ্র পুরী"র নাম উঠাইয়া সেই স্থানে "শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী" এবং 'শ্রীরামের গণের' স্থানে 'শ্রীরাধার গণ' করা হইয়াছে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীদেবকীনন্দন দাস ঠাকুর বঙ্গভাষায় শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় "শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্" গ্রন্থও রচনা করেন। উক্ত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানেরও বহু পুঁথি বিভিন্ন সংস্থায় পাওয়া যায়। তাহাতেও 'শ্রীরামচন্দ্রপুরী' নামই দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার অগ্রেই "সাবধানে বন্দোঁ আগে মাধবেন্দ্রপুরী। বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতরি॥" —এই বাক্যে শ্রীমাধবেন্দ্রের বন্দনা করা হইয়াছে। পরে যথাস্থানে শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীরামচন্দ্রপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী ইত্যাদিক্রমে শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী সন্ন্যাসিগণের বন্দনা করা হইয়াছে। শ্রীঈশ্বরপুরীর ও শ্রীকেশবভারতীর বন্দনার পর পুনরায় শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর বন্দনায় যে কেবল পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিকতা-দোষ উপস্থিত হয়, তাহা নহে, শিষ্যবর্গের বন্দনার পর শ্রীগুরুদেবের বন্দনায় ক্রমবিপর্যয়ও হয়। বিশেষতঃ, এ পর্যন্ত একটি পুঁথিতেও বা একটি মুদ্রিত গ্রন্থেও সেইরূপ পদ পাওয়া যায় নাই। যদি কোনও পুঁথিতে বা মুদ্রিত গ্রন্থে ঐরূপ পাঠ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত সংস্করণে সেই বিশেষ পুঁথির বা গ্রন্থের পরিচয়োল্লেখ থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। নতুবা ঐরূপ পাঠ স্বতঃই কল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী শ্রীরামচন্দ্রপুরীপাদের লোকশিক্ষার্থ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি মাৎসর্যব্যঞ্জক অভিনয়কে বাস্তব অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রপুরী তটস্থাশক্তিস্থানীয় বদ্ধজীবের ন্যায়ই ঐরূপ হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী মৎসর ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ অবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কল্পনামূলে শ্রীরামচন্দ্রপুরীকে শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা হইতে বর্জন করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ পদ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে অপরাধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরপার্ষদ

শ্রীকবিকর্ণপুর বলিয়াছেন—"বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ। উবাচাতো গৌরহরির্নৈতদ্রামস্ত কারণম্*। জটিলা রাধিকাশ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ ॥ (গৌ গ ৯২-৯৩)। যিনি পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় লীলাসঙ্গী বিভীষণ ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীরামচন্দ্রপুরী বলিয়া কথিত। শ্রীরাধিকার শাশুড়ী জটিলা কার্যবশতঃ বিভীষণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ভিক্ষাসঙ্কোচাদি করিতেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, শ্রীদেবকীনন্দন-কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানেও (সংস্কৃত) অন্যান্য শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী সন্ন্যাসিগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রপুরীর বন্দনা (১৯) দৃষ্ট হয়। সুতরাং বাঙ্গালা বৈষ্ণব-বন্দনাতেও শ্রীদেবকীনন্দন যে শ্রীরামচন্দ্রপুরীরই বন্দনা করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীজীবগোস্বামীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায়ও (১২৫) শ্রীরামচন্দ্র-পুরীর বন্দনা আছে। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রকাশিত শ্রীবৃন্দাবনদাস-কৃত শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়ও দৃষ্ট হয়—

"বন্দোঁ রামচন্দ্রপুরী, যাঁহার বিক্রম হেরি, নিবর্ত করিল প্রভু সব"।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তৎকৃত শ্রীনামামৃতসমুদ্রে (২৫৩) গাহিয়াছেন—"রামচন্দ্রপুরী! এই করহ সর্বথা। শ্রদ্ধাহীন জনে না কহিয়ে কৃষ্ণকথা॥"

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পার্ষদ চৌষট্টি মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, ষড়্ গোস্বামী বা অষ্টগোস্বামী, অষ্টকবিরাজ, দ্বাদশপুরী, ছয় ভারতী, ছয় চক্রবর্তী ইত্যাদি গণের অন্তর্গত দ্বাদশপুরীর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রপুরীর বন্দনা, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার ঐতিহাসিক ও পারমার্থিক মূল্য

শ্রীদেবকীনন্দন দাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম-সাময়িক এবং সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীসদাশিবতনূজ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও পদকর্তা মহাজন। সুতরাং তাঁহার কৃত বৈষ্ণব-বন্দনার যথেষ্ট পারমার্থিক ও

---

* কারণম্ (বহরমপুর) কাননং (A. S. B. ও বরাহনগর 'ক' 'খ' পুঁথি) কালনং (ঐ 'খ' পুঁথি)।

ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। শ্রীদেবকীনন্দন তৎকৃত উভয় (বাঙ্গালা ও সংস্কৃত) বন্দনায়ই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার প্রথম ভাগেই বলিয়াছেন,—সাবধানে বন্দোঁ আগে মাধবেন্দ্রপুরী। বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতরি॥ কিন্তু শ্রীমাধবেন্দ্র-প্রসঙ্গে বা বন্দনার অন্যত্র শ্রীমধ্বাচার্যের কোন নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ যদি সত্য-সত্যই শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রচারিত থাকিতেন, তাহা হইলে শ্রীদেবকীনন্দন নিশ্চয়ই তাহা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীদেবকী-নন্দনের উভয় বৈষ্ণব-বন্দনায়ই শ্রীকবিকর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ন্যায় শ্রীগৌরগণের পূর্বলীলার স্বরূপাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও স্থানে স্থানে প্রকাশিত রহিয়াছে। শ্রীদেবকীনন্দনের সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধানে শ্রীমাধবপুরীর নাম আছে, কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্যের নাম-গন্ধ নাই।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার **একটি** মাত্র পুঁথিতে (১৭১৯ শকের) ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া চারিসম্প্রদায় ও নানা উপসম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণের বন্দনা পাওয়া যায়। কিন্তু তৎপূর্বের কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে এবং পরবর্তি-কালেরও অন্য কোন পুঁথিতে চারিসম্প্রদায়ের বা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের কোন বন্দনা দৃষ্ট হয় না। ১৭১৯ শকের পুঁথি শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের অভ্যুদয়ের পরবর্তিকালীয়[২৪]। শ্রীপাদ বলদেবের বিজাতীয় সম্প্রদায়প্রবোধনমূলক সাময়িক নবীন মতবাদে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিগণ যেরূপ শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণ-পুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার মধ্যে চারিসম্প্রদায়ের অবতারণা করিয়া নবীন মতকে প্রাচীন বলিয়া স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; সেইরূপ শ্রীদেবকী-নন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার উপরি উক্ত (একটিমাত্র পরবর্তিকালীয়) পুঁথিতে ঐরূপ চারিসম্প্রদায়ের ও উপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বন্দনার প্রক্ষেপ সেইরূপ মতবাদি ব্যক্তিগণেরই চেষ্টায় হইয়াছে।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা বিশেষ রহস্যপূর্ণ সংস্কৃত-

২৪। শ্রীবলদেব ১৬৮৬ শকাব্দায় শ্রীস্তবমালার টীকা সমাপ্ত করেন।

গ্রন্থ। শ্রীদেবকীনন্দনের নিত্য সর্বজনপাঠ্য বাঙ্গলা শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার ন্যায় শ্রীগৌরগণোদ্দেশের বহুল প্রচার ও বহু হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুঁথির অভাবে উক্ত গ্রন্থ লইয়া বিশেষ গবেষণা ও অনুসন্ধান হয় নাই। বর্তমানে উপলভ্যমান বহরমপুরের মুদ্রিত পুস্তকের পাঠই প্রমাণরূপে প্রায় সর্বত্র গৃহীত ও প্রচারিত রহিয়াছে।

এসিয়াটিক সোসাইটির III E 145 পুঁথিতে এবং বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের কোন কোন পুঁথিতে ২০ শ্লোকের (বহরমপুর-সং শ্রীগৌরগণোদ্দেশ সংখ্যা) পর **'অথ সম্প্রদায়নিরূপণং'** বাক্য পাওয়া যায়। বহরমপুরের মুদ্রিত সংস্করণ ব্যতীত কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথিতে—'শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ' এবং 'শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ' বাক্যের 'ব্রহ্ম' স্থানে **'মাধ্বী'** পাঠ আছে। রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির ১০২৪ নং একটি পুঁথিতে লিপিকাল ১৭৫১ শকাব্দা পাওয়া যায়। ইহাও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের পরবর্তী কালীয়।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সমসাময়িক[২৫] শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-টীকাকার শ্রীআনন্দীপাদ রসিকাস্বাদিনী টীকায় এবং শ্রীবলদেবের অন্য সমসাময়িক উৎকল কবি শ্রীগোবিন্দদেব তৎকৃত শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ে (১৬৮০ শকাব্দা= ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত), শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরাধামোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য (১৭৩৭ শকাব্দ পর্যন্ত জীবিত)-কৃত শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্য আচার্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়-ভুক্তির পক্ষে অযৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং মধ্বমতবিশেষের খণ্ডনই করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে শ্রীকবি-কর্ণপুরের উক্তি, তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীনাথচক্রবর্তিপাদের শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষার প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ-শ্লোক, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুরের সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধান ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদের শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদের উক্তি, তৎপরে শ্রীসাধনদীপিকার উক্তি সমস্তই মাধ্বসম্প্রদায়-

২৫। শ্রীআনন্দী ১৬৪০ শকাব্দায়=১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ সমাপ্ত করেন এবং শ্রীবলদেব শ্রীস্তবমালাবিভূষণ-টীকা ১৬৮৬ শকে=১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন।

ভুক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। শ্রীবলদেবের সমসাময়িক আচার্যগণ কেহই মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তি স্বীকার করেন নাই।

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শিষ্যসংযুক্ত যতীন্দ্র শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীশ্রীধরস্বামীও দীক্ষাশিক্ষা-গুরুবর্গের বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্যের কোনও বন্দনা বা নামোল্লেখও করেন নাই। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বন্দনায় শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন— '**শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীং** বন্দে যতীন্দ্রং **শিষ্যসংযুতম্**।' শিষ্যসংযুক্ত (শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ শিষ্যগণের সহিত) যতীন্দ্র শ্রীমাধবপুরীকে বন্দনা করি। উক্ত বন্দনায় **'গুরুশিষ্য-সংযুক্ত' শব্দটি প্রযুক্ত থাকিলেও শ্রীসনাতনের বাক্যে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির ব্যঞ্জনা পাওয়া যাইত।** কিন্তু তাহা না থাকায় এবং শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তারে তত্ত্ববাদগুরুর মত-বিশেষের সুস্পষ্ট খণ্ডন থাকায় শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সহিত স্বসম্প্রদায়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বা তাঁহা সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদা অন্য সম্প্রদায়, তাহাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীজীবপাদও শ্রীসংক্ষেপতোষণীতে শ্রীসর্বসম্বাদিনীতে এবং শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীভক্তি-শ্রীপ্রীতি-সন্দর্ভে তত্ত্ববাদ-গুরুর মত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্তি-পাদ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায়, শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৮ম ও ১০ম অঃ), দশম টীকায় (২৯ অঃ) ও শ্রী আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে (১।৯৭-৯৯, ১৮।৯৭), শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে এবং শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামা-নন্দ-শতকে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধাদামোদর বেদান্তস্যমন্তকে (২।৬, ২১) শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে (৭।১।২৬, ১০।২৯।১১ ইত্যাদি) এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী (চৈ চ ২।৯।২৫৮-২৭৮) সকলেই শ্রীমধ্বাচার্যের মত-বিশেষ খণ্ডন করিয়াছেন এবং শ্রীজীবপাদ 'তত্ত্ববাদগুরু', 'অন্য সম্প্রদায়', শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 'তোমার সম্প্রদায়' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া মধ্বসম্প্রদায় হইতে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এই সকল সর্বস্বীকৃত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ মহাজনগণের উক্তির মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির কোনও নাম-গন্ধ নাই। আধুনিক এক সম্প্রদায় শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীবৈষ্ণব-তোষণীর মঙ্গলাচরণোক্ত শাস্ত্রোপদেশক শ্রীরামভদ্রকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের ১০ম স্কন্ধের টীকার মঙ্গলাচরণের শ্লোকোক্ত "শ্রীরামরায়! নম এব নমঃ স্বরূপ!"—এই বন্দনাধৃত রামভদ্ররূপে কল্পনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই মতে শ্রীবিশ্বনাথের বন্দিত শ্রীরামরায়ের নামান্তর রামভদ্র—যিনি শ্রীসনাতনের উপদেশক এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ ও প্রধান মন্ত্রশিষ্য এবং তিনি ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বগৌড়ীয়মতানুযায়ী ভাষ্যলেখক (১৪৭৬ শকে শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবট-তটে)। উক্ত ভাষ্য স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দেখিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

প্রথমতঃ গৌড়ীয়-রসিকাচার্যবর্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের দশম-স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে যে শ্রীস্বরূপগোস্বামীর সহিত শ্রীরামরায়ের নমস্কার তাহা শ্রীরামানন্দ রায় ব্যতীত অপরের প্রতি হইতে পারে না। ঐ বন্দনায় শ্রীরামানন্দ রায়ের আর কোন পৃথক্ নমস্কার নাই। সে স্থানে শ্রীরামানন্দরায়ের বন্দনা-বর্জন-প্রচেষ্টা শ্রীগৌরপার্ষদচরণে ও আচার্যচরণে অপরাধ।

'হর্ষে প্রভু কহে, শুন **স্বরূপ রামরায়**' এই স্থানে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু একসঙ্গে স্বরূপ ও রামরায়কে সম্বোধন করিয়াছেন, সেই রামরায় কি শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য রামরায়? স্বরূপ ও রামরায় (শ্রীরামানন্দরায়) এই দুই অন্তরঙ্গ শ্রীগৌর-পার্ষদের বন্দনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এইরূপ একসঙ্গে অনেকেই করিয়াছেন। শ্রীসনাতনের বন্দিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও তাঁহার অনুজ বিদ্যাবাচস্পতির ন্যায় তাঁহার স্তুত রামভদ্র একজন বহু সুযোগ্যছাত্রশিষ্যসম্পৎশালী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন[১]।

সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান মন্ত্রশিষ্যকৃত বৃত্তি বা ব্রহ্মসূত্রভাষ্য যাহা শ্রীবৃন্দাবনে লিখিত হইয়াছিল তাহা শ্রীজীবাদি বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ কেহই

১। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থকারের লিখিত প্রবন্ধ-মালিকা-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জানিতেন না এমন কি, পরবর্তিকালীয় জয়পুরের সভার সভাসদ্ ও আচার্যগণও জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ তাহার সন্ধান রাখিতেন না—ইহাও এক তাজ্জব ব্যাপার! অন্যান্য আচার্য-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের ন্যায় স্বয়ংভগবৎপ্রকটিত শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে কোন আচার্যকৃত ভাষ্য না থাকায়ই অপর সম্প্রদায়িগণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীবলদেবকেও তজ্জন্য শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছিল। শ্রীমধ্বানুগত্যসূচক কোন ভাষ্য থাকিলে শ্রীপাদ বলদেব তাহাই প্রদর্শন করিতেন। সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু যে বৃত্তি ও ভাষ্য অনুমোদন করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে বর্জন করিয়া নবীন ভাষ্য রচনাকারী গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্যের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের কামনা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণববর শ্রীপাদ বলদেবে কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। এরূপ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যও নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য শ্রীরামভদ্র-কৃত ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্যকে বৃন্দাবনের কুঞ্জে শ্রীনন্দিনীস্বরূপা বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য কখনও নিজেকে ব্রজের কোন জন বলিয়া অভিমান করেন নাই। তিনি স্বয়ং নিজেকে বায়ুর তৃতীয় অবতার (মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয় ৩।৯) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব ইহা স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্যেরই একটি বিরুদ্ধ মত। শ্রীমধ্বমতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও মহাপ্রভুর অনুকূল হইতেছে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর মত। 'রাধামাধব' নামটি পর্যন্ত শ্রীমধ্বের স্বীকৃত নহে।

শ্রীরাধারমণ-সেবক শ্রীগোপীনাথ-পুজারী গোস্বামিপাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহরিনাথের মন্ত্রশিষ্য শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র যে ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য শ্রীরামরায়ের ভাষ্যের নাম-গন্ধও নাই। তাঁহার রচিত 'ভাবভাব-বিভাবিকার' মঙ্গলাচরণে শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং শ্রীরূপসনাতনগোস্বামিবর্গের বন্দনা আছে; কিন্তু নিত্যানন্দ-শিষ্য কোন

রামরায়ের কোন বন্দনা, কিংবা শ্রীমধ্বাচার্যকে স্বসম্প্রদায়ের গুরুরূপে কোন স্বীকারোক্তি নাই, বরং তাঁহাকে কেবলাদ্বৈতী আচার্যের আশ্রিত কেবলভেদবাদী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-পরিবারের শ্রীগোবর্ধনলালগোস্বামীর পুত্র শ্রীরাধারমণদাসগোস্বামী তৎকৃত দীপিকাদীপনী-টীকার মঙ্গলাচরণেও শ্রীমধ্বাচার্যের নাম-গন্ধ করেন নাই। শ্রীশ্রীধরস্বামীকেই গুরু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পরবর্তীকালেও শ্রীরাধারমণ-সেবক শ্রীজীবনলাল গোস্বামীর পৌত্র ও শিষ্য, শ্রীরাধারমণদাসগোস্বামিকৃত শ্রীউপদেশ-প্রকাশিকা-টীকার মঙ্গলাচরণে মাধ্বগৌড়ীয়েশ্বরাদিরূপে পরিচয় প্রদান বা শ্রীমধ্বানুগত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রকটকালে লিখিত (?) যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের সমাদর শ্রীরূপানুগবর শ্রীজীবপাদাদি মহাজন করেন নাই, তাহা শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্তমূলক নহে বলিয়া স্বতঃই প্রমাণিত হইবার যোগ্য হয়।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের শিক্ষাশিষ্য এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের গুরু-পরম্পরা-ক্রমে মূল পুরুষ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যবর শ্রীরসিকানন্দ প্রভু স্বকৃত শ্রীশ্যামানন্দশতকে (২য় শ্লোকে) বলিয়াছেন—

> যং লোকা ভুবি কীর্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
> সাক্ষাচ্ছ্রীসুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা।
> স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্রমস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
> শ্রীরাধাপ্রিয়-নর্মমর্মসু রুচিং সংপাদয়ন্ ভাসতাম্॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তদভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের মন্ত্র-শিষ্য শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত (ব্রজের শ্রীসুবলসখা), তাঁহার মন্ত্রশিষ্য শ্রীহৃদয়ানন্দ, তাঁহার মন্ত্রশিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—যিনি রসিকেন্দ্র-মস্তকমণি; তিনি আমার (রসিকানন্দের) চিত্তে স্ফুরিত হউন এবং শ্রীরাধার প্রিয় নর্মসখীগণের তদ্ভাবোপাসনায় লোভ সম্পাদন করুন।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, স্ব-সম্প্রদায়-পরম্পরাং ব্যঞ্জয়ন্ স্বচিত্তে স্বপ্রভোঃ স্ফূর্তিমাসাস্তে ষমিতি। পরে বলিয়াছেন, —**এতদুক্তং ভবতি শ্রীকৃষ্ণো নন্দসূনুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্যয়া গৌড়েঽবততার, মধ্বসিদ্ধান্তং স্বীকৃত্য হরিভক্তিং তত্র প্রচারয়াঞ্চকার।** নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়া মধ্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকারপূর্বক তথায় হরিভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীরসিকানন্দের অনুগত ও সহচর শ্রীগোপীজনবল্লভদাসের 'শ্রীরসিকমঙ্গলে' (১৫৭৯ শকাব্দায় আরম্ভ ১৫৮২ শকাব্দায় সমাপ্ত) 'অষ্ট গিরি', 'অষ্ট পুরী', 'অষ্ট ভারতী', 'অষ্ট বালক', 'চৌষট্টি মহান্ত', 'গুরুকুল' (প্রথম লহরী) ইত্যাদি বন্দনা আছে, শ্রীমধ্বাচার্যের কোন বন্দনা বা শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীশ্যামানন্দ-শ্রীরসিকানন্দাদি শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহা ঘুণাক্ষরেও নাই। শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্যবর (শ্রীরসিকমঙ্গল প্রথম লহরী) শ্রীচৈতন্য-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীগৌরীদাস-শ্রীহৃদয়ানন্দ-শ্রীশ্যামানন্দ এইভাবে গুরু-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বলদেবকে দুই কারণে শ্রীমধ্বানুগত্য প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি পূর্বে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ রস-সিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইয়া সেই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইলেও পূর্বগুরু-সম্প্রদায়ের প্রতি মর্যাদা প্রদান করা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গলতার ব্যাপারে তাঁহাকে অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রবোধনের জন্য মধ্বসম্প্রদায়ভুক্তি স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল, তখন উক্ত ব্যাপারের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ আদর্শ সংরক্ষণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। আচার্য শ্রীপাদ বলদেবের এই কার্যের উদ্দেশ্য যাঁহারা অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীবলদেবের ঐ কার্যকে তাৎকালিক এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিবোধক জানিয়াই সম্মান করেন। আর যাঁহারা তাঁহার তৎকালিক কাযকে সার্বকালিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরপার্ষদ মহাজনগণের

সিদ্ধান্ত, সদাচার ও আদর্শের বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করিয়া নূতন আগন্তুক মত প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রের ও মহাজনের উক্তির সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অনেক কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষাৎ শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিবৃন্দের শাস্ত্রে ও আচারে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির কোনও বাস্তব তথ্যের সন্ধান না পাইয়া অবশেষে শ্রীবলদেবের পরবর্তী কালীয় যুগের কোনও কোনও মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, এই সকল মহাত্মা যখন শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তখন তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য। তাঁহাদের মতই মহাজন-মত।

এই হেত্বাভাস-ময় যুক্তির উত্তরে নিবেদিত হইতে পারে, এক শ্রেণীর মহাত্মার আচারের দ্বারা কখনও সর্বশ্রেণী কোন দিনই শাসিত হ'ন না। সাক্ষাৎ নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ষড়্‌ গোস্বামীই শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের মূল মহাজন। অন্য ব্যষ্টিগুরুবিশেষ বা তাঁহার প্রতিষ্ঠাশালী শিষ্যবিশেষের মত নিত্যসিদ্ধ সাক্ষাৎ শ্রীগৌরপার্ষদগণের মত হইতে বিন্দুমাত্রও স্বতন্ত্র হইলে তাহা সম্প্রদায়ের সার্বভৌম মতরূপে গৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার শিষ্যবিশেষ বা তৎস্বতন্ত্রসম্প্রদায়-বিশেষের নিকট আদৃত হইতে পারে। পূর্বে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপাদ বল্লভাচার্যের ন্যায় পূর্বে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীবলদেবের শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের সংশ্রব ত্যাগ ও গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে প্রবেশের দ্বারাই প্রমাণিত হয় তিনি মধ্বমত নিরবদ্য নহে বলিয়াই তাহা ত্যাগ করিয়াছেন।

সিদ্ধ মহাজনগণের প্রাচীন পদাবলীর মধ্যে শ্রীগৌরপরিকরগণের বন্দনা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোনও মহাজন-পদাবলীতে শ্রীমধ্বাচার্যের বন্দনা পাওয়া যায় না। গোবর্ধনের সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী (প্রথম) মহাশয়ের ভজনশিক্ষা-গুরু ব্রহ্মকুণ্ডবাসী শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সংগৃহীত পদকর্তা বহু মহাজনের কৃত (শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ ব্যতীতও)— শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাসাদি সিদ্ধ বৈষ্ণবগণের বন্দনা আছে, কিন্তু

কেহই শ্রীমধ্বাচার্যের বা তদনুগত সম্প্রদায়ের কোন বন্দনা করেন নাই। সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর (প্রথম) 'শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়' ও তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর 'শ্রীনন্দীশ্বরচন্দ্রিকায়'ও শ্রীমধ্বাচার্যের নামগন্ধও নাই। ইঁহারা স্ব-সম্প্রদায়ে শ্রীমধ্বানুগত্য স্বীকার করিলে তাঁহার নামোল্লেখ ও বন্দনা নিশ্চয়ই করিতেন।

শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ কোন শ্রীরামরায় বা শ্রীরামভদ্র শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মতানুযায়ী বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়া থাকিলে এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাহা অনুমোদন করিয়া থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার নবম পরিচ্ছেদে মধ্বমতকে খণ্ডন ও পুনঃ পুনঃ 'তোমার সম্প্রদায়' এইরূপ উক্তি করিতেন না। শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর, শ্রীকানুঠাকুর একাদিক্রমে তিন পুরুষ সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্গী। তাঁহাদের রচিত বিবিধ শ্লোক ও পদের মধ্যে কোথায়ও শ্রীমধ্বাচার্যের নামগন্ধ বা শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরের লেখনীতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রসঙ্গে শ্রীমাধ্ব মতের নাম পাওয়া যায় না। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে ভক্তকোটির (তদীয়গণের) মধ্যে শ্রীব্রজগোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার চরমোৎকর্ষ শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা প্রখ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন-শ্রীজীব-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীগোপাল ভট্টাদি গোস্বামিবর্গের ও সমগ্র শ্রীরূপানুগ মহাজনেরই সেই সিদ্ধান্ত। স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকেও লীলায় শ্রীরাধার শ্রীচরণ ধারণ এবং তাঁহার সেবাঋণের দায়ে তাঁহার ভাবকান্তি স্বীকার এবং শ্রীরাধাদাস্যের সর্বোৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থে মঞ্জরীভাবের অভিমান করিতে হইয়াছে। কিন্তু বায়ুর তৃতীয়াবতার শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের সিদ্ধান্ত সর্বমহাজনাশ্রয় শ্রীগৌরহরি ও নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীগৌরপরিকরগণের মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। যে মতে বিযুক্ত বা অনাদৃত (**অপ**) রাধা (**রাধ**), উহাকে শ্রীকবিকর্ণপুর 'অপরাধ' বলিয়াছেন। নিত্য-সিদ্ধ ভক্তকোটির অংশিনীর চরণে অপরাধ থাকিলে সর্বত্রই ভয়াবহ অপরাধের ব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী—এজন্য শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-

বন্দনাকার শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ-শ্রীপুরুষোত্তম-শিষ্যবর শ্রীদেবকীনন্দন কবিরাজ আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনায় ও শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপরিকরবৃন্দের সম্বন্ধে কিছু কিছু মৌলিক তথ্য এবং বৈষ্ণবসাহিত্যের কয়েকটি জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীদেবকীনন্দনদাস নিজ শ্রীগুরুদেব শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শিসূত্রে কয়েকটি নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর নিজশক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীগৌরীদাস কীর্তনীয়ার দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দের স্তব করাইয়াছিলেন (২৭)। শ্রীনিত্যানন্দস্তব-সূচক শ্রীগৌরীদাস কীর্তনীয়ার একটি পদ স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে।* শ্রীপুরুষোত্তমদাসে ভগবৎপ্রকাশ দেখিয়া শ্রীগদাধরদাস ও শ্রীগোবিন্দঘোষের উল্লাস এবং শ্রীকৃষ্ণাভিষেকের তুল্যরূপে অষ্টোত্তরশতঘট গঙ্গাজলে শ্রীপুরুষোত্তম-ঠাকুরেরও অভিষেকের কথা শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় দৃষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেবের ন্যায় শ্রীপরমগুরুদেব শ্রীসদাশিব কবিরাজ-সম্বন্ধে শ্রীদেবকীনন্দন বলিয়াছেন—"সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে॥" শ্রীগুরুপুত্র শিশুকৃষ্ণদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দ-পালনে দিব্য তেজোধাম॥" শ্রীপুরুষোত্তমঠাকুরের যেরূপ "সাত বৎসরে কৃষ্ণ-উনমাদ। ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ", তদ্রূপ তৎপুত্র শ্রীনিত্যানন্দ-জাহ্নবাপালিত "শিশু কৃষ্ণদাসের"ও বাল্যকালেই সেইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তন শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ আচার্যগণ "ঠাকুর কানাই" নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুর কানাই পিতা ও পিতামহের ন্যায়ই নিত্যসিদ্ধ। সেজন্য একসঙ্গে এই এক বংশের তিন-পুরুষের শ্রীযুক্ত মাহাত্ম্য শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ কীর্তন করিয়াছেন (চৈ চ ১।১১।৩৮—৪০)।

---

* এই গ্রন্থকারকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয় গ্রন্থে শ্রীপুরুষোত্তমঠাকুর-প্রকরণে উক্ত পদ দ্রষ্টব্য। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু-ধৃত (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সং ২৩১৩ সংখ্যক পদ)।

এইরূপ নিরন্তর তিন পুরুষ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ থাকার দৃষ্টান্ত অল্পই দেখা যায়।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, (১০৫) এই সংবাদ শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাতেই পাওয়া যায়।

শ্রীদেবকীনন্দনের কোন কোন পদ প্রবাদের মত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রচারিত হইয়া রহিয়াছে যেমন,—"বৈষ্ণব জানিতে (বা চিনিতে) নারে দেবের শকতি,' 'বেদেহ করিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি', 'ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে' 'মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন', 'জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ' ; তাঁহার পদাবলীর পদও যথা 'এবে অস্ত্র না ধরিলা, কারু প্রাণে না মারিলা, মন-শুদ্ধি করিলা সভার'। 'যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি। আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি' ইত্যাদি। শ্রীদেবকীনন্দনের পূর্বে এ জাতীয় বৈষ্ণববন্দনার রচনা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের নামে আরোপিত সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার * প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং তাহার বহুল প্রচারও নাই। কিন্তু শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবনিতা গৌড়ীয়বৈষ্ণবের কণ্ঠস্থ থাকিয়া নিত্য প্রাতঃকীর্তনীয় ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীদেবকীনন্দনের বাঙ্গালা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও সংস্কৃত 'শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্' পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন কোন গবেষক সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানকে নামসমষ্টি-মাত্র বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! বস্তুতঃ বাঙ্গালা শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার অনেক উক্তির তাৎপর্য সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে, আবার অভিধানের তাৎপর্য বন্দনায় পরিস্ফুট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-

* শ্রীজীবগোস্বামীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় অসংখ্য ছন্দঃপতন, ব্যাকরণ-গত দোষ ও নানাপ্রকার অশুদ্ধি প্রায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া যাঁহারা শ্রীজীব-পাদের শব্দ-সম্পদ্-বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলীর গাম্ভীর্য ও মাধুর্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা কখনও ইহাকে সম্পূর্ণ শ্রীজীবপাদের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।

লীলাপরিকর নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণ যে সাধনসিদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দের সহিত **সম**-পর্যায়ে গণিত নহেন, ইহা সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে নিত্যসিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ-পরিকর শ্রীগুরুদেবের নমস্কারান্তে লীলাসঙ্গী বৈষ্ণবগণের বন্দনার প্রারম্ভেই (২য় শ্লোক) শ্রীদেবকীনন্দন ব্যক্ত করিয়াছেন,—"**মহৌ**জসো **মহা**ভাগান্ **মহা**পতিতপাবনান্। **মহা**ভাগবতান্ সর্বান্ বৈষ্ণবান্ **বিষ্ণুরূপিণঃ**॥ এই সকল স্থানে প্রত্যেকটি বিশেষণের পূর্বে '**মহৎ**' শব্দ ও "**বিষ্ণুরূপিণঃ**" শব্দের প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'দাসপুরুষোত্তম' ও 'নাগরপুরুষোত্তম'-সমস্যার সমাধান

শ্রীসদাশিবসুত শ্রীপুরুষোত্তমদাস (শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীগুরুদেব) ও নাগর শ্রীপুরুষোত্তম লইয়া উপলভ্যমান শ্রীগৌরগণোদ্দেশের পাঠ হইতে (১৩০ ও ১৩১) যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও সমাধান শ্রীদেবকীনন্দনদাসের শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায় রহিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা নবদ্বীপনগরভব শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের প্রতি "বিলাসী সুজান" (১০৭) আখ্যা হইতে তিনিই যে শ্রীকবি-কর্ণপুর-কথিত "নাগর পুরুষোত্তম" তাহা জানা যায়। শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীবাসু-ঘোষাদি পদকর্তৃগণ 'নাগর' শব্দের পর্যায়ে 'সুজান' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা এবং শ্রীনিত্যানন্দগণে গণিত গোপালের অন্তর্গত বলিয়া শ্রীগৌরগণোদ্দেশে এক সঙ্গে বর্ণন এবং "**দাস**শ্রীপুরুষোত্তমঃ" ও "**নাগরঃ** পুরুষোত্তমঃ" শব্দের দ্বারা তথা উভয়ের ব্রজলীলার স্বরূপের দুইটি ভিন্ন নামের দ্বারা পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।[২৬]

প্রকাশানন্দ-প্রবোধানন্দ-সমস্যার সমাধান

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি অথবা পৃথক দুইজন **এই সমস্যার সমাধানও** শ্রীদেবকীনন্দনের বৈষ্ণবাভিধানে ও বৈষ্ণব-বন্দনায় **পাওয়া যায়।** শ্রীদেবকীনন্দন প্রত্যক্ষদর্শিসূত্রে বৈষ্ণবোচিত প্রণালীতে ও

২৬। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়' গ্রন্থে শ্রীপুরুষোত্তম-ঠাকুর-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ভাষায় উক্ত সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। শ্রীদেবকীনন্দন বাঙ্গালা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় (৬৬-৬৭ সংখ্যায়) বলিয়াছেন—

শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
মহাপ্রভুর পায়ে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী করিয়ে বন্দন।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন॥

আবার সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধানেও (২৪ সংখ্যায়) বলিয়াছেন,—

রূপো জীবঃ **শ্রীপ্রবোধানন্দ-শুদ্ধসরস্বতী**।*
রঘুনাথদাসনামা শ্রীলগোপালভট্টকঃ॥

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় বন্দনার সঙ্গতি করিলে এই শুদ্ধসরস্বতীই যে মায়াবাদমুক্ত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনকারী শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতকার তাহা জানা যায়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য।

'সঙ্গীতপণ্ডিত' শ্রীজগন্নাথদাস

শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় (১৯) এক সঙ্গীতপণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ-দাসের বন্দনা আছে। শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীজগন্নাথদাসের গানে মোহিত হইতেন। এই শ্রীজগন্নাথদাসকে কেহ কেহ অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস, কেহ কেহ শ্রীনামাচার্য শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের অনুগত সিদ্ধ 'সঙ্গীতপণ্ডিত' শ্রীজগন্নাথদাস (পুরীর সিদ্ধবকুল মঠের) মনে করেন। যে কোন শ্রীজগন্নাথদাসই হউন না কেন, তাঁহার গানে স্বতন্ত্রেচ্ছাময় শ্রীজগন্নাথ মোহিত হইয়াছেন। দেবদাসীর নৃত্যগীতাদিতেও শ্রীজগন্নাথ মোহিত হয়েন। অতএব সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় শ্রীনীলাচল-

* বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরস্থ পুঁথি নং সংস্কৃত বিবিধ ৬১ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য পুঁথিতেও এইরূপ পাঠ আছে।

নাথের যে কোনও ব্যক্তির মুখনিঃসৃত স্বনাম-গান শ্রবণে মুগ্ধতা এবং তজ্জন্য তদ্ভক্তের উল্লাসময়ী বন্দনা শ্রীভগবানের নামগুণ-গানেরই জয়ঘোষণা। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যাবতারে কত কত ব্যক্তি অচিন্ত্যভাবে কৃপাসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারেন? তবে সকল কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তিরই আচরণ অনুসরণীয় নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাসঙ্গী নিত্যসিদ্ধগণের পূর্বলীলার স্বরূপাদির পরিচয়-সহ নাম শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রমুখ লীলালেখক মহাজন তাঁহাদের গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরকোটি নির্ণীত হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট

[১]

শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার বৈষ্ণবকোটি

শ্রীদেবকীনন্দন দাস ঠাকুর তাঁহার বাঙ্গালা শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার এবং সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানের উপক্রমে ও উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারের বৈষ্ণববৃন্দের পরম বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়াছেন—'বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি' ; 'শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর' ; 'সর্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ, সর্বেষাম-প্যুপাদেয়ঃ সর্ববেদাধিকস্তথা। শ্রবণান্নয়নাচ্চিত্তাদপি দূরো হি বৈষ্ণবঃ' ইত্যাদি। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের লীলাসঙ্গী বৈষ্ণবগণ তটস্থা শক্তিস্থানীয় নহেন, তাঁহারা অধিকাংশই নিত্যসিদ্ধ শ্রীবিষ্ণুরূপী, শ্রীবিষ্ণুর কায়ব্যূহ বা স্বরূপশক্তির গণ ; লীলাশক্তির প্রেরণায় বিভিন্নভাবে শ্রীগৌরলীলার পোষকতা করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ ভগবল্লীলাপরিকরগণের বৈশিষ্ট্য

শ্রীচৈতন্যলীলা-ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর (চৈ ভা ৩।৮।১৬৮-১৭২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শ্রীমুখের বাক্য উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন,—শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বার বার কহে। এসব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে॥ রোদন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে। বৈষ্ণব দেখিল প্রভু—তোমার কারণে॥ **এসব বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি। প্রভু অবতরে ইহা-সবে অগ্রে করি॥** **যেরূপ** প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ। যেইরূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন॥ তাঁহারা যেরূপ **প্রভু-সঙ্গে** অবতরে। বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-রহস্য

শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে একাধিকবার বলিয়াছেন,—"ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুদ্ধিনাশ।" (২।১।২৪২ ; ২।২০।১৫০) শ্রীগৌরলীলা-**সঙ্গী** শ্রীস্বরূপদামোদরপাদ বলিয়াছেন,—"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ" ॥(চৈ চ ৩।৫।১৩১-১৩২)।

শ্রীমহাভারত বা শ্রীগীতার উক্তি পাঠ করিয়া অনাদি-বহির্মুখবিচারে ধারণা হয়, অর্জুন মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন; শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা পাঠ করিয়া ধারণা হয়, যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ পৃথিবীর ভারস্বরূপ ছিলেন এবং তজ্জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যাদব-গণের মধ্যে ও কুরু-পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর কলহ সৃষ্টি করাইয়া তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধন করিয়াছিলেন! শ্রীকৃষ্ণও সাধারণ মর্ত্য ব্যক্তির মতই জগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন ইত্যাদি! শ্রীশুকদেবের যথাশ্রুত বাক্য হইতে মনে হয়, শ্রীপরীক্ষিতের যেন মৃত্যুর ভীতিরূপ 'পশুবুদ্ধি' ছিল, শ্রীউদ্ধবের যেন দেহগেহাসক্তি ছিল, অক্রূরাদি শ্রীকৃষ্ণলীলাসঙ্গিগণও সত্রাজিতের নিধনাদি অসৎকার্য্যের প্ররোচক ও কৃষ্ণবিদ্বেষী কংসাদির অনুচর ছিলেন, নারায়ণ-পার্ষদ জয়-বিজয়ের পতন হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপার্ষদবর শ্রীগরুড়েরও মৎস্য-ভক্ষণাদি অবৈষ্ণবোচিত আচার ছিল ইত্যাদি!

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থাদি পাঠেও তদ্রূপ সাধারণ স্থূলবুদ্ধিতে মনে হয়; শ্রীজগাই-মাধাই অত্যন্ত পাপাচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে রক্তপাতকারী; শ্রীদেবানন্দপণ্ডিত শ্রীবাসের চরণে অপরাধী; শ্রীরামচন্দ্রপুরী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী; শ্রীব্রহ্মানন্দ-ভারতী মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও প্রতিষ্ঠাকামী; শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য কেবলাদ্বৈতবাদী ও মহাপ্রভুতে জীব-বুদ্ধিকারী; শ্রীছোট হরিদাস স্ত্রীসম্ভাষী মর্কটবৈরাগী বলিয়া মহাপ্রভুর দ্বারা দণ্ডিত; শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ভট্টথারী স্ত্রীর প্রলোভনে পতিত; শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য অন্যাভিলাষী তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবেরই ন্যায় বিবর্তগ্রস্ত ইত্যাদি! বস্তুতঃ ইঁহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-সঙ্গী ও নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপরিকর—প্রতি-কল্পেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অবতীর্ণ হইয়া ঐরূপ লীলাভিনয় করিয়া সাধক জীবগণকে সতর্ক করেন। যেরূপ শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ নিত্য-সিদ্ধ শ্রীগৌরপরিকর হইয়াও সাধক জীবের শিক্ষার জন্য সাধন-লীলাদি প্রকাশ

করেন ; যেরূপ নামাচার্য শ্রীব্রহ্মহরিদাস, শ্রীঝড়ু ঠাকুর, শ্রীশিবানন্দ সেনের কুকুর-প্রমুখ নিত্যমুক্ত শ্রীগৌর-পরিকরগণ প্রারব্ধ পাপ-ফলে নীচ যোনিপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় আপনাদিগকে প্রদর্শন করিয়া প্রারব্ধ-কর্মফলভোগী বা নীচযোনিপ্রাপ্ত তটস্থা-শক্তিস্থানীয় বদ্ধজীবগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনোৎসাহের সঞ্চার করেন, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীজগাই-মাধাই, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত, শ্রীছোট হরিদাস, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ অশেষ পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগৌরলীলা-সঙ্গিগণও শ্রীগৌরসুন্দরেরই ইচ্ছায় অপরাধী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি তটস্থা-শক্তিস্থানীয় জীবের ন্যায় অভিনয় করিয়া অনর্থযুক্ত সাধক জীবকে সাধন-পথের বিঘ্নসমূহ প্রদর্শন ও তাহা হইতে সতর্ক থাকিবার উপদেশ এবং মহাপ্রভুর আদর্শ শিক্ষা প্রচার করিয়া বদ্ধজীবের প্রতি করুণার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন,—'যথার্জুনস্য মোহং গীতা-শাস্ত্রেণ, যথোদ্ধবস্য মোহমেকাদশেন ভগবান্নিরর্তয়ামাস তথৈব পরীক্ষিতঃ সংসারং শ্রীশুক, ইতি প্রাকৃতলোকপ্রতীত্যৈবোক্তির্বস্তুতস্ত ত্রয়াণামেব **ভগবন্নিত্যপার্ষদত্বান্ন সংসারশঙ্কাগন্ধোঽপি, কিন্তু জীবহিত-গ্রাহণ-চাতুর্য-ধুরন্ধরাণাং মহাকৃপালূনাং মহতামপ্যেকং মহাপ্রসিদ্ধং জনম-বলম্ব্যৈব হিতোপদেশসন্ততিরিতি নীতিদৃষ্টা।** (শ্রীসারার্থদর্শিনী ১২।১৩।২১)।

তাৎপর্য এই—যেমন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহাভিনয় গীতা-শাস্ত্রের দ্বারা, উদ্ধবের মোহাভিনয় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের উপদেশের দ্বারা নিরস্ত করিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীশুকদেবও শ্রীমদ্ভাগবতোপদেশের দ্বারা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের তথাকথিত সংসারের নিবৃত্তি করিয়াছেন। শ্রীশুকদেবগোস্বামীর শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি 'ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি' (ভা ১২।৫।২) —"হে রাজন্! 'আমি মৃত্যুগ্রস্ত হইব' এইরূপ পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর" ইত্যাদি শাসন-বাক্য বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅর্জুনকে মোহত্যাগের উপদেশ, শ্রীউদ্ধবকে দেহ-গেহাসক্তি ত্যাগের উপদেশাদি প্রাকৃত লোকের প্রতীতির জন্য উক্তি মাত্র অর্থাৎ প্রাকৃত লোককে বুঝাইবার জন্য তদনুরূপ উক্তির অনুকরণমাত্র। বস্তুতঃ

তাঁহারা তিনজনই শ্রীভগবানের নিত্য-পার্ষদ। অতএব তাঁহাদের সংসার-শঙ্কার গন্ধও নাই। কিন্তু জীবজগৎকে মঙ্গল গ্রহণ করাইবার কৌশল-বিষয়ে সুনিপুণ মহাকৃপালু-মহদ্গণের মধ্যেও মহাপ্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই হিতোপদেশের বিস্তার হয়—এই নীতিই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যেমন লৌকিক প্রবাদেও শুনা যায়—"ঝি মেরে বউয়ের শিক্ষা, বউ মেরে নেই রক্ষা" ইত্যাদি, সেইরূপ নিজের অন্তরঙ্গ পার্ষদের প্রতিই লৌকিক প্রতীতির জন্য শাসন ও দণ্ডাদি প্রদানের আদর্শ প্রকট করিয়া বহিরঙ্গ ব্যক্তিগণকে মহদ্গণ শিক্ষা দান করেন। মহাপ্রসিদ্ধ নিজজনের দ্বারা শিক্ষা না দিলে বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে দাগ বসে না। এজন্য জগদ্গুরু শ্রীমহাদেব, লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারায়ণ-পার্ষদ শ্রীগরুড়, শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয়-শ্রীবিজয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় শ্রীযুধিষ্ঠির-শ্রীঅর্জুনাদি-পাণ্ডব, শ্রীউদ্ধবাদি যাদব ইত্যাদি মহাপ্রসিদ্ধ নিজ জনগণকে অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্রে লোক-শিক্ষার বিস্তার করা হইয়াছে।

সাধক ভক্তেও প্রাকৃতদৃষ্টি নিষেধ

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে (ষষ্ঠ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। যেমন জলের স্বাভাবিক ধর্ম—বুদ্ বুদ, ফেন, পঙ্কাদির দ্বারা গঙ্গার দ্রবব্রহ্মত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না, তদ্রূপ এই জগতে অবস্থিতিকালে বৈষ্ণবের স্বভাবজাত ও দেহের আপাতদৃষ্ট দুরাচারাদি দোষ-সমূহের দ্বারাও বৈষ্ণবতা বিনষ্ট হয় না। অতএব প্রপঞ্চাগত বৈষ্ণবে আপাতদৃষ্টিতে ঐ সকল দোষ দেখা গেলেও তাহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিবে না। শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে (১।৩।৫৯-৬০) বলিয়াছেন, জাতভাব ব্যক্তিতে যদি বাহ্য দুরাচারতারূপ বৈগুণ্যবৎ কিছু দেখাও যায়, তথাপি তাহাতে দোষ দৃষ্টি করিবে না; যেহেতু তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বাহিরে মৃগচিহ্নে লাঞ্ছিত হইলেও কিন্তু কখনও অন্ধকারের নিকট পরাভূত হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ হরিতে অনন্যচিত্ত ব্যক্তিও বাহিরে অত্যন্ত দুরাচারীর ন্যায় দৃষ্ট হইলেও অন্তরস্থ ভক্তিবলে অন্যান্য লোকগণকে পরাভব করিয়াই শোভা বিস্তার করেন। ইহা যখন জাতভাব

সাধক ব্যক্তির সম্বন্ধেই উক্তি, তখন সাক্ষাৎ লীলাপরিকর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের কথা আর কি ?

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১০।২২৫) এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন—তেষাং কথঞ্চিৎ জাতেঽপি পাপে ন কোঽপি দোষঃ স্যাৎ, প্রত্যুত ভগবদ্বিশ্বাসবিশেষেণ শোভৈব স্যাৎ ইত্যাদি। তাঁহাদের কোনপ্রকারে পাপ উদিত হইলে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না, বরং ভগবানে বিশ্বাস-বিশেষের দ্বারা শোভাই প্রকাশিত হয়।

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ শ্রীমাধুর্যকাদম্বিনীতে (১ম বৃষ্টিতে) বলেন, জ্ঞানাধিকারীর যদি দৈবাৎ বিন্দুমাত্র দুরাচার ঘটে, তবে তিনি 'বান্তাশী' বা বমনভোজী বলিয়া নিন্দিত হয়েন (ভা ৭।১৫।৩৬) ; কিন্তু ভক্তিমার্গে কামাদি দোষ সত্ত্বেও প্রবেশাধিকার দেখা যায় এবং ভক্তির দ্বারাই সেই দোষ নাশ হয়। বিশেষতঃ দুরাচার ভক্তেরও কোন শাস্ত্রেই নিন্দালেশও শ্রুত হয় না—তদধিকৃতস্য দৈবাৎ দুরাচারত্বলবেঽপি 'স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ (ভা ৭।১৫।৩৬) ইতি নিন্দা। * * ভক্তেস্তু 'ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং' (ভা ১০। ৩৩।৩৯) * * প্রথমমেব প্রবেশস্ততস্তয়ৈব পরমস্বতন্ত্রতয়া কামাদীনামপগমশ্চ। তেষাং কদাচিৎ সত্ত্বেঽপি 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্' (গী ৯.৩০) ইতি 'বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্ত' (১১।১৪।১৮) ইত্যাদিভ্যশ্চ তদ্বতাং ন ক্বাপি শাস্ত্রেষু নিন্দালেশোঽপি।

লীলাপরিকরগণের বৈশিষ্ট্য

শ্রীসনাতন ও শ্রীল জীব শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে (১০।১৭।৯-১১) বলিয়াছেন, পক্ষিজাত্যুচিত-লীলা-পরায়ণ* শ্রীভগবৎপার্ষদপ্রবর শ্রীগরুড়ের মৎস্য-ভক্ষণ-রূপ দোষ দেখিতে যাওয়ায় এবং তাহাতে বাধা প্রদান করায় মহাতপস্বী সৌভরি মুনির বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে তপোভঙ্গাদি পরম অনর্থ ঘটে এবং তাহাতে নরকতুল্য

* ইহা সাধক জীবের পক্ষে নহে।

বিষয়ভোগ করিয়া পরে শ্রীবৃন্দাবন-যমুনাশ্রয়-মাহাত্ম্যপ্রভাবে শ্রীভগবৎকৃপায় উদ্ধার লাভ হয়। শ্রীচক্রবর্তিপাদও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীজয়-বিজয় শ্রীনারায়ণের নিত্যপার্ষদ। শ্রীনারায়ণ বিপ্রকুলের প্রতি অনুকূল, কারণ বিপ্রকুল বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্তক। সেই বিপ্রগণের কোনও প্রকার অসন্তোষে উচ্চ অধিকারীও ভ্রষ্ট হয়—এই শিক্ষাটি প্রচার করিবার জন্য নিজ পার্ষদ জয়-বিজয়ের দ্বারা অসুরভাবের অনুকরণ মাত্র করাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা অসুর নহেন। 'চৈদ্য-দন্তবক্রৌ তু নাসুরৌ, কিন্তু হরেঃ সভক্তিপ্রবর্তক-বিপ্রকুল-দাক্ষিণ্যময়-স্বৈরলীলেচ্ছয়া তদনুকারিণৌ এব' (শ্রীক্রমসন্দর্ভ ৭।১।৩২) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও বলিয়াছেন,—'জয়-বিজয়োস্ত্বপরাধকারণং প্রেম-বিজৃম্ভিতা স্বেচ্ছৈব।' (মাধুর্যকাদম্বিনী ৩।৪) জয়-বিজয়ের অপরাধের কারণ তাঁহাদের প্রেমপরিপাকোত্থ স্বেচ্ছাই বলিতে হইবে।

শ্রীজীবপাদ পুনরায় ক্রমসন্দর্ভে (১১।৭।৬) ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (৬৬ অনু) শ্রীউদ্ধব ও অন্যান্য ভগবৎপার্ষদগণের সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাত্তং লক্ষ্যীকৃত্য **তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোঽয়ম্। এবমন্যত্র চ জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ জহৎস্বার্থলক্ষণয়া ত্বং ত্বদীয়-মার্গানুগতো ভক্তঃ।** শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে প্রসিদ্ধি-থাকা-হেতু শ্রীউদ্ধবকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীউদ্ধবের দ্বারা অন্য সাধকের প্রতিই এই শিক্ষা জানিতে হইবে। অন্যান্য ভগবৎপার্ষদগণের সম্বন্ধেও এইরূপই সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। ভগবানের লীলাসঙ্গী নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিপথের সাধকসম্প্রদায়ের জন্য ঐরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীঅক্রূর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ ও শ্রীকৃষ্ণের পরমকৃপাপ্রাপ্ত। অথচ তিনি শতধন্বার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীসত্যভামার পিতৃচরণ শ্রীসত্রাজিৎকে বধ করিবার প্ররোচনা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে (১১৭ অনুচ্ছেদ) ইহার এইরূপ সমাধান করিয়াছেন,—**কচিচ্চ প্রকটলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকলোক-মিশ্রত্বাদ্ যথার্থমেব তদাদিকম্। যথা শতধন্ববধাদৌ।**—প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক

লোকের মিশ্রণহেতু কোন কোন স্থলে সাধারণ মনুষ্যের মত ব্যবহারাদি দৃষ্ট হয় (যেমন শতধন্বা-বধ প্রভৃতি) তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই ভগবদিচ্ছায় এই-রূপ ঘটিয়াছিল, জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের শেষে যাদবগণের পার্ষদধর্মের অন্যথাভাব দৃষ্ট হয়, যেমন মৈরেয় মধুপান করিয়া যাদবগণের বুদ্ধিভ্রংশ, পরস্পর কলহপর হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহত্যাগ ইত্যাদি। শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদে ইহা কিরূপে সম্ভবপর? ইহা ব্যতীত আরও অনেক ব্যাপার আছে, যাহা অতি প্রাকৃত অসদ্ব্যক্তিগণের নিন্দনীয়, অথচ যাদব-পাণ্ডবাদি কৃষ্ণপরিকরে তাহা দেখা যায়—এই সকলের সমাধান কি? শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১২৩ অনুচ্ছেদে) বলিতেছেন,—

"যশ্চৈষামেকাদশস্কন্ধান্তে তদন্যথাভাবঃ শ্রূয়তে, স তু শ্রীমদর্জুনপরাজয়-বিমোহপর্যন্তো মায়িক এব। তথাবচনঞ্চ ব্রহ্মশাপানিবর্ত্যতা-খ্যাপনায়ৈব গোব্রাহ্মণহিতাবতারিণা ভগবতা বিহিতমিতি জ্ঞেয়ম্। দৃশ্যতে চ কূর্মপুরাণে ব্যাসগীতায়াং বৃহদগ্নিপুরাণাদৌ চ সদাচার-প্রসঙ্গে পতিব্রতামাহাত্ম্যে রাবণ-হৃতায়াঃ সীতায়া মায়িকত্বং যথা তদ্বৎ।"

ভগবৎপরিকরগণে যে বিরুদ্ধ ধর্মসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা যথার্থ নহে। শ্রীঅর্জুনের পরাজয় ও মোহ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই ইন্দ্রজালের মত নিশ্চয়ই মায়িক, তাহা সত্য নহে। তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কেন ঐ সকল বর্ণিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন,—ব্রহ্মশাপের কখনও অন্যথা হয় না—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণই যাদবগণের মত্ততা, পরস্পর বিবাদাদির ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল যাদবগণের ব্যাপারে নহে, অন্যত্রও এইরূপ মায়াকল্পিত দৃষ্টান্তসমূহ দৃষ্ট হয়। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত সীতাহরণ সম্বন্ধে কূর্মপুরাণ ও বৃহদগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতা মায়াকল্পিতা। লঙ্কাবিজয়ের পর অগ্নিপরীক্ষায় যথার্থ সীতা উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। সীতা-হরণ-লীলা যেরূপ মায়িক, মৌষল-লীলায় যাদবগণের যাবতীয়

আচরণও তদ্রূপ মায়াকল্পিত। যেমন তারকাগণের সহিত চন্দ্রের কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না, তেমন যাদবগণের সহিতও শ্রীকৃষ্ণের কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না (ভা ১০। ৭০।:৮)। দুর্যোধনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন তিনি যাদবদিগকে নিজাবরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমহাভারতের উদ্যোগপর্বে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব পার্ষদগণের কাহারও পতন হইয়াছে বলিলে শ্রীভগবানেরই পতন কল্পনা করা হয়। গ্রহগণের যে কোন একটির বিচ্যুতি ঘটিলে গ্রহরাজেরও বিচ্যুতি ঘটে (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১২২ অনু)।

মৌষললীলা

মৌষললীলা যে মায়িক তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই (মন্মায়ারচিতামেতাং—ভাগবত ১১।৩০।৪৯, ১১।৩১।৬ ইত্যাদি) উক্ত হইয়াছে। যেমন ঐন্দ্রজালিক জীবন্ত ব্যক্তিকে লোকপ্রত্যক্ষদৃষ্টির সম্মুখে হত্যা ও অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় জীবন্ত দেহে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ মায়াকল্পিত। সাধারণ ঐন্দ্রজালিক যদি মায়া দেখাইতে পারে, তবে অনন্তব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদ্বিতীয় কারণ অবিচিন্ত্যমহাশক্তি-নিকেতন মায়াধীশ ভগবানের পক্ষে সেইরূপ মায়াময়ী লীলার বিস্তার আর আশ্চর্য কি? অতএব যাদবগণের নিধনাদি তাত্ত্বিকলীলানুগত নহে, তাহা মায়িক। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবতীর্ণ হন এবং পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণেরই সহিত প্রকৃতির অতীত নিজ নিত্যধামে গমন করেন। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১২০—১৩১ ও প্রীতিসন্দর্ভ ৫২)।

শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ যাদবগণ যদুকুলভূষণ ও মেদিনীর পরম রত্নালঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই (১১।১।৩) উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ নিজভুজবল-পরিরক্ষিত যাদবগণের দ্বারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ রাজসৈন্যগণের বিনাশ সাধন করাইয়াছিলেন, "ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য" ইত্যাদি। সুতরাং অন্যান্য রাজসৈন্যগণই ভার এবং যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্ববাহুদ্বারা চিররক্ষিত নিজজন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান-লীলা প্রকাশ করিলে যাদবগণ তাঁহার বিরহে অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে পৃথিবীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই যাদব-

গণকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন (ক্রম-সন্দর্ভ ১।১৫।২৬ ও ১১।১।৩)। যাদবগণ অধার্মিক ছিলেন, তাহাও নহে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতেই (১১।১।৮ ; ১০।৯০।৩৯, ৪৬ ইত্যাদি) যাদবগণের ব্রাহ্মণ-বৃদ্ধাদির প্রতি প্রচুর ভক্তি, কৃষ্ণের ন্যায় গুণশালিতা ও কৃষ্ণতন্ময়তাবশতঃ দেহ পর্যন্ত বিস্মৃতির কথা নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে। যাদবগণের সংখ্যার বাহুল্যে পৃথিবী ভারগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। কারণ পৃথিবীতে অনন্ত পর্বত-সমুদ্রাদি রহিয়াছে (ক্রমসন্দর্ভ ১১। ।১)। জননী যেরূপ ক্রোড়স্থ নিজ সন্তানের ভার, রমণী যেরূপ স্বদেহস্থ অলঙ্কারসমূহের ভার, বণিক্ যেরূপ মস্তকস্থিত নিজ ধন-রত্নের ভারকে ভার মনে না করিয়া সানন্দে বহন করে, সেইরূপ এই মেদিনীও পরমধার্মিক কৃষ্ণপার্ষদ যদুকুলের ভারকে ভার মনে না করিয়া সানন্দে তাঁহাদের সেবা করিয়াছে। পতিপ্রাণা রমণী পতির সন্তোষের জন্য বিশেষ উৎসবাদিতে বহুল পরিমাণে রত্নালঙ্কারাদি আভরণ-ভার অঙ্গে ধারণ করেন। অন্য সময় পতি সেই সকল আগন্তুক অধিক আভরণাদির ভার স্ত্রীর সুকুমার অঙ্গ হইতে অপসারিত করিয়া সর্বদা ব্যবহারোপযোগী অলঙ্কারাদি সংরক্ষণ করেন। সেইরূপ অংশাবতরণ-সময়ে নিত্য-পরিকর যাদবাদির মধ্যে যে সকল দেবাদির অংশ প্রবিষ্ট হইয়াছিল (ভা ১০।১।২২), তাঁহাদিগকেই স্ব-স্ব পদপ্রাপ্তি করাইবার উদ্দেশ্যে এক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দ্বারকা হইতে প্রভাসে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এই সকল দেবতাগণও রজস্তমোরহিত ছিলেন, তাঁহারাও পৃথিবীর বিরক্তিকর ভার ছিলেন না। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী রাজসৈন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩।১৪) শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক পৃথিবীর পক্ষে অসহনীয় ভাররূপে আরোপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ যাদবগণের যে ভার, তাহা বসুন্ধরার পরম কাম্য। (শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী ভা ১।১৫।২৫-২৬, ৩।৩।১৪ টীকা)।

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীছোট হরিদাসের দ্বারা লোকশিক্ষা

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীছোটহরিদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক লোকশিক্ষার্থ কঠোর দণ্ডলীলা যেরূপ বর্ণন (চৈ চ ৩।২।১১৩-১৪৭) করিয়াছেন, তদ্রূপ উক্ত

দণ্ডলীলার তাৎপর্যও জানাইয়াছেন,—"মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে? নিজভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম বুঝাইতে॥" "আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ। স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥ তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ। এক লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত॥" (ঐ ৩।২।১৪৩, ১৬৮-১৬৯)। শ্রীছোট হরিদাস যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ কীর্তনীয়া পার্ষদ তাহাও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—"বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস। দুই কীর্তনীয়া **রহে মহাপ্রভুর পাশ**॥" (ঐ ১।১০।১৪৭), শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপুর সেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীছোট হরিদাস প্রভুর ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপের পরিচয় শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (১৩৮ সংখ্যা) প্রদান করিয়াছেন,—'বৃন্দাবনে স্থিতৌ প্রাগ্ যৌ ভৃত্যৌ রক্তক-**পত্রকৌ**। **গৌরাঙ্গসেবকাব**ত্র হরিদাস-বৃহচ্ছিশূ॥ —পূর্বে (ব্রজলীলায়) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যে দুইজন নিত্যভৃত্য **রক্তক ও পত্রক,** তাঁহারাই দুইজন বর্তমানে (শ্রীনবদ্বীপ-লীলায়) শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনসেবক বৃহদ্ (বড়) হরিদাস [নামাচার্য-শ্রীহরিদাস নহেন] ও শিশু (ছোট) হরিদাস যথাক্রমে এই দুই নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে* নীলাচল-গমনকারী ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে ছোট শ্রীহরিদাসের কথা উক্ত হইয়াছে। "চলিলেন আনন্দে ঠাকুর হরিদাস। আর হরিদাস—যাঁর সিন্ধুকূলে বাস॥" এখনও সিন্ধুকূলে সাতাসনের মধ্যে শ্রীছোট হরিদাসের আসন (ভজন-স্থানটি) রহিয়াছে। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-সেবক শ্রীগোপীনাথ পূজারীগোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্য শ্রীদামোদরদাস গোস্বামীর পুত্র শ্রীহরিনাথ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরামনারায়ণ-মিশ্র শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের 'প্রভা' টীকায়—কনিষ্ঠ-শ্রীহরিদাসঃ **শ্রীহারকণ্ঠী** (৬৩ অনুঃ) এই বলিয়া ছোট শ্রীহরিদাসকে নির্দেশ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম "নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকায়" (১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ—পৌষ-সংখ্যায় শ্রীরাধাবিনোদ-দাসবাবাজী মহাশয় সম্পাদিত) 'স্বরূপবর্ণনে'

* অন্ত্য ৯ম শ্রীঅতুলকৃষ্ণগোস্বামি সং ও গৌড়ীয় মিশন সং ৩।৮।১৩

প্রাচীন পদে সুদেবীর যূথের মধ্যে ছোট হরিদাসকে গণনা করিয়া উক্ত হইয়াছে —পরায়ে কণ্ঠায় হার হারকণ্ঠী সখী। ছোট-হরিদাস বলি তাঁর নাম লিখি॥ (৩য় পৃষ্ঠা)। শ্রীরূপের শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণগণোদ্দেশে হারকণ্ঠী শ্রীসুদেবীর অষ্টসখী-গণের অন্যতমা বলিয়া কথিত। ছোট হরিদাস চৌষট্টি মহান্তের অন্যতম। তিনি শ্রীবাসুদেব ঘোষের গণভুক্ত। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তৎকৃত বৈষ্ণব-বন্দনায় গাহিয়াছেন,—গৌরপ্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস। মোরে দণ্ড করি কর অপরাধ নাশ॥ প্রাচীন নাম-সংকীর্তনের পদেও—"জয় জয় বড়-ছোট হরিদাস দাস গোবিন্দ।" ইত্যাদি পদ শ্রুত হয়। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুকার শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরপার্ষদগণের বন্দনার মধ্যে একসঙ্গে ছোট-বড় হরিদাসের বন্দনা করিয়াছেন,—আচার্য নন্দন, বুদ্ধিমন্ত খান, ছোট বড় হরিদাস। বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত, জগদীশ তার পাশ॥* সুতরাং শ্রীছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডলীলার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া সেই শ্রীগৌরপ্রিয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করিলে ভগবৎপার্ষদ-চরণে অপরাধ অনিবার্য। শূলপাণিসম ব্যক্তিরও ঐরূপ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি নাই। আচার্য বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তিও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইলে পরিত্যাজ্য বলিয়া শ্রীজীবপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—গুরুঃ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ২৩৮ অনু) সাধক ও সম্প্রাপ্তসিদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষকারীর পক্ষেই যখন এইরূপ মহাজন-সিদ্ধান্ত, তখন লীলাপরিকর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদের নিন্দা-বিদ্বেষাদি যে কিরূপ ভীষণ অপরাধজনক, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীরামচন্দ্রপুরী কি লীলাপরিকর?

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যেরূপ শ্রীছোট হরিদাস, শ্রীকালা কৃষ্ণদাস, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজগাই-মাধাই, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের সাধক-জীবোচিত আচরণের কথা বর্ণন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরপরিকর মধ্যেও গণনা যুগপৎ দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র

* শ্রীপদকল্পতরু মঙ্গলাচরণ ১৬ সংখ্যা, ১৩ পৃঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সং।

পুরীর সম্বন্ধে সেরূপ দৃষ্ট না হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র পুরীকে মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী বা পরিকর কিভাবে বলা যাইবে ?

ইহার উত্তরে বলা যায়, শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীকবিকর্ণপুরগোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুর-প্রমুখ মহাজনগণ যখন শ্রীরামচন্দ্র পুরীকে উভয়লীলা-(ব্রজ ও নবদ্বীপ) পরিকর-মধ্যে বর্ণনা ও বন্দনা করিয়াছেন, তখন তাহা সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তরূপেই গ্রহণীয়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধারলীলা মাত্র বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী চরিত বর্ণন করেন নাই। যিনি সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন, তিনি যে শ্রীগৌরলীলা-পরিকর ব্যতীত আর কেহ নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সেই গৌরলীলাসঙ্গীকে মহাপ্রভুর শাখার মধ্যে বর্ণনা কিংবা তাঁহার নামোল্লেখ না করিলেও অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদগণ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীকবি কর্ণপুর, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুর, শ্রীকবিবাজ গোস্বামীর শিষ্যবর শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামিপ্রমুখমহাজনগণের গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে (২।১৯।১০৫) দৃষ্ট হয়, শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে গমন করিয়া আজন্ম ধামবাসী, পরম-তপস্বী, মহাত্যাগী বেদান্তী জ্ঞানী ও বহু সদ্‌গুণে গুণী সন্ন্যাসিগণের মুখদর্শন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া শ্রীরামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া ছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রপুরীকে ঐ সকল অপরাধী সন্ন্যাসিগণের পর্যায়ে দর্শন করেন নাই; তাঁহাকে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও নিজ-জন-রূপেই স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারই লীলাশক্তি শ্রীরামচন্দ্রপুরীর দ্বারা মাৎসর্য-ব্যঞ্জক যে সকল অভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহা অপর জীবের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে—শ্রীজীবপাদের ভাষায় "তং লক্ষ্যীকৃত্য তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোঽয়ম্। * * * ততশ্চ জহৎস্বার্থলক্ষণয়া ত্বং তদীয়মার্গানুগতো ভক্তঃ।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৬ অনু)—লীলাসঙ্গী পার্ষদগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথের সাধক সম্প্রদায়ের জন্য ঐরূপ শিক্ষা।

পরিশিষ্ট

[২]

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায় শ্রীপ্রবোধানন্দ-শুদ্ধসরস্বতী

চিরপ্রচলিত প্রবাদ, কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইলে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে বিদিত হয়েন। শ্রীসরস্বতীপাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকায় শ্রীআনন্দী (১৬৪০ শকে = ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে)* এবং তৎপূর্বে শ্রীভগবৎমুদিত (১৭০৭ বিক্রম সংবতে = ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে)† শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীকৃত শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের (১৭শ শতকের) ব্রজভাষায় পদ্যানুবাদে কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীই যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে বিদিত হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করেন। অন্য-দিকে আধুনিক আর এক পক্ষ বলেন, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃব্য ও গুরুদেব পূর্বে মায়াবাদী ছিলেন, এরূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ কোন উল্লেখ নাই। অতএব প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ পৃথক্ ব্যক্তি।

মায়াবাদী প্রকাশানন্দ

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ৩য় ও ২০শ অধ্যায়ে) দৃষ্ট হয়, গৃহস্থলীলাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—
"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥"
শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলান্তে কাশীতে দুইমাসকাল অবস্থান-পূর্বক শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদানকালে প্রকাশানন্দকে মায়াবাদ হইতে মুক্ত করিয়া স্বচরণে বিশুদ্ধ ভক্তি-দানে কৃতার্থ করেন। ইহা প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীসনাতন হইতে

---

* শ্রীআনন্দীপাদ ১৬৪০ শকে = ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ রচনা সমাপ্ত করেন।

† শ্রীভগবৎমুদিত বা শ্রীভগবন্ত মুদিত ১৭০৭ বিক্রম সংবতে = ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্রমাসে শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীকৃত শ্রীবৃন্দাবন-শতকের (১৭শ) ব্রজভাষায় পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করেন।

শ্রুত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বিদিত হইয়াছিলেন। তাহাই তিনি শ্রীচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু প্রকাশানন্দই যে প্রবোধানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, ১৪৩১ শকের ফাল্গুনে সন্ন্যাস লীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে আগমন করেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে কৃপা করিয়া ১৪৩২ শকের বৈশাখে দক্ষিণযাত্রা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চাতুর্মাস্যকালে (আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বাদশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত) শ্রীরঙ্গমে পরমপণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণব তিরুমলয় ভট্টের গৃহে অবস্থান করেন (চৈ চ ২।১।১০৮)। দক্ষিণদেশে দুই বৎসর ভ্রমণের পর ১৪৩৪ শকের প্রথমভাগে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীরঙ্গমে তিরুমলয় বেঙ্কট-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের অবস্থানকালে তাঁহাদের পরমপণ্ডিত ভ্রাতা 'সরস্বতী' উপাধিক শ্রীপ্রবোধানন্দের তথায় অবস্থিতির কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। ইহা হইতে অনুমিত হয়, শ্রীপ্রবোধানন্দ তৎপূর্বেই কাশীতে গিয়া শঙ্করমতাবলম্বী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। গৃহে থাকা-কালে তাঁহার নাম প্রবোধানন্দ ছিল কি না, তাহাও প্রকৃষ্টভাবে নির্ণয় করা কঠিন। পরবর্তিকালীয় গ্রন্থাদির ঐতিহাসিক বিবরণ সতর্কতার সহিত স্বীকার্য। 'তিরুমলয়' 'বেঙ্কট' ইত্যাদি নাম—তৎপ্রদেশোচিত নাম কিন্তু 'প্রবোধানন্দ' সংস্কৃত নাম; উহার মধ্যে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনাও আছে। তবে গোপাল, গোপীনাথ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম ভগবন্নাম বলিয়া দক্ষিণ দেশে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। এজন্য গোপাল ভট্ট, বল্লভ ভট্ট, গোপীনাথ ভট্ট ইত্যাদি নামের প্রচলন দক্ষিণদেশে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট তৎপ্রদেশের ধর্মসম্প্রদায়ের অবস্থার কথা জ্ঞাপন করেন (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮ম অঙ্ক)। সার্বভৌম স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকৃপায় মায়াবাদ ও পাণ্ডিত্যাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীগৌরপ্রদত্ত প্রেমভক্তিতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কাশীবাসী মায়াবাদী অহঙ্কারী সন্ন্যাসিগণকে, বিশেষতঃ তাঁহাদের মূল পুরুষকে

মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্য সার্বভৌমের সমবেদনার ও উৎকণ্ঠার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কাশীতে গমন করেন। মহাপ্রভু স্বয়ং কাশীতে উপস্থিত হইলে পাছে মৎসর ও নিন্দক ব্যক্তিগণ প্রভুকে উদ্বিগ্ন করেন, এইরূপ বাৎসল্য প্রীতির বশবর্তী হইয়া সার্বভৌম স্বয়ংই প্রথমে কাশীতে গমন করেন[১] ॥ ইহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (১০।১৩) ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (২।১।১৪১) হইতে জানা যায়। ১৪৩৫ শকাব্দার স্নানযাত্রার পূর্বে গৌড়ীয়ভক্তগণকে লইয়া শ্রীশিবানন্দসেন যখন নীলাচলে গমন করিতে-ছিলেন, তখন পথে গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত কাশীগমনশীল সার্বভৌমের সাক্ষাৎকার হয়। (চৈ চ ২।১।১৪০)। সার্বভৌম ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসেন। ইহাও লীলাশক্তিরই পরিকল্পিত। কারণ "সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।" "আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥"—এই কার্য স্বয়ং মহাপ্রভুরই মহাবদান্যলীলার কার্য, ইহা লীলাশক্তি প্রমাণ করিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য ১৪৩৬ শকে (সন্ন্যাসলীলার পঞ্চম বৎসরে চৈ চ ২।১৬।৮৬) বিজয়া দশমীর দিন শ্রীসার্বভৌম ও শ্রীরামানন্দের নিকট শ্রীবৃন্দাবনগমনে সম্মতি প্রার্থনা করিয়া গৌড়মণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু রামকেলিতে গিয়া শ্রীসনাতনের অনুরোধে সে-বৎসর শ্রীবৃন্দাবন গমনের সংকল্প ত্যাগ করিয়া ১৪৩৭ শকের প্রথম ভাগে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। পুনরায় ১৪৩৭ শকের শরৎকালে বিজয়া দশমী দিন শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। পথে কাশীধামে শ্রীতপন মিশ্র ও তৎপুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে কৃপা করেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে শ্রীরূপকে দশ দিন যাবৎ শিক্ষা দান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তথা হইতে কাশীতে বিজয় করিয়া দুই মাস কাল যাবৎ শ্রীসনাতনকে শিক্ষাদান করেন এবং মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগুরু সশিষ্য প্রকাশানন্দকেও মায়াবাদ হইতে

১। প্রকাশানন্দ সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—ভাবুক। কেশবভারতী-শিষ্য লোকপ্রতারক ॥ চৈতন্য নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাঞা। সার্বভৌম ভট্টাচার্য—পণ্ডিত প্রবল। শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ (চৈ চ ২।১৭।১১৬-১৭, ১১৯)।

মুক্ত করিয়া শুদ্ধভক্তিমার্গে আনয়ন করেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাদ্ ভগবান্ বলিয়া বন্দনা করেন। (চৈ চ ২।২৫।৭৩) শ্রীচৈতন্যকৃপায় সমগ্র কাশীবাসী শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্তনে প্রমত্ত হয়েন। (শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা ৪। ।১৮, ৪।১৩।২০, চৈ চ ২।২৫।১৫৬-১৬০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।।

শ্রীপ্রকাশানন্দের উদ্ধারে মহারাষ্ট্রীয় এক বিপ্রের অত্যাগ্রহ, এমন কি নিজ-গৃহে সশিষ্য প্রকাশানন্দকে ও মহাপ্রভুকে বহু সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া আসিয়া পরস্পরের মিলন-সংঘটন এবং তথায়ই (নিজগৃহেই) শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক প্রকাশানন্দের চিত্ত পরিবর্তিত করণাদি ব্যাপার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা যদিও সমস্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও প্রেরণায়ই হইয়াছিল, তথাপি লৌকিক বিচারেও স্বপ্রদেশবাসী (দাক্ষিণাত্য) শ্রীপ্রকাশানন্দের জন্য শ্রীচৈতন্য-ভক্ত মহারাষ্ট্র বিপ্রের এইরূপ অযাচিতভাবে সহানুভূতি খুবই স্বাভাবিক।

নিত্যসিদ্ধ প্রবোধানন্দ ও কৃপাসিদ্ধ প্রকাশানন্দ কি এক?

শ্রীগোপালভট্টের পিতৃব্য শ্রীপ্রবোধানন্দ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও লীলা-শক্তির প্রেরণায় মহাপ্রভুর নিজ-জন শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায়ই মায়াবাদ আশ্রয়ের অভিনয় করিয়া মহাপ্রভুর অসমোর্ধ্ব মহাবদান্যতা-লীলারই বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন। লীলাপরিকরগণের মধ্যেও লীলাশক্তি-প্রেরণায় লীলা-পুষ্টির জন্য ঐরূপ আপাতপ্রতীয়মান প্রতিকূল ভাবাবেশের কথা শ্রীরূপের ও শ্রীজীবের উল্লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে (সং ভা ১।৭১৬ ইত্যাদি)। কাশীবাসী প্রকাশানন্দই যে প্রবোধানন্দ এবং তিনি কাশী হইতে পরে শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া বাস করেন ও তথায় শ্রীবৃন্দাবনশতকাদি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের সমসাময়িক শ্রীগোবিন্দসেবাধ্যক্ষ শ্রীহরি-দাসপণ্ডিতগোস্বামিপাদের শিক্ষা-শিষ্য বলিয়া হিন্দী ভক্তমালে[২] উল্লিখিত

২। নাভাদাসজী-কৃত হিন্দীভক্তমাল ১৯৮ ছপ্পয়, ৯০৩ পৃষ্ঠা (লক্ষ্ণৌ নবলকিশোর প্রেস ১৯১৩ খ্রীঃ ১ম সং)।

শ্রীভগবৎমুদিত (বা ভগবন্ত মুদিত) তাঁহার 'রসিকঅনন্যমাল' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবৎমুদিত (১৭০৭ সংবৎ=১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ চৈত্র মাসে) শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদকৃত শ্রীবৃন্দাবনশতকের (১৭শ শতক) ব্রজভাষায় পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করিয়াছেন। উক্ত পদ্যানুবাদের মঙ্গলাচরণে শ্রীগোবিন্দ-সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাসপণ্ডিতের শিক্ষাশিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়াছেন।[৩] হিন্দী ভক্তমালের 'কবিত্ব' নামক ভাষ্যে ও বার্তিক-প্রকাশে ভগবৎমুদিতকে (বা ভগবন্ত মুদিত) মাধব মুদিতের পুত্র এবং সুজার দেওয়ান ও শ্রীহরিদাস পণ্ডিতগোস্বামীর শিক্ষাশিষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[৪] রসিকঅনন্যমালের মঙ্গলাচরণেও শ্রীভগবৎমুদিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের বন্দনা করিয়াছেন,—"প্রণবৌ শ্রীচৈতন্যবর নিত্যানন্দস্বরূপ।" ইত্যাদি। ইনি শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ এবং শ্রীহরিদাসপণ্ডিতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিলেও শ্রীহরিবংশজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েন।[৫] এজন্য রসিক-অনন্যমালে শ্রীহরিবংশের পৃষ্ঠপোষক শ্রীপ্রবোধানন্দের চরিতের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।[৬] উক্ত রসিকঅনন্যমালে[৭] লিখিত আছে—

প্রবোধানন্দ হুতে সংন্যাসী, জাকে গুরু মত সূন্য উদাসী।
তুতিয় সরস্বতী সব দিশি জীতী, পণ্ডিত বড়ে, বড়ে অবিনীতী।
কাশী তৈ বৃন্দাবন আয়ে, এক মাস রহি অতি সুখ পায়ে ॥[৮]

৩। * শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জৈ জৈ বিহারী * * জৈতি জৈতি গোবিন্দচন্দ্র বৃন্দাবন-নায়ক। জৈ জৈ শ্রীহরিদাস-ভজনগুরু রসকে দায়ক। (মঙ্গলাচরণ শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত ব্রজভাষানুবাদ)।

৪। হিন্দী ভক্তমাল—৯০৩-৯০৪ পৃষ্ঠা (লক্ষ্ণৌ নবলকিশোর প্রেস, ১ম সং ১৯১৩ খ্রীঃ)।

৫। ভক্তকবি ব্যাসজী—বাসুদেবগোস্বামী, ২০০৯ সম্বৎ, মথুরা।

৬। শ্রীহিত হরিবংশ গোস্বামী—ললিতাচরণ গোস্বামী, বৃন্দাবন ২০১৪ সম্বৎ ২১ পৃঃ।

৭। শ্রীবৃন্দাবনের পুরাণ শহরে শ্রীহিতরাধাবল্লভীয় সাহিত্যরত্নাবলীর সম্পাদক শ্রীকিশোরী শরণ অলির নিকট রসিকঅনন্যমালের হস্তলিখিত একটি অনুলিপি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেখিয়াছিলাম। বহু চেষ্টা করিয়াও উহার একটি নকল পাওয়া যায় নাই। শ্রীপ্রবোধানন্দ সম্বন্ধে উক্তিগুলি লিখিয়া আনিয়াছিলাম—লেখক।

৮। শ্রীহিতহরিবংশগোস্বামী—শ্রীললিতাচরণগোস্বামিকৃত ৫৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

তাৎপর্য এই—শ্রীপ্রবোধানন্দ হইতেছেন, সেই সন্ন্যাসী যাঁহার গুরুর মত শূন্যবাদ (প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ) ও নিবৃত্তিমার্গ। ইনি পাণ্ডিত্যে দ্বিতীয় সরস্বতী, দিগ্‌বিজয়ী দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও অত্যন্ত অহঙ্কারী। ইনি কাশী হইতে বৃন্দাবনে আসেন এবং এক মাস বাস করিয়া অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

ইহার পর শ্রীপ্রবোধানন্দের ভক্তিময় চরিত ও শ্রীবৃন্দাবন-বাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপ্রবোধানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসি-দলপতিত্বের অহঙ্কার, পাণ্ডিত্যাভিমান, অত্যন্ত অবিনীত ভাব সমস্তই শ্রীচৈতন্যকৃপায় বিদূরিত হইয়াছিল এবং তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদেই শ্রীরাধা, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীবৃন্দাবনধাম-বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা শ্রীপ্রবোধানন্দকৃত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৭শ শতক) প্রথম চারিটি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্রজভাষানুবাদে শ্রীরাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের বহুমানিত রসিক-অনন্তমাল-গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে (১৭।২) বলিয়াছেন,—

তদ্ বৃন্দাবনমুন্মদেন রসিকদ্বন্দ্বেন কেনাপ্যহো
নিত্যক্রীড়তয়া গৃহীতমিহ কে বিদুর্ন গৌরাশ্রয়াঃ ॥

ভগবন্তমুদিত কৃত ব্রজভাষানুবাদ—

শ্রীবৃন্দাবন উন্মদ মদন রসিক-দ্বন্দ্ব ক্রীড়া মগন।
দুর্গম নহি জান্যৌ পরৈ বিনা আসরে গৌর তন ॥

বঙ্গানুবাদ—অহো! কোনও অনির্বাচ্যরসোন্মদ যুগলকিশোর এই শ্রীবৃন্দাবনকে নিত্যক্রীড়াভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—এই নিগূঢ়তত্ত্ব শ্রীগৌরাশ্রয়ী কাহারা না জানেন ?

তৎপরে শ্রীপ্রবোধানন্দ (১৭।৩) গাহিয়াছেন,—

গুণৈঃ সর্বৈর্হীনোঽপ্যহমখিল-জীবাধমতমোঽ-
প্যশেষৈর্দোষৈঃ স্বৈরপি চ বলিতোদুর্মতিরপি।

প্রসাদাদ্ যস্যৈবাবিদমহোহ রাধাং ব্রজপতেঃ
কুমারং শ্রীবৃন্দাবনমপি স গৌরো মম গতিঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবন্তমুদিত-কৃত ব্রজভাষায় পদ্যানুবাদ,—

সকল গুনহীন সব জীব মেঁ অধমতম বহুত
দোষন ভর্যো দুর্মতি সুঢ়েরী। হিয়ো অবরুদ্ধ হো শুদ্ধ
ভয়ো দয়াবল ময়াকৈ হরখি জব বুদ্ধি ফেরী ॥

শ্রীরাধিকাকন্ত রসবন্ত বৃন্দাবিপিন প্রীতিরস রীতি মৈঁ তবহি হেরী।
শ্রীগৌরবরচন্দ অরবিন্দ বৃন্দাবিপিন মুদিত ভগবন্ত সোই সুগতি মেরী ॥

ব্রজপদ্যানুবাদের বঙ্গানুবাদ,—অহো! আমি সকল গুণহীন ও সকল জীবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম বহু দোষে পূর্ণ এবং দুর্মতির সুবৃহৎ স্তূপস্বরূপ, শ্রীগৌরচন্দ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাবলে যখন আমার বুদ্ধি পরিবর্তন করিয়া দিলেন, তখন আমি শুদ্ধ হইলাম। বৃন্দাবনে রসবন্ত শ্রীরাধিকা-কান্তের প্রীতি-রস-রীতি বুঝিতে পারিলাম। সেই শ্রীগৌরই আমার গতি। ভগবন্তমুদিতেরও সেই শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রই গতি।

ভর্যো—পূর্ণ; সুঢ়েরী=বৃহৎ স্তূপ; হিয়ো—হৃদয়; অবরুদ্ধ হো=অবরুদ্ধ ছিল; শুদ্ধ ভয়ো=শুদ্ধ হইল; ময়াকৈ—আমার প্রতি; হরখি=দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রসন্ন হইয়া; জব বুদ্ধি ফেরী=যখন বুদ্ধির পরিবর্তন করিয়া দিলেন; তবহি হেরী=তখনই দেখিতে পাইলাম অর্থাৎ তখনই বুঝিতে পারিলাম।

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের মূল সংস্কৃত পদ্যের বঙ্গানুবাদ এই,—অহো! আমি সর্বগুণহীন, নিখিল জীবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, নিজের অশেষ দোষে পরিপূর্ণ ও মহাদুর্মতি হইলেও যাঁহার প্রসাদে শ্রীরাধা, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীগৌরই আমার একমাত্র গতি।

শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ এইরূপ সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের পূর্বজীবনের কথা দৈন্যভরে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়ই যে

তাঁহার বুদ্ধি পরিবর্তিত, শুদ্ধ ও ব্রজরসে পরিষিক্ত হইয়াছে, তাহা সরস্বতীপাদ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিরাছেন।

"শুদ্ধসরস্বতী"

এই স্থানে শ্রীসরস্বতীপাদের নিজের উক্তি ও ভগবন্তমুদিতের পদ্যানুবাদে **"শুদ্ধ ভয়ো"** ইত্যাদি বাক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সকল উক্তির সহিত শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনাকার শ্রীদেবকীনন্দনদাসের নিম্নলিখিত পদের আলোচনা করিলে সমস্ত তাৎপর্য পরিস্ফুট হইবে।

শুদ্ধসরস্বতী বন্দোঁ বড় **শুদ্ধমতি**।
মহাপ্রভুর পায়ে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি ॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী করিয়ে বন্দন।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন ॥ (৬৬-৬৭)

প্রাসঙ্গিক যাবতীয় ইতিহাস এবং শ্রীদেবকীনন্দনের সংস্কৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্ ইত্যাদির সহিত সঙ্গতি না করিয়া অনেকেই কেবল বাঙ্গালা বৈষ্ণব-বন্দনার উক্ত চারিটি চরণ পাঠ করিয়া শুদ্ধ সরস্বতী ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া স্থির করেন। অথচ শুদ্ধসরস্বতী নামক কোন ব্যক্তিই গৌরপরিকরগণের মধ্যে নাই—কোন প্রামাণিক গ্রন্থে ঐরূপ নাম নাই। **শুদ্ধসরস্বতী শব্দটি** প্রবোধানন্দ সরস্বতীরই বিশেষণ। ইহা শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীবৈষ্ণবাভিধানই প্রমাণ করিতেছেন **"শ্রীপ্রবোধানন্দ-শুদ্ধসরস্বতী"** (২৪)[৯]। বাঙ্গালা বৈষ্ণব-বন্দনায় ও সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধানে অন্যান্য বৈষ্ণবের সম্বন্ধেও এইরূপ বিবিধ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। (বৈষ্ণববন্দনা ৬৮, ৭৯, ৮২, ৮৫, ১০৩, ১০৭, ১১১, ১১৭, ১১৯, ১২৫, ১২৬, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধান ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৯, ৪১ ইত্যাদি)। প্রবোধানন্দ-

৯। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দিরস্থিত পুঁথি নং সংস্কৃত বিবিধ ৬১ এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়স্থ পুঁথিশালা ভক্তিগ্রন্থ পুঁথি নং ১৪০৪, ২৩৭২, ২৩৬৬ (B), ২৪৫১, (এই সকল হস্তলিখিত সম্পূর্ণ পুঁথিতে এইরূপই পাঠ আছে)।

সরস্বতীকে যেরূপ 'শুদ্ধসরস্বতী" বলা হইয়াছে (৬৬), তদ্রূপ পরবর্তি-পয়ারেই শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে 'সাক্ষাৎ-সরস্বতী' বলা হইয়াছে। সেই স্থানে যেরূপ শ্রীজগদানন্দ ও সাক্ষাৎ-সরস্বতী দুই ব্যক্তি নহেন, সেইরূপ শ্রীপ্রবোধানন্দ এবং শুদ্ধসরস্বতীও দুই জন পৃথক্ ব্যক্তি নহেন। কোন কোন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং গবেষক শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার (১৩৮) "বৃন্দাবনে স্থিতৌ প্রাগ্ যৌ ভৃত্যৌ রক্তক-পত্রকৌ। গৌরাঙ্গ-সেবকাবত্র হরিদাস-বৃহচ্ছিশূ॥"—এই স্থানে হরিদাসের ন্যায় 'বৃহচ্ছিশুকে' তন্নামক এক ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৃহৎ (বড়) হরিদাস এবং শিশু (ছোট) হরিদাস, ইহাই এ স্থানে বক্তব্য। 'বৃহচ্ছিশূ' দ্বিবচনান্ত পদটি দুইজন হরিদাসের বিশেষণ। শুদ্ধসরস্বতী শব্দটিও সেইরূপ প্রবোধানন্দের বিশেষণ, শুদ্ধসরস্বতী পৃথক্ ব্যক্তি নহেন। প্রবোধানন্দ শব্দটিও সেই ভাবের সমর্থক।

কেহ বলিতে পারেন, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার পূর্বোক্ত (৬৬ ও ৬৭) চারি চরণে দুই বার পৃথক্ ভাবে 'বন্দো' ও 'করিয়ে বন্দন' ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকায় পৃথক দুইটি কর্মের (দুই ব্যক্তির) বন্দনাই বুঝায়। কিন্তু শ্রীদেবকীনন্দনের সংস্কৃত বৈষ্ণবাভি-ধানের দ্বারা সেই ধারণা অপগত হয়। অথবা এস্থানে যথার্থ দুই ব্যক্তির বন্দনাই করা হইয়াছে। এক স্বরূপ হইলেন মায়াবাদমুক্ত (শুদ্ধসরস্বতী, বড় শুদ্ধমতি, বিশুদ্ধ-ভক্তিমান্ ৬৬) আর এক স্বরূপ হইলেন শ্রীগৌরোদগানসরস্বতী। যিনি (প্রকাশানন্দ) শ্রীচৈতন্যকৃপায় মায়াবাদমুক্ত পরমশুদ্ধমতি হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণে একান্ত বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ করিলেন, সেই ব্যক্তির বন্দনা কি সমসাময়িক শ্রীদেবকীনন্দন বর্জন করিতে পারেন? তিনি একই ব্যক্তির দুইটি মূর্তির বন্দনা দুইটি ক্রিয়া-প্রয়োগে অতি উল্লাসভরে করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন মহাজন প্রকাশানন্দ নামটিই উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহারাও শুদ্ধির পূর্ব প্রসঙ্গেই উক্ত নাম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীদেবকীনন্দনও প্রকাশানন্দ (মায়াবাদযুক্ত) নাম উচ্চারণ না করিয়া একই পয়ারে (৬৬) তিনবার 'শুদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেও

তৃপ্ত না হইয়া 'বিশুদ্ধভকতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যকৃপায় এইরূপ প্রবুদ্ধ হইয়াছেন যিনি, তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতী—'প্রবোধানন্দযতি-গৌরোদ্গানসরস্বতী' (গৌ গ ১৬৩)—শ্রীগৌরগুণগানে রত হইলে শ্রীদেবকী-নন্দন আর একবার বন্দনা করিয়াছেন। বন্দনার দ্বিত্বও তাৎপর্যপূর্ণ—'নমো নমঃ' শব্দের ন্যায়।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ তৎকৃত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৭।৮৯) শ্লোকে বলিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্ মহাশ্চর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্রান্।
কৃপামূর্তি-চৈতন্যদেবোপগীতান্ কদাহভ্যস্য বৃন্দাবনে স্যাং কৃতার্থঃ ॥

ব্রজভাষায় শ্রীভগবৎমুদিত কৃত পদ্যানুবাদ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ যহ নামকল্পতরু ভক্তিপুরন্দর।
মন্ত্রসিদ্ধ অভিরাম ভজনকো দয়াধুরন্ধর ॥
অতি আশ্চর্য অনূপ নবল নামাবলি পাই।
শ্রীমুখ শ্রীচৈতন্যদেব করুণানিধি গাই ॥
তাকো মন অভ্যাস করি রটন গহোঁগো রৈন দিন।
কব বৃন্দাবনকী কুঞ্জমেঁ সুপাউংগো আবরণ বিন ॥

ব্রজভাষাপদ্যানুবাদের বঙ্গানুবাদ এই—'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'—এই নামকল্পতরু এবং এই নামের কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি (ভক্তিপুরন্দর)। ইহার ভজনে আনন্দের অনুভব হয়। এই নাম পরম দয়ালু। করুণানিধি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখকীর্তিত অতি আশ্চর্য অনুপম এই মনোমুগ্ধকর শ্রেষ্ঠ নামাবলি পাইয়াছি। কবে আমি তাহা বৃন্দাবনের কুঞ্জে থাকিয়া নির্বিঘ্নে রাত্রিদিন মনে মনে অভ্যাস এবং জিহ্বায় কীর্তন করিয়া ধন্য হইব ?

মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ—কৃপামূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবের উপগীত 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি মহাশ্চর্য নামাবলিরূপ সিদ্ধ মহামন্ত্রকে (ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে) আবৃত্তি করিতে করিতে কবে শ্রীবৃন্দাবনে কৃতার্থ হইব ?

ইহা হইতেও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, শ্রীসরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদ্গীর্ণ-মহামন্ত্র লাভ করিয়া শ্রীগৌরানুগত্যেই শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা শ্রীসরস্বতীপাদ স্বজীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন।

কাশীতে প্রকাশানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যদেব যে আত্মদৈন্যচ্ছলে শ্রীঈশ্বর-পুরীপাদ-কর্তৃক কৃষ্ণ নাম-মহামন্ত্র উপদেশের কথা কীর্তন করিয়াছিলেন—"সর্বমন্ত্র সার নাম—এই শাস্ত্র মর্ম। * * কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।' ইত্যাদি (চৈ চ ১।৭।৭১-৯৭) এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভান্তে মায়াবাদমুক্ত শুদ্ধসরস্বতী যখন সেই শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করিয়া প্রভু-কৃপায় সদ্য সদ্য ব্রজপ্রেমে আপ্লুত হইলেন, তাহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন—"চৈতন্য গোসাঞি—'শ্রীকৃষ্ণ,' নির্ধারিল। সব কাশীবাসী করে নাম-সংকীর্তন। প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে নর্তন॥ (ঐ ২।২৫।১৫৩, ১৫৮)। শ্রীসরস্বতীপাদের এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীদেবকীনন্দনদাস ঠাকুর 'শুদ্ধসরস্বতী' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে শ্রীপ্রবোধানন্দ-শুদ্ধ সরস্বতীর নিম্নেই "গোপালভট্টকঃ" এই নামের উল্লেখ আছে। এই শুদ্ধসরস্বতীই শ্রীগোপালভট্টের পিতৃব্যচরণ ও শ্রীগুরুদেব। এতৎপূর্বেই উক্ত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে "শ্রীসনাতনঃ রূপো জীবঃ" এইরূপ ক্রমে নাম আছে। শ্রীসনাতনের শ্রীমন্ত্রশিষ্য শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীমন্ত্রশিষ্য শ্রীজীব। শ্রীজীব-পাদ যেরূপ পিতৃব্যচরণকে শ্রীমন্ত্রগুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন, শ্রীগোপালভট্টপাদও সেইরূপ পিতৃব্যচরণ হইতে শ্রীমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীদেবকীনন্দনদাসঠাকুরের প্রদত্ত এই 'শুদ্ধসরস্বতী পদটিতে বিচিত্র ব্যঞ্জনা[10] আছে। যে প্রকাশানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন 'শুনিয়াছি গৌড়-দেশের সন্ন্যাসী ভাবুক। কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥ * * * সার্বভৌম ভট্টাচার্য—পণ্ডিত প্রবল। শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥ সন্ন্যাসী—

১০। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীদেবকীনন্দনের রচিত পদটি স্মরণীয়—'এবে অস্ত্র না ধরিলা, কারু প্রাণে না মারিলা মনশুদ্ধি করিলা সভার।'

নাম-মাত্র, মহা ইন্দ্রজালী। কাশীপুরে না বিকাবে তাঁর ভাবকালি॥' (চৈ চ ২।১৭।১১৬, ১১৯-২০), সেই প্রকাশানন্দই মায়াবাদমুক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ হইবার পর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন,—"**কাশীবাসীনপি ন গণয়ে** * * * **মুক্তিঃ শুক্তী** ভবতি। * * যদি কৃপয়তে দেবদেবঃ স গৌরঃ (শ্রীচৈ চন্দ্রামৃত ২৯) **ধিগস্তু ব্রহ্মাহং** বদন্‌পরিফুল্লান্‌ জড়মতীন্‌ (ঐ ৩২) ধিক্‌ পরং **বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্‌**" (ঐ ৪৩)—পরম বিমল শ্রেষ্ঠ আশ্রম যে সন্ন্যাস তাহাতে ধিক্‌। **সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্‌** ইত্যাদি (ঐ ৪২)—শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাকটাক্ষ জীবের মোক্ষাদি পুরুষার্থসমূহকে বিবিধ বিকার দ্বারা অতীব অকিঞ্চিৎকর-রূপে প্রতিপন্নকারী প্রেমানন্দ প্রকট করেন। "**কোট্যদ্বৈতশিরোমণি**র্বিজয়তে শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ" (ঐ ১০৩) কোটি কোটি অদ্বৈতবাদিগণের উপাস্য নির্বিশেষব্রহ্ম-স্বরূপের আশ্রয়-শিরোমণি পরতত্ত্বসীমা শ্রীশ্রীশচীনন্দন সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। '**তাবদ্ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী** তাবন্ন **তিক্তীভবেৎ** * * শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ (ঐ ১৯)। যে কাল পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের প্রিয়জনের দর্শন না হয়, সে পর্যন্তই নির্বিশেষ ব্রহ্মবিচার, সাযুজ্যাদি-মুক্তিপদ তিক্ত বোধ হয় না। শ্রীপ্রবোধানন্দ আরও স্বীকার করিয়াছেন, উচ্চকীর্তন, নৃত্য, উৎসবাদিতে তাঁহার যে লজ্জা ছিল, লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ব্যবহারে নিষ্ঠা ছিল, অমিতপ্রভাব গৌর-চৌর তাহা সকলই অপহরণ করিয়াছেন। **গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ** কোঽপি মে তীব্রবীর্যঃ (ঐ ৬০)। শ্রীপ্রবোধানন্দের এই উক্তির সহিত প্রকাশানন্দের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি 'সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন-গায়ন। ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্তন। বেদান্ত-পঠন, ধ্যান—সন্ন্যাসীর ধর্ম। তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবুকের কর্ম (চৈ চ ১।৭।৬৮-৬৯) ইত্যাদি উক্তি তুলনীয়।

শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামী এই শুদ্ধসরস্বতীর নিত্যসিদ্ধস্বরূপের পরিচয় দান করিয়াছেন—'তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদা। সা প্রবোধানন্দযতি-**র্গৌরোদ্গানসরস্বতী**॥' (গৌ গ ১৬৩)। যিনি ব্রজের নিত্যসিদ্ধা তুঙ্গবিদ্যা

শ্রীরাধাপ্রিয়সখী, যিনি শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের পিতৃব্য ও শ্রীগুরুদেব, তাঁহার পূর্ব ইতিহাস শ্রীকবিকর্ণপুরাদি মহাজনগণ প্রদান করিতে বিরত হইয়াছেন এবং শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদও এজন্য পরবর্তী কথা আর কিছু কীর্তন করেন নাই। ইহা লোকমঙ্গলের জন্যই তাঁহারা করিয়াছেন। তথাপি প্রবাদ-পরম্পরায় ও অপর সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখকের উক্তির মধ্যে উহা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব-ইতিহাস-বিজড়িত 'প্রকাশানন্দ' নাম বৈষ্ণববৃন্দের অরোচক

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ বা প্রাচীন লীলালেখকগণ 'প্রকাশানন্দ' এই মায়াবাদ-গন্ধযুক্ত সন্ন্যাসের নামটি পরবর্তিকালে আর প্রকাশ করেন নাই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ স্বকৃত গোপাল-তাপনী-টীকার ('সুবোধিনী') উপসংহারে প্রবোধানন্দযতি-কৃত গোপাল-তাপনী টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। "বিশ্বেশ্বরক-জনার্দন-ভট্টাভ্যাং বৈদিকাগ্র্যাভ্যাম্। তদ্বৎ প্রবোধ-যতিনা লিখিতং রচিতমত্র তারতম্যেন॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে দ্বিতীয় শ্লোকেই "প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য গোপালভট্টঃ"—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় শ্রীপ্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট। ইহা সাক্ষাৎ ভট্টগোস্বামীর উক্তি হইতেই জানা যায়। শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদও দিগ্‌দর্শিনী টীকায় তাহা সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপাদের শিষ্যবর শ্রীমুকুন্দ গোস্বামী তৎকৃত অর্থ-রত্নাল্পদীপিকায় (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকায়—১।১।২) "প্রবোধানন্দ-সরস্বতীনাং যথা "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ম্। যো রাধাভাব-সংলুব্ধঃ স্বভাবং নিতরাং জহৌ"—এই ভাবে সরস্বতীপাদের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদের সমসাময়িক শ্রীগোবিন্দসেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাসপণ্ডিতগোস্বামীর (চৈ চ ১।৮।৫৪-৬৫) শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামী তৎকৃত দশশ্লোকী-ভাষ্যের প্রথমভাগে (৭ম অনুচ্ছেদে) বিদ্বদনুভব-প্রমাণের মধ্যে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের শ্লোকের পরেই শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের রচিত উপরি-উক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামী তৎকৃত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীসাধনদীপিকায়ও (৮ম কক্ষায়) শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের বন্দনায় বলিয়াছেন,—"শ্রীমৎপ্রবোধানন্দস্য ভ্রাতুষ্পুত্রং কৃপালয়ম্। শ্রীমদ্ গোপালভট্টং তং নৌমি শ্রীব্রজবাসিনম্॥" শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদের শিষ্যবর শ্রীগোপীনাথপূজারীগোস্বামীর ভ্রাতা ও শিষ্য শ্রীদামোদরদাসের প্রশিষ্য শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র গোস্বামী (প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্বে) শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের প্রভা-টীকায় শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীকে শ্রীগুণচূড়া (তুঙ্গবিদ্যার সখী) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব শ্রীপ্রবোধানন্দের নাম শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীদেবকীনন্দনদাসঠাকুর, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দগোস্বামী, শ্রীহরিদাসপণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর অন্বয়-ভুক্ত শ্রীরামনারায়ণ গোস্বামী, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ীর বিশুদ্ধরসদীপিকা-টীকাকার শ্রীকিশোরপ্রসাদ (১০।৩২।৪, ১০।৩৩।২৬ ইত্যাদি), শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ (স্তবমালা-টীকা ৩।৩ শ্রীচৈতন্যাষ্টক) প্রমুখ আচার্যগণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রজভাষার হিন্দুস্থানী কবিগণের মধ্যে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের সমসাময়িক শ্রীহরিরাম ব্যাস, তৎপরে শ্রীনাভাজী, শ্রীভগবন্তমুদিত এবং সংস্কৃত টীকাচার্যগণের মধ্যে শ্রীআনন্দী মহাশয় শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত চরিত বর্ণন করিয়াছেন। কেহই প্রকাশানন্দের নাম করেন নাই, কারণ সেই নামটি মায়াবাদ-সন্ন্যাসের নাম, এজন্য বৈষ্ণবকবিগণ সকলেই প্রবোধানন্দ নামই করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থলীলাকালে মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন, তিনি কিরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শ্রীরঙ্গমে বিজয়কালে শ্রীব্যেঙ্কট-তিরুমলয়-ভ্রাতা শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীরূপে গৃহে অবস্থান করিবেন এবং তৎপরেই বা শ্রীচৈতন্যদেবের কাশীগমনকালে পুনরায় মায়াবাদী প্রকাশানন্দ হইবেন?

এই স্থানে বক্তব্য এই, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামটিকে শ্রীরামানুজীয়

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর নামরূপে অনুমান বা কল্পনা করায় এইরূপ বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাসীর নামের ন্যায় শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের আনন্দযুক্ত সরস্বতী, ভারতী, পুরী ইত্যাদি নাম হইবার ইতিহাস দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রীপ্রবোধানন্দ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে অবস্থান করেন নাই এবং তিনি 'সরস্বতী' নামযুক্ত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীও ছিলেন না।

সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের নামের উল্লেখ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রায়ই পূর্বনাম প্রচারিত হয় না। এজন্য প্রাচীন লেখকগণের দ্বারা প্রকাশানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম উল্লিখিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্য-ভট্ট সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী 'পরম পণ্ডিত' (চৈ চ ২।১।১০৯) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করায় তৎপরিবারস্থ প্রকাশানন্দের পূর্বাশ্রমের নামের সহিত 'সরস্বতী' উপপদটি থাকাও অসম্ভব নহে। যথা, "পিতৃব্য কৃপায় সর্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্॥ কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি। সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী॥" (শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।১৪৮-৪৯)। অথবা তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করায় দশনামীর একতম সরস্বতী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থলীলাকালেই শ্রীপ্রবোধানন্দ কাশীতে আসিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং প্রকাশানন্দ নামে খ্যাত হয়েন। এজন্যই শ্রীরঙ্গমে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের সাক্ষাৎকারের কথা কোনও প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। তখন শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট, শ্রীতিরুমলয় ভট্টের উপস্থিতির কথাই (চৈ চ ২।১।১০৮-১১০ ; ২।৯।৭৯-৮৩) পাওয়া যায়। আর দাক্ষিণাত্য-ভট্ট শ্রীগোপালের পিতৃব্য যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, ইহাও প্রাচীন শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায় (সাধনদীপিকা ৮ম কক্ষা)।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থলীলায় যে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের মায়াবাদ-মগ্নতার জন্য আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই সন্ন্যাস-লীলার পর কাশীতে গিয়া উদ্ধার করেন। কারণ "সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী' (চৈ চ ১।৭। ৩৯)। সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিজজনকে মায়াবাদ হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধসরস্বতী-

রূপে প্রকাশ করেন। ইহা কেবল মহাপ্রভুর লোকশিক্ষা-লীলা। যেরূপ তিনি নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন শ্রীশ্রীরূপসনাতন ও শ্রীরামানন্দ রায়কে বিধর্মী ও বিষয়ীর সঙ্গ হইতে, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে মায়াবাদ ও পাণ্ডিত্যাদি অহঙ্কার হইতে উদ্ধারের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে প্রবুদ্ধ সরস্বতী-পাদ বৈষ্ণবসমাজে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামেই খ্যাত হয়েন[১১] এবং শ্রীগৌরাদেশে শ্রীধামবৃন্দাবনে আগমন করেন। শ্রীগোপাল ভট্টও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীষ্টানুসারে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতনের বন্ধুরূপে অবস্থান করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে "প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য" বলায় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভের পরই শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীগোপালভট্টকে দীক্ষা দান করেন জানা যায়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ, শ্রীগোপালভট্ট ও শিষ্যোপশিষ্য-সম্প্রদায়

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের তিন জন প্রসিদ্ধ শিষ্যের কথা জানা যায়; তন্মধ্যে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভু গৌড়দেশবাসী এবং শ্রীহরিবংশগোস্বামিজী ও শ্রীগোপীনাথগোস্বামিজী উত্তর প্রদেশের হরিদ্বারের নিকটবর্তী দেববনগ্রামবাসী ছিলেন। প্রাচীন বৃত্তান্তাদি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীহরিবংশজী শ্রীএকাদশী ব্রতের নিয়ম পালনে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করায়[১২]

১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-টীকাকার শ্রীআনন্দী (১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে শীপ্রবোধ-টীকাকার) প্রকাশানন্দই প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত হয়েন, ইহা প্রাচীন শ্রৌতপ্রমাণ হইতেই উল্লেখ করিয়াছেন (শ্রীচন্দ্রামৃতটীকা-উপক্রম দ্রষ্টব্য)। শ্রীলালদাসও তৎকৃত ভক্তমালে লিখিয়াছেন, "প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তার ছিল। প্রভুহ প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল॥" (ভক্তমাল ২২শ মালা ৩৫৮ পৃঃ বলাইচাঁদগোস্বামী-সং ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)।

১২। (ক) সর্বস্ব মহাপ্রসাদ প্রসিধতাকে অধিকারী। বিধিনিষেধ নহি", দাস অনন্য উৎকট ব্রতধারী—৯০ তম ছপ্পয় ৫৭৯ পৃষ্ঠা, হিন্দীভক্তমাল, লক্ষ্ণৌ, নবলকিশোর প্রেস ১৯১৩ খ্রী। (খ) বাঙ্গালা ভক্তমালকার শ্রীলালদাস শ্রীগোপালভট্ট-শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পঞ্চম অধস্তন বলিয়া কথিত। সেই সূত্রে শ্রীলালদাস শ্রীহরিবংশগোস্বামীর চরিত্রে এই কথা তৎকৃত শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিখিয়াছেন (৩১৯ পৃষ্ঠশ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামি-সং ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)। (গ) পুলিনবিহারী দত্ত কৃত বৃন্দাবনকথা ১৩৭ পৃষ্ঠা, ১৯২০ খ্রী ইত্যাদি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীষট্‌সন্দর্ভসূত্র-সমাহর্তা আচার্যবর্য শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদের অপ্রীতি-ভাজন হয়েন।[১৩] পুত্রের কোন বিষয়ে স্বতন্ত্রতা দেখিয়া পিতা বিরূপ হইলে, কোন কোন সময় পিতামহ পৌত্রকে স্নেহপ্রশ্রয় দান করিয়া পিতৃপথে আনয়নার্থ কৌশল বিস্তার করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দপাদও প্রশিষ্য[১৪] শ্রীহরিবংশজীর প্রতি সেইরূপ কতকটা স্নেহ-প্রশ্রয় দান করেন। ইহাও খুবই স্বাভাবিক যে একমাত্র ভট্টগোস্বামিপাদের সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেব ও পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই স্বতন্ত্রতাচরণকারীর প্রতি সমবেদনা-প্রকাশে সাহসী বা উৎসাহী হইতে পারেন না। সুতরাং শ্রীপ্রবোধানন্দপাদই 'নাতিচেলা'কে নানাভাবে লালন করিতে লাগিলেন। এমন কি চিরপ্রচলিত প্রবাদ, মহাকবি সরস্বতীপাদ স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি নামক একটি স্তোত্রকাব্য স্বয়ং রচনা করিয়া প্রশিষ্যকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহা শ্রীহরিবংশজীর নাম দিয়া প্রচার করিলেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দপাদকৃত শ্রীরাধারসসুধানিধি

প্রাচীন পরম্পরাগত শ্রুতি হইতে জানা যায়, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি স্তোত্রকাব্যটি শ্রীবৃন্দাবনে রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরবন্দনাযুক্ত যে শ্লোকটি রচনা করেন, সেই পুঁথিটি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদকে প্রদান করেন এবং উহা প্রচার করিতে নিষেধ করেন। আর একটি পুঁথির অনুলিপি করাইয়া তাহা শ্রীহরিবংশজীকে প্রদান করেন এবং তাহাকে উৎসাহদানার্থ উক্ত গ্রন্থের পুষ্পিকায় শ্রীহরিবংশের নামই প্রচার

১৩। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীএকাদশী-ব্রতের নিত্যতা এবং শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৯৯ অনু) মহাপ্রসাদান্ন ত্যাগ করিয়াও শ্রীলক্ষ্মীদেবীপ্রমুখ নিখিল ভগবদ্ভক্তের অবশ্য পালনীয় ব্রতরূপে শ্রীএকাদশী ব্রত নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শ্রীএকাদশী ও শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি শ্রীহরিতোষণ-ব্রতদিবসেও অন্ন-তাম্বূলাদি 'প্রসাদ' বলিয়া গ্রহণ করেন।

১৪। **Originally he (Harivansa) had belonged to the Madhvacharya Sampradaya and from them his doctrine and ritual were professedly derived—Grouse's Mathura (2nd edition 1880, P 186)**

করেন। এজন্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের অন্ববায়ে যে সকল প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি ও অনুলিপি পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত বন্দনা আছে,[১৫] আর শ্রীহরিবংশ-সম্প্রদায়ের দ্বারা যে সকল অনুলিপি প্রচারিত বা প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে উক্ত শ্লোক নাই এবং তাহা শ্রীহরিবংশজীর রচিত বলিয়াই সমধিকভাবে বিদিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ উক্ত গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ অসংখ্য প্রমাণ ও ঐতিহ্যপরম্পরা হইতে শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থ স্বয়ং শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদেরই রচিত, তাহা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। প্রাচীন ও আধুনিক কালে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 'যো হি গ্রন্থং কৃত্বা অন্যস্য নাম লিখতি স হি প্রীত্যা যথা বিদ্যারণ্যৈর্বেদভাষ্যে মাধবনাম, ধনাদিলোভেন বা যথা বোপদেবেন হেমাদ্রের্নাম। (রামাশ্রম-কৃত দুর্জনমুখচপেটিকা)[১৬]—প্রীতি, স্নেহ, আত্মগোপন, দৈন্য, অর্থপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রাচীনকাল হইতেই বহু প্রখ্যাত মহাজন, আচার্য, মহাকবি, পণ্ডিত অপরের নামে বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিয়া দিয়াছেন। যেমন, স্নেহপ্রীতির বশবর্তী হইয়া বিদ্যারণ্য স্বকৃত বেদ-ভাষ্য ভ্রাতা মাধবের নামে, ধনপ্রাপ্তির জন্য পণ্ডিতপ্রবর বোপদেব স্বকৃত মুক্তাফল, চতুর্বর্গচিন্তামণি, প্রণবকল্প ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ দেবগিরির রাজমন্ত্রী হেমাদ্রির নামে, আলঙ্কারিক চিত্তপ স্বকৃত শৃঙ্গার-প্রকাশাদি রসগ্রন্থ ভোজরাজের নামে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস যে শ্রীসনাতনের (মঙ্গলাচরণের শ্লোকাদি কয়েকটি ব্যতীত) রচিত, তাহা অন্তরঙ্গ শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ তৎকৃত শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশ না করিলে উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ

১৫। (ক) শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীবনমালি লালগোস্বামী প্রভুর গ্রন্থাগারস্থ করলিপি; (খ) ঐ শ্রীঅদ্বৈতচরণগোস্বামী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত করলিপি; (গ) এলাটি শ্রীমধুসূদন তত্ত্বাচস্পতি পরিদৃষ্ট হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি; (ঘ) শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীঠাকুরের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি। ইত্যাদি।

১৬। Vide P. K. Gode, Ramasrama, the author of Duryana-mukha-capetika—Pracyavani, January 1944.

ও পুষ্পিকা দেখিয়া কোন গবেষকই নির্ধারণ করিতে পারিতেন না।[১৭] শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীরামচরিত কাব্য রচনা করিয়া বৈষ্ণবরাজ হরিনারায়ণের নামে প্রচার করেন এবং শ্রীসঙ্গীত-মাধব নাটক রচনা করিয়া শ্রীনরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের পিতৃব্য-ভ্রাতা ও শিষ্যবর শ্রীসন্তোষ দত্তকে প্রদান করেন। শ্রীসন্তোষ স্বনামাঙ্কিত করিয়া উক্ত নাটক প্রচার করেন। (শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৪৪৫-৪৭২)।

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ কেবল যে শ্রীহরিবংশজীর নামে শ্রীরাধারস-সুধানিধি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি শ্রীহরিবংশজীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীর কর্ণানন্দের (১৬৩৫ সম্বৎ=১৫৭৮ খ্রীঃ) সংস্কৃত টীকার আরম্ভ ও উহার পূর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন—

কর্ণানন্দাভিধো গ্রন্থঃ কৃষ্ণদাসেন নির্মিতঃ।
তট্টীকা চ তদারব্ধা শ্রীপ্রবোধেন পূরিতা ॥[১৮]

শ্রীসরস্বতীপাদ সুদীর্ঘকাল শ্রীধামবৃন্দাবনে প্রকট ছিলেন। শ্রীগৌরহরির অকপট লীলার পর তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে না পাইয়া যে শোচক গান করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোকে (১৩৭-১৪০) ব্যক্ত রহিয়াছে। শ্রীধামবৃন্দাবনেও শ্রীচৈতন্যদেবের অভাবে খেদ করিয়া বলিয়াছেন (বৃন্দাবনমহিমামৃত ৪।২৯/ও ৫।১০০) 'দূরে চৈতন্যচরণাঃ কলিরাবিরভূন্মহা'ন্—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দূরে বর্তমান আছেন, (অপ্রকট-লীলা করিয়াছেন) মহাকলিও আবির্ভূত হইয়াছে ইত্যাদি। শ্রীবৃন্দাবনে বাসকালেও তিনি হৃদয়ে শ্রীগৌর-

---

১৭। অথাগ্রজকৃতেষ্বগ্র্যং শ্রীলভাগবতামৃতম্। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী ॥ লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী ॥ —(সং তোঃ উপসংহার) গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন ॥ (শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।১৯৮)।

১৮। শ্রীললিতাচরণ গোস্বামী বি. এ. এল্-এল্-বি-কৃত শ্রীহিত-হরিবংশ গোস্বামী বৃন্দাবন; সংবৎ ২০১৪, ৫৫৮ পৃঃ।

হরির স্ফূর্তি সর্বক্ষণ আরাধনা করিতেন (শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত ১৭।৪)—

শ্রীবৃন্দাবনকেলিরঙ্গসহজং সৌন্দর্য্য-শোভা-বয়ো
বৈদগ্ধ্যাদি-চমৎকৃতেঃ পরভরং বিশ্রান্তি ধামাহদ্ভুতম্
তন্মে মোহনদিব্যনাগরবরদ্বন্দ্বং মিথো জীবনং
গৌরশ্যামলমুজ্জ্বলোন্মদরসাবিষ্টং হৃদি স্ফূর্জ্জতু ॥

শ্রীবৃন্দাবনে সহজকেলিরঙ্গপরায়ণ, সৌন্দর্য-শোভা-বয়স-বৈদগ্ধ্যাদি চমৎকারিতার পরম বিশ্রামালয়, পরস্পর পরস্পরের জীবনস্বরূপ, উজ্জ্বল উন্মাদ-রসে আবিষ্টচিত্ত, শ্রীগৌরশ্যামল পরমমোহন দিব্যনাগরবরযুগল আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিত-তনু শ্রীগৌরহরির স্ফূর্তিই শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীধামবৃন্দাবনে কালিয়দহে শ্রীসরস্বতীপাদের সমাধিপীঠ বর্তমান। তাহা শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের দ্বারাই নিত্য সেবিত হইতেছেন এবং সেই সময় হইতে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণেরই অধিকারভুক্ত আছেন।

শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীপ্রবোধানন্দের স্বীয় প্রশিষ্য শ্রীহরিবংশজীর ও তাঁহার বংশীয়গণের প্রতি যে বিশেষ সহানুভূতি ছিল, ইহা নানাভাবে জানা যায়। শ্রীহরিবংশজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবনচন্দ্রজীর কন্যা শ্রীকিশোরীজীর বংশীয় পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রলাল গোস্বামীজীও শ্রীপ্রবোধানন্দকৃত শ্রীবৃন্দাবনশতকের পাঁচটি শতকের ব্রজভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনটি শতকের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা আছে।[১৯] পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রলাল ব্রজভাষায় পদ্যানুবাদকালে উক্ত বন্দনা-শ্লোকসমূহকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

শ্রীপ্রবোধানন্দের কবি-খ্যাতি শ্রীধামবৃন্দাবনে সুপ্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীপ্রবোধানন্দ সংস্কৃতকাব্যের রচয়িতা মহাকবি, পক্ষান্তরে শ্রীহরিবংশজীর সংস্কৃত ভাষায় কবিত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে ব্রজভাষায় রচিত স্ফুটবাণী (২৬টি বা ২৭টি পদ) ও চৌরাশীজী (৮৪টি পদ) মাত্র দৃষ্ট হয়। তাঁহার নামে আরোপিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে

১৯। শ্রীললিতাচরণ গোস্বামিকৃত শ্রীহিতহরিবংশ গোস্বামী ৫৬৯ পৃঃ।

শ্রীযমুনাষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহারও প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পক্ষান্তরে শ্রীসরস্বতীপাদের রচিত বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য, মহাকাব্য, টীকাদি বিদ্বৎসমাজে সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং শ্রীহরিবংশের সাক্ষাৎ শিষ্য ও অনুগতমণ্ডলী সম্মিলিত-কণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপসনাতনের সমসাময়িক এবং শ্রীহরিবংশজীর অনুগত শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তকবি শ্রীহরিরামব্যাস তৎকৃত একটি পদে বলিয়াছেন,—

প্রবোধানন্দ সে কবি থোরে।
জিন রাধাবল্লভকী লীলারস মেঁ সব রস ঘোরে।
কেবল প্রেমবিলাস আস করি, ভববন্ধন দৃঢ় তোরে॥
সহজ মাধুরী বচননি, রসিক অনন্যনি কে চিত চোরে॥
পাবন রূপ-নাম-গুণ উর ধরি, বিষৈ-বিকার জু মোরো॥[২০]

ইত্যাদি।

শ্রীরাধারসসুধানিধিকারের অন্তরঙ্গ প্রমাণাবলী

শ্রীহরিবংশ-সম্প্রদায়ের লেখকগণ বলেন, শ্রীহরিবংশজী বাদগ্রামে ছয় মাস বয়সে দোলায় শায়িত অবস্থায় 'রাধাসুধানিধি' গান করিয়াছিলেন।[২১] ইহাতে 'রাধাসুধানিধি' যে 'রাধারসসুধানিধি' গ্রন্থ নহে, স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। কারণ উক্তগ্রন্থের উপসংহার-শ্লোকে রসসুধানিধি (২৭১) ও রাধারসসুধানিধি (২৭২) নামই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরাধারসসুধানিধিকার গ্রন্থের বহু স্থানেই শ্রীবৃন্দাবনের বিচিত্র শোভা বর্ণন করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থ রচনাকালে বৃন্দাবন-বাসিগণের দর্শন লাভ করায় তাঁহাদের প্রতি তাঁহার আরাধ্যবুদ্ধির উদয় ও

২০। ভক্তকবি ব্যাসজী (হিন্দী) ১৯৫ পৃঃ প্রভুদয়াল মীতল-সম্পাদিত, অগ্রবাল প্রেস, মথুরা ২০০৯ সংবৎ।

২১। কেবল ছঃ মাস কী হী অবস্থা মে আপনে পলনে পর পৌঢ়ে হুএ 'শ্রীরাধা-সুধা-নিধি' শ্রীস্তবকা গান কিয়া, জিসে আপকে তাউ শ্রীনৃসিংহশ্রমজী নে লিপিবদ্ধ কিয়া—শ্রীহিতদাস-সম্পাদিত হিন্দী ভাষায় শ্রীরাধাসুধানিধির ভূমিকার অন্তর্গত জীবনচরিত ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (বিলাস-পুর ১৯৫০ খ্রী, ১ম সং)।

গ্রন্থ রচনার প্রেরণা লাভ হইয়াছে, ইহাও উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, শ্রীরাধারসসুধানিধি বাদগ্রামে দোলায় শায়িত ছয় মাসের শিশুর গান নহে। ইহা শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত-লেখক, শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্তজ্ঞ, দর্শন-অলঙ্কার-কাব্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে পরম প্রবীণ মহাকবি ও পণ্ডিতের পরিপক্ব-লেখনীপ্রসূত স্তোত্রকাব্য। যথা,—

সদ্‌যোগীন্দ্রসুদৃশ্যসান্দ্ররসদানন্দৈকসন্মূর্তয়ঃ
সর্বেপ্যদ্ভুত-সন্মহিম্নি মধুরে বৃন্দাবনে সংগতাঃ।
যে ক্রূরা অপি পাপিনো ন চ সতাং সম্ভাষ্যদৃশ্যাশ্চ যে
সর্বান্ বস্তুতয়া নিরীক্ষ্য পরমস্বারাধ্যবুদ্ধির্মম ॥২২

আশ্চর্যময় নিত্য মহিমাশীল মধুর বৃন্দাবনে মিলিত সকলেই সাধুনিষ্ঠ যোগী-গণের সুদৃশ্য, গাঢ় আনন্দাস্বাদনপ্রদ এবং একমাত্র আনন্দের শোভনবিগ্রহ। এমন কি, যাহারা নৃশংস, পাপপরায়ণ, সাধুগণের সম্ভাষণ ও দর্শনের অযোগ্য তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া আমার বাস্তবিক পরমসুখারাধ্য বুদ্ধির উদয় হইতেছে।

বলা বাহুল্য, বাদগ্রামে দোলায় শায়িত ছয় মাসের শিশু এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের লেখক শ্রীপ্রবোধানন্দই যে শ্রীরাধারস-সুধানিধিকার তাহা সুধানিধির উপসংহারে "বৃন্দাবন-দুষ্প্রবেশমহিমাশ্চর্যং হৃদি স্ফুর্জ্জতু" (সুধানিধি ২৬৫, বেঙ্কটেশ্বর) ও শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৭।৪) "গৌরশ্যামলমুজ্জ্বলোন্মদরসাবিষ্টং হৃদি স্ফুর্জ্জতু" বাক্যের ভাব ও ভাষাদির সহিত তুলনা করিলে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই অবধারণ করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে (৯৮) শ্রীসরস্বতীপাদ যেমন "ধ্যায়ন্তো গিরিকন্দরেষু বহবো ব্রহ্মানুভূয়াসতে * * * কো বা গৌরকৃপাং বিনাদ্য জগতি প্রেমোন্মদো নৃত্যতি" বলিয়াছেন, তদ্রূপ তৎকৃত শ্রীরাধারসসুধানিধিতেও (১৪৭, মুম্বই সং) "ব্রহ্মানন্দৈকবাদাঃ কতিচন ভগবদ্বন্দনানন্দমত্তাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত

২২। 'রাধাসুধানিধি-স্তোত্রম্'—২৬৪ শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস-সং ১৮২৯ শক।

করিয়াছেন। এই শ্লোকদ্বয়ের সমাশয়ের দ্বারা যেরূপ একই ব্যক্তির উভয় গ্রন্থ রচনা প্রমাণিত হয়, তদ্রূপ উভয় গ্রন্থের শ্লোকে "ব্রহ্মানুভব" "ব্রহ্মানন্দৈকবাদী" শব্দের দ্বারা সরস্বতীপাদের পূর্বজীবনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

"শ্রীরাধাপদনখজ্যোতিঃ" শব্দটি শ্রীসরস্বতীপাদের বড় প্রিয় শব্দ। তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে (৬৮) যেরূপ '**শ্রীরাধাপদনখমণিজ্যোতিরু**দগাৎ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্রূপ স্বকৃত শ্রীরাধারসসুধানিধিতেও বহু স্থানে (১৩৬ ঐ) **যস্যাঃ স্ফূর্জ্জৎ পদনখমণিজ্যোতিঃ**; (১৪৭) '**তৎপাদা**ম্ভোজ-রাজ**ন্নখমণি-বিলসজ্জ্যোতিঃ**'; (২৬৮) "**বৃষভানুজাপদনখজ্যোতিঃ**" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীসরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে (১২৯) শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"**নববল্লবীরসনিধে**রাবেশয়ন্তী জগৎ"—নববল্লবীর (শ্রীরাধার) রসনিধির যে মাধুর্যে শ্রীচৈতন্য জগৎকে আবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীসরস্বতীপাদ শ্রীরাধারসসুধানিধিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীসরস্বতীপাদ যেরূপ শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে (১৫।৭৫) 'রাধেত্যেবং **জপতদ-নিশং** সার্থসংস্মৃত্যনাম্নঃ', শ্রীরাসপ্রবন্ধে (৯৭) "রাধা রাধেত্যবির**তজাপঃ** প্রাটতি" ইত্যাদি উক্তি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধা নাম জপের আদর্শ বর্ণন করিয়া সেই রাধা নামে রতি প্রার্থনা করিয়াছেন, তেমনি শ্রীরাধারসসুধা-নিধিতেও (৯৪ ঐ) "য**জ্জাপঃ** সকৃদেব গোকুলপতেঃ * * **যন্নামাঙ্কিতমন্ত্র-জাপন**পরঃ প্রীত্যা স্বয়ং মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি তদদ্ভুতং স্ফুরতু মে রাধেতি বর্ণদ্বয়ম্॥" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গৃহীত রাধা নামের রসনায় স্ফূর্তি প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের শ্রীভগবৎমুদিত ও শ্রীচন্দ্রলাল গোস্বামীজী প্রভৃতি লেখকগণের দ্বারা শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদকৃত বলিয়া একবাক্যে স্বীকৃত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের (১৭।৮৯) "হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্ * * কদাঽভ্যস্ত বৃন্দাবনে স্যাং কৃতার্থঃ" শ্লোকের ঠিক অনুরূপ শ্লোকই শ্রীরাধারসসুধানিধিতে (৫৪) দৃষ্ট হয় "অতিস্নেহাদুচ্চৈরপি চ হরিনামানি গৃণতঃ * * * পরানন্দং

বৃন্দাবনমনুচরন্তং চ দধতো মনো মে রাধায়াঃ পদমৃদুলপদ্মে নিবসতু ॥" এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণেরই সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে (১৫ শৃঙ্গার প্র ৪৬) বলিয়াছেন,—

মূর্চ্ছামাপ্লুবতী প্রবিশ্য মধুপৈর্গীতাং কদম্বাটবীং
নাম ব্যাহরতা হরেঃ প্রিয়সখীবৃন্দেন সন্ধুক্ষিতা ॥

শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিশিষ্য শ্রীমদ্‌বিষ্ণুদাসকৃত টীকা—"হরে-কৃষ্ণেতি নাম ব্যাহরতা কীর্তয়তা। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তি-টীকা—নাম ব্যাহরতা নাম্নোঽমৃতত্বাদমৃতস্য মৃতসঞ্জীবনৌষধত্বাদিতি ভাবঃ।"

এ স্থানে পূর্বরাগে শ্রীরাধার চরমদশা-প্রাপ্তির প্রাক্‌কালীন চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীরাধা কদম্ববনে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলে প্রিয়সখীগণ 'হরেকৃষ্ণ' এই নাম (মৃতসঞ্জীবনীস্বরূপ) কার্তন করিয়া শ্রীরাধাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। শ্রীহরিবংশ সম্প্রদায়ে শ্রীরাধাপ্রমুখা গোপীগণের বিরহ স্বীকার করা হয় না এবং শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণ হরেকৃষ্ণ মন্ত্রকেও সিদ্ধ মহামন্ত্র জ্ঞানে গ্রহণ করা হয় না। অতএব শ্রীরাধারসসুধানিধির ও শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত গ্রন্থের লেখক একই ব্যক্তি এবং তিনি শ্রীচৈতন্যচরণানুচর, শ্রীচৈতন্যমুখোদ্‌গীর্ণ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রীচন্দ্রামৃতে (৩), শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে (১৭।৮৯) ও শ্রীরাধারসসুধানিধিতে (৫৪) সমভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীসরস্বতীপাদের শ্রীসঙ্গীত-মাধবের (৪।৮) **"গতো দূরে গাবো * * * প্রাণিনিষবঃ"** এবং (২।৬) "অহো মুখর-নূপুর * * **সুরত-সঙ্গরো জৃম্ভতে"** এই শ্লোকদ্বয়ের সহিত শ্রীরাধারসসুধানিধির (২২৮) **'গতা দূরে গাবো * * প্রাণিনিষবঃ'** এবং (২২৪) অনঙ্গজয়মঙ্গল * * * **"রতিরণোৎসবো জৃম্ভতে"** এই শ্লোকদ্বয়ের ভাব ও ভাষার হুবহু মিল আছে। এইরূপ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের (৬৭ শ্লোক) 'চৈতন্যেতি কৃপাময়েতি পরমোদারেতি' ইত্যাদি শ্লোকের সহিত শ্রীরাধারসসুধানিধির (৩৭) 'শ্যামেতি সুন্দরবরেতি মনোহরেতি' শ্লোকের, পুনরায় শ্রীচন্দ্রামৃতের (১৩৪) 'ক্ষণং হসতি রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি' ইত্যাদির

সহিত সুধানিধির (১৬৬) 'ক্ষণং মধুর-গানতঃ ক্ষণমমন্দহিন্দোলতঃ' ইত্যাদি ও (২০৩) 'ক্ষণং শীৎকুর্বাণা ক্ষণমথ মহাবেপথুমতী' ইত্যাদি এবং শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের (৩।১৬) 'ক্ষণাচ্ছরদুপাগমং ক্ষণত এব বর্ষাগমং' ইত্যাদি বহু শ্লোকের ভাব, ভাষা, ছন্দঃ ও অলঙ্কারাদিগত সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে।

প্রখ্যাত গবেষকগণের ভ্রান্তির কারণ

শ্রীবৃন্দাবনস্থ যে সকল হস্তলিখিত পুঁথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, তথা এলাটি শ্রীভক্তিপ্রভা-কার্যালয় হইতে শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় একটি প্রাচীন পুঁথি হইতে যে শ্রীরাধারসসুধানিধির সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে মঙ্গলাচরণে (১ম শ্লোকে) শ্রীগৌর-বন্দনার শ্লোক দৃষ্ট হয়। তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণে উপসংহারে (২৭২ শ্লোক) শ্রীপ্রবোধানন্দের পূর্বজীবনের পরিচয়সূচক শ্লোক দৃষ্ট হয়। অপর পক্ষে শ্রীরাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে যে যে প্রাচীন ও অর্বাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে, ঐগুলিতে উক্ত শ্লোকদ্বয় নাই। **Eggeling, Aufrecht, H. P. Sastri** ইত্যাদি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গবেষকগণ শেষোক্ত পুঁথিগুলির একরূপতা দর্শন করিয়াই শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিকে শ্রীহরিবংশজীর রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কি কারণে মহাকবি শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং উক্ত গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার স্নেহভাজন প্রশিষ্যের নামে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীহরিবংশের অনুগত সম্প্রদায়ের দ্বারা তাহা শ্রীহরিবংশের নামে প্রচার করাই স্বাভাবিক। কিন্তু উপক্রম ও উপসংহারের মঙ্গলাচরণ শ্লোকদ্বয় অথবা শ্রীপ্রবোধানন্দ-কর্তৃক শ্রীহরিবংশের নামে উক্ত গ্রন্থ রচনার বৃত্তান্ত যদি মতবাদিগণ অস্বীকারও করেন, তথাপি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতকার, শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতকার, শ্রীসঙ্গীতমাধবাদি-গ্রন্থকার ও শ্রীরাধারসসুধানিধিকার যে একই ব্যক্তি তদ্বিষয়ে শত শত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যে কোন নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পারমার্থিক গ্রন্থকৃদ্‌গণের সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষকগণও যে

হিমালয়-প্রমাণ ভ্রম করিতে পারেন, তাহার উদাহরণ একান্ত বিরল নহে। শ্রীরূপের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং শ্রীজীবের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীক্রম-সন্দর্ভকে কোন কোন প্রথিতনামা গবেষক ও লেখক শ্রীসনাতনের রচিত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[২৩] প্রসিদ্ধ গবেষক ও মনীষী অফ্রেত ও ফর্কুহার বিষ্ণু-স্বামিকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।[২৪] কিন্তু আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান-ফলে জানিয়াছি, ঐ টীকা বিষ্ণুস্বামিকৃত নহে, তাহা শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনী। উক্ত দুই মনীষীর নামের দোহাই দিয়া পরবর্তী বহু পণ্ডিত উক্ত টীকা বিষ্ণুস্বামীর রচনা বলিয়া প্রচার করিয়া যাইতেছেন। এই জাতীয় গতানুগতিক ঐতিহ্যে নির্ভর করিয়া জগতে বহু ভ্রান্তমত পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের পরবর্তিকালীয়[২৫] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীরসিকোত্তংস তাঁহার রচিত **'প্রেমপত্তন'** গ্রন্থে শ্রীহিতহরিবংশের নাম করিয়া শ্রীরাধারসসুধানিধির দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।[২৬] এই স্থানেও অন্তরঙ্গ পরীক্ষা না করিয়াই পুষ্পিকা দেখিয়াই গ্রন্থকারের নির্ধারণ করা হইয়াছে। অথচ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের পূর্বে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের বিশুদ্ধরস-দীপিকা-টীকাকার শ্রীকিশোরপ্রসাদ উক্ত টীকায় (১০।৩২।৪, ১০।৩৩।২৬ ইত্যাদি) বহুস্থানে শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধির শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীহরিবংশের নাম নাই। যাহা হউক, শ্রীরাধারস-সুধানিধিকার যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতাদি বহু গ্রন্থ-লেখক মহাকবি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ব্যতীত আর কেহ নহেন, ইহা বিস্তারিতভাবে পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদাশ্রিত শ্রীসরস্বতীপাদ শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজনের ফলেই তৎকৃপায় অকস্মাৎ শ্রীরাধা-

---

২৩। A History of Indian Philosophy by Dr. S N. Dasgupta Vol IV P. 394; ২৪। Catalogus Catalogorum by Theodor Aufrecht, Leipzig. 1891, part I. P. 402; Commentary on Bhagavat-Purana by J. N. Farquhar, Oxford. শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকৃত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ৮৵০—৮৶০ প্রারম্ভিক কথা দ্রষ্টব্য; ২৫। প্রেমপত্তনে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত দানকেলি-কৌমুদী-টীকার প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। প্রেম-পত্তনম্ ৩৬ পৃঃ অচ্যুতগ্রন্থমালা-সং, কাশী ১৯৮৯ সম্বৎ; ২৬। ঐ ৩৫ পৃষ্ঠা।

রসসুধানিধির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়েন, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৯, ৮৮, ৯৮, ১৩০ ইত্যাদিতে ইহা স্বয়ংই বহুস্থানে বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের (১৩০) "প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া শ্রীবাসু ঘোষ গাহিয়াছেন;—"রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানত কে?" ইত্যাদি। তাই শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের কৃপায়ই শ্রীহরিবংশজীও শ্রীরাধা, শ্রীরাধারমণ, শ্রীবৃন্দাবনধামে রতিযুক্ত ছিলেন। শ্রীহরিবংশজীর রচিত 'স্ফুটবাণী' ও 'হিত চৌরাশীর' বহু পদে রাধারমণের নাম দৃষ্ট হয়। 'শুনত হরিবংশ হিত, মিলত রাধারমণ' (স্ফুট ১৪) 'রাধারমণ সকল সুখধামা' (হিত-চৌরাশী ৭।১৯) ইত্যাদি। শ্রীরাধার গাদিসেবাও শ্রীরাধারমণের সেবার অনুকরণ। হিতহরিবংশের পৌত্র বৃন্দাবনদাস-কৃত 'হিতমালিকা' হইতে জানা যায়,[২৭] শ্রীহরিবংশের অপ্রকটের পরই তদনুগত সম্প্রদায়ে স্বতন্ত্র-মতবাদসমূহ প্রচারিত হইতে থাকে।

শ্রীহরিবংশানুগত সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের প্রশংসা

শ্রীহরিবংশজীর অনুগত শ্রীভগবৎমুদিত তৎপূর্বে শ্রীহরিবংশানুগ শ্রীহরিরাম ব্যাসজী ইঁহারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীহরিরাম ব্যাস শ্রীশ্রীরূপসনাতনের সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,—

জৈ-জৈ মেরে প্রান সনাতন-রূপ!
অগতিন কী গতি দোউ ভৈয়্যা জোগ-জজ্ঞ কে জূপ॥
বৃন্দাবন কী সহজ মাধুরী, প্রেম-সুধা কে কূপ।
করুনাসিন্ধু, অনাথবন্ধু, জয় ভক্তসভাকে ভূপ॥
ভক্তি ভাগবত-মতি আচারজ-কুল কে চতুর চমূপ।
ভুবন চতুর্দস বিদিত বিমল জস, রসনা কে রস-তূপ॥

২৭। শ্রীহিত হরিবংশ কে পৌত্র বৃন্দাবনদাস গোস্বামী কা 'হিত মালিকা' নামক এক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ হৈ। ইসমে সম্প্রদায়কে আরম্ভিক-যুগ কা ইতিহাস দিয়া হুআ বতলাতে হৈঁ কিন্তু উসমেঁ কেবল যহী ঝগড়ে ভর রহে হৈঁ। (শ্রীশ্রীহরিবংশ গোস্বামী—শ্রীললিতাচরণ ৫৫ পৃঃ)।

চরন-কমল কোমল রজ-ছায়া, মেটত কলি-রবি-ধূপ।
'ব্যাস' উপাসক সদা উপাসী রাধাচরন অনূপ ॥[২৮]

অন্য এক পদে গাহিয়াছেন,—

সাধু-সিরোমনি রূপ-সনাতন।
জিনকী ভক্তি এক রস নিবহী, প্রীত কৃষ্ণ-রাধা তন ॥
জাকৌ কাজ সবাঁরেঁ্যা চিত দৈ, হিত কীনৌ ছিন তা তন।
জাকেং বিষয়-বাসনা দেখী, মনসা করী ন বাতন ॥
শ্রীবৃন্দাবন কী সহজ মাধুরী, রোম রোম সুখ গাতন।
সব তজি কুঞ্জ-কেলি ভজ অহনিসি, অতি অনুরাগ সদা তন ॥
তৃন হূ তৈঁ নীচে, তর হূ তেঁ সহকর, অমানী, মান সুহাত ন।
অসি-ধারা ব্রত ঔর নিবাহ্যৌ, তন-মন কৃষ্ণ-কথা তন ॥
করুনাসিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্য কী কৃপা ফলী তুহঁ ভ্রাতন।
তিন বিনু "ব্যাস" অনাথ ভয়েঁ, অব সেবত সুখে পাতন ॥[২৯]

অন্য একপদে বলিয়াছেন,—

রূপ-সনাতন হৈঁ বৈরাগী, উপকারী সবকে হিতকারী।[৩০]

শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটে বিরহব্যথিত শ্রীহরিরামব্যাস গাহিয়াছেন,—

রূপ-সনাতন বিনু, কো বৃন্দাবিপিন-মাধুরী পাবে ॥[৩১]

শ্রীগোপালভট্টের প্রাচীন শিষ্যানুশিষ্য-সম্প্রদায়ের এই সকল উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ।

অতএব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লীলালেখকগণ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের জীবনচরিত-সম্বন্ধে লোক-কল্যাণের জন্য নীরব থাকিলেও অন্যসম্প্রদায়ের লেখকগণের উক্তি এবং সরস্বতীপাদের বিভিন্ন লেখনীর মধ্যে তাহা অনেকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীদেবকীনন্দনদাসঠাকুর শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনায় ও শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে তাহা বৈষ্ণবোচিত ভাষা-দ্বারা সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

২৮। ভক্তকবি ব্যাসজী, ১৯৪ পৃঃ ২৯। ঐ ১৯৭-৮ পৃঃ ২৭ নং গীতি; ৩০। ঐ ১৯৪ পৃঃ ১৩নং গীতি; ৩১। ঐ ১৯৭ পৃষ্ঠা।

টিপ্পনী

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার পরিশিষ্টে [২] ৯৯ ও ১০০ পৃষ্ঠায় শ্রীহরিরাম ব্যাস-কৃত ২টী ব্রজবুলা-ভাষার (সম্পূর্ণ) পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে উহাদের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। বঙ্গানুবাদটি শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ভজননিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশিবানন্দদাসজী শ্রীব্রজবাসী পণ্ডিত আচার্যগণের সহিত আলোচনা করিয়া কৃপাপূর্বক প্রেরণ করিয়াছেন।

(১) জৈ-জৈ………অনূপ।

আমার প্রাণধন শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের জয় হউক, জয় হউক। (জৈ-জৈ = জয় জয়)। এই দুই ভাই অগতির গতি ও যোগ-যজ্ঞের যূপ অর্থাৎ যূপকাষ্ঠ না হইলে যেমন যজ্ঞ হয় না, তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যোগ বা মিলনরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও এই দুই ভাইয়ের আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। [অথবা এই দুই ভাই জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও যজ্ঞাদিবহুল কর্মকাণ্ডকে যূপকাষ্ঠে বলিদান-কারী ব্রজপ্রেমের একনিষ্ঠ প্রেমিক] ইঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের সহজমাধুরী প্রেম-সুধার কূপ বা আশ্রয়স্বরূপ। করুণাসিন্ধু, অনাথবন্ধু, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ এই দুই ভাইয়ের জয়। ইঁহারা ভাগবতমতি ভক্তিমান আচার্যকুলের সুচতুর নায়ক। (চমূপ = সেনাপতি)। ইঁহাদের বিমল যশ চতুর্দশ ভুবনে বিঘোষিত এবং ইঁহারা ভক্তি-রসনার রসতুল্য (তুপ = তুল্য)। যিনি ইঁহাদের শ্রীচরণকমলরেণুর আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কলিমার্তণ্ডের সর্ববিধ তাপ বিদূরিত হইয়াছে। শ্রীহরিরাম ব্যাস অনুপম শ্রীরাধা-শ্রীচরণের উপাসী এই দুই ভাইয়ের উপাসক। (অনূপ = অনুপম)।

(২) সাধু-সিরোমনি····· সুখে পাতন। সাধু-শিরোমণি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন। যাঁহাদের শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দে বা শ্রীবিগ্রহে (তন-তনু = শ্রীবিগ্রহ-শ্রীপাদপদ্ম) নিত্যসিদ্ধ ভক্তিরস একই (সমান) ভাবে নির্বাহিত। (নিবহী = নির্বাহ করিলেন)। যে কেহ (জাকৌ) তাঁহাদের অল্প মাত্রও সেবা করিয়াছেন, (হিত

কীনৌ=হিতসাধন করেন ; ছিন=অল্প মাত্রও) তাঁহারা সর্বতোভাবে চিত্ত দিয়া (চিত দৈ=চিত্ত দিয়া) তাঁহার মঙ্গল বিধান করিয়াছেন (সবাঁর্য্যৌ= সম্পাদন করিয়াছেন)। যাহাকে (জাকেং=যাহাকে) বিষয়বাসনাযুক্ত দেখিয়াছেন মনে মনেও তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। (মনসা=মনে মনে বাতন=বার্তালাপ)। তাঁহারা সর্বাঙ্গে প্রতি রোমে রোমে শ্রীবৃন্দাবনের সহজ মাধুরী অনুভব করিরা পরম আনন্দলাভ করিয়াছেন। (গাতন=সর্বাঙ্গে) জাগতিক সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া তাঁহারা অনুরাগভরে অহর্নিশ সর্বদা শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জকেলির ভজনে নিরত থাকিতেন। (ভজ=ভজে=ভজন করেন। তাঁহারা তৃণ হইতেও নীচ, (হুতেঁ=হইতে) ও তরু হইতেও সহিষ্ণু এবং অমানী হইয়া সকলকে মান দান করিয়াই সুখী হইতেন। (সুহাতন=ইহাই সুখ মনে করিতেন)। অসিধারের নিকটে অবস্থিতের ন্যায় অতি সাবধানে ব্রতপালন-পর হইয়া (নিবাহ্যৌ=নির্বাহ করিয়া) তনুমন শ্রীকৃষ্ণ কথায় নিযুক্ত রাখিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন। (তন-মন-কৃষ্ণ-কথা তন)। দুই ভ্রাতার উপরেই করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপা বিশেষভাবে ফলবতী হইয়াছে। তাঁহাদের অভাবে শ্রীহরিব্যাস অনাথ হইয়া পড়িল এবং এখন শুষ্ক পত্রের সেবন করিতেছে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকটকালে হরিব্যাস ভক্তিরসে স্নিগ্ধ থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অভাবে তিনি শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছেন। (সেবত= সেবন করিতেছে, সুখে পাতন=শুষ্কপত্র)।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার
শ্রীনামসূচী

(শ্রী) অচ্যুতানন্দ ২০
অদ্বৈত-ঈশ্বর ১৯
অনন্ত আচার্য ১১০
অনন্তপুরী ১৪০
অনাদি-গঙ্গাদাস ১৩৮
অনুভবানন্দ ৫৮
(শ্রী) অভিরাম ঠাকুর ৯১
আচার্য গোঁসাঞি
(শ্রীঅদ্বৈত) ১৯
আচার্য গোঁসাঞি
(শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীগুরুদেব
শ্রীপুরুষোত্তম দাস) ১০৬, ১০৭
(শ্রী) আচার্যচন্দ্র (মহান্ত,
শ্রীনিত্যানন্দশিষ্য) ৮৫
আচার্যপুরন্দর (পুরন্দর
আচার্য চৈ চ ১।১০।৩০) ৮৫
আচার্যরত্ন (শ্রীচন্দ্রশেখর) ২৭
ঈশান দাস ৪১
ঈশ্বরপুরী গোঁসাঞি ৪৯
উড়িয়া বিপ্রদাস ১১৪
উদ্ধারণ দত্ত ১০৫
উপেন্দ্র আশ্রম ১৪০
(অথবা শ্রীগোপেন্দ্র আশ্রম গৌ
গ ১০১?)
(শ্রী) কংসারি সেন ১৩২
কমলাকর পিপ্‌লাই ১০৩
(কর্ণপূর) ৮০
কলানিধি ৭৩
কবিচন্দ্র ৩৭
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ১৩১
কবিরাজ মিশ্র ১১০
কানাই খুঁটিয়া ১১৭
কালিয়া কৃষ্ণদাস ১০২
কাশীনাথ দ্বিজ ৪৬
কাশীনাথ মাহিতী ১২১
কাশী মিশ্র ৭১
কাশীশ্বর (নবদ্বীপ) ৪২,
(পুরী) ১২০
কাশীশ্বর গোঁসাঞি (মথুরা) ৬৫
কৃষ্ণদাস (গৌরীদাস-
পণ্ডিতানুজ) ১৪৪

দ্রষ্টব্য—সংখ্যা-সমূহ মূলের পয়ারের সংখ্যা-নির্দ্দেশক। বন্ধনীর মধ্যস্থিত 'শ্রী' ও 'শ্রীল' ইত্যাদি শব্দ মূলে ব্যবহৃত।

কৃষ্ণদাস ঠাকুর
(আকাইহাটের) ৮৭
কৃষ্ণদাস ঠাকুর
(বড়গাছীর) ১৩৬
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ১২৭
কৃষ্ণানন্দ (নবদ্বীপ) ৪৩
কৃষ্ণানন্দ পুরী ৫৬
(শ্রী) কেশবপুরী ৫৮
কেশব ভারতী ৫০
গঙ্গাদাস (বিদ্যাগুরু) ৩৪
গঙ্গাদাস ৪৩
গঙ্গাদেবী
(শ্রীনিত্যানন্দদুহিতা) ১৪৭
গদাধর দাস (৮৬), ৯৮, ১৩০
গদাধরদাস ঠাকুর (বৃন্দাবন) ৭৭
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি ১২
গরুড় (নবদ্বীপবাসী)
(গৌ গ ১১৬) ৪২
গরুড় অবধূত
(সন্ন্যাসী গৌ গ ১০১) ৫৪
গোপাল ভট্ট ৬১
গোপীনাথ (পট্টনায়ক) ৭৩
গোপীনাথ ঠাকুর
(প্রভুর স্তুতি-পাঠক) ২৫

{ গোরা গোঁসাঞি ১০৯
{ গোরাচাঁদ ৩
গোবিন্দ আচার্য
(ধামালীকার) ১১৯
গোবিন্দ গরুড় ২৮
{ গোবিন্দ ঘোষ ৯৮
{ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ৮৮
গোবিন্দ পুরী (গৌরপার্ষদ
সন্ন্যাসী গৌ গ ৯৭) ৫৩
গোবিন্দানন্দ [মিশ্র]
(সুগ্রীব গৌ গ ৯১) ৭৬
(শ্রী) গৌরাঙ্গ ৪৮
গৌরীদাস কীর্তনীয়া ৯৭
গৌরীদাস পণ্ডিত ১০৬, ১৪৪
চন্দনেশ্বর ১২০
চন্দ্রশেখর ২৭
চিদানন্দ (গৌ গ ১০০
ভারতী-শিষ্য) ৫৮
চৈতন্যদাস ৮০
জগদানন্দ পণ্ডিত ৬৮
জগদীশ ৪২
জগদীশ পণ্ডিত ১৩৪
জগন্নাথ (পীতাম্বরের ভ্রাতা) ৩২
জগন্নাথ তীর্থ ১৩৯

* জগন্নাথ দাস ১২৭

জগন্নাথ দাস
(সঙ্গীত-পণ্ডিত) ১১৯

জগন্নাথ পণ্ডিত (আচার্য ? চৈ চ ১।১০।১০৮, গৌ গ ১১১) ১২৭

জগন্নাথ মিশ্র ৯

জগন্নাথ সেন ১৩১

জাহ্নবী ৪৭, ১২৮
জাহ্নবী ঠাকুরাণী ১৫

জীব গোসাঞি ৬০
(শ্রীজীব গোসাঞি দ্রষ্টব্য)

জীব পণ্ডিত ১৪১
(শ্রীজীব পণ্ডিত দ্রষ্টব্য)

তুলসী মিশ্র ১২১

দামোদর পণ্ডিত ৩১

দামোদর পুরী ৫২

দেবকীনন্দন
(বৈষ্ণব-বন্দনাকার) ১৫৬

দেবানন্দ পণ্ডিত ৮৫

দ্বিজ রঘুনাথ ১১৪

দ্বিজ রামচন্দ্র ১২৫

দ্বিজ হরিদাস ১১৪

ধন গোরাচাঁদ ৩

ধনঞ্জয় পণ্ডিত ১২৬

নন্দন আচার্য ৩৭

নরসিংহচৈতন্যদাস (গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ) ১৪৪

নরসিংহ তীর্থ ৫৩

নরসিংহানন্দ ৫৪

নরহরি দাস
(সরকার ঠাকুর) ৮২

নারায়ণ (পীতাম্বরের ভ্রাতা) ৩২

নারায়ণ গুপ্ত ৩৪

নারায়ণ পৈড়ারি ১৪৮

নারায়ণী ১৩৫
নারায়ণী দেবী ২৩

নিত্যানন্দ ৫, ১৩, ১৪, ১০৫, ১৩৬, ১৪২
নিত্যানন্দচন্দ্র ১৩৩

নীলাম্বর চক্রবর্তী ৩৩

নৃসিংহপুরী ৫৪

পণ্ডিত দামোদর ৩১

পদ্মাবতী দেবী ১৩

পরমানন্দ অবধৌত
(চৈ চ ১।১১।৪৯) ১৩৭

পরমানন্দ গুপ্ত (শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা চৈ চ ১।১১।৪৫) ১৩১

পরমানন্দ পণ্ডিত
(প্রভুর সতীর্থ) ৮৭

'*' চিহ্ন, পাঠান্তরে ধৃত পাত্র।

পরমানন্দপুরী ৫২
পরমেশ্বরদাস ঠাকুর ৯৩
পীতাম্বর (পণ্ডিত দামোদর-
ভ্রাতা) ৩১
পুরন্দর আচার্য
(আচার্য পুরন্দর দ্রষ্টব্য) ৮৫
পুরন্দর পণ্ডিত
(চৈ চ ১।১১।২৮) ৭০
(শ্রী) পুরুষোত্তম
দেবকীনন্দনের ইষ্টদেব) ৯৪
পুরুষোত্তম দ্বিজ
(রত্নাকরসুত) ১০৪
পুরুষোত্তম পণ্ডিত
(বিলাসী সুজান) ১০৭
পুরুষোত্তম পুরী (তীর্থ ?
গৌ গ ১০১)১৩৯
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅদ্বৈত-
শাখা চৈ চ ১।১২।৬২) ১২৪
প্রতাপরুদ্র রাজা ১১৩
(শ্রী) প্রদ্যুম্ন মিশ্র ৭৩
প্রবোধানন্দসরস্বতী ৬৭
বংশীবদনঠাকুর ১৩৬
(বংশীবদনদাস) ৮৬
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ৭৫
বনমালী আচার্য (মহাপ্রভুর
বিবাহের ঘটক) ৪৬
বনমালিদাস
(চৈ চ ১।১২।৫৯) ১১৫
বনমালিভিক্ষুক ৩৯
বনমালি ভিক্ষুকপুত্র ৩৯
বলরামদাস ১৩৩
বলরামদাস উড়িয়া ১১৮
বলরাম মাহিতী ১২২
(শ্রী) বল্লভ সেন ১৩২
বল্লভাচার্য (লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর
পিতৃদেব) ৪৪
বসুধা ৪৭, ১২৮
বসুধা ঠাকুরাণী ১৫
বাণীনাথ পট্টনায়ক ৭১
বালকরাম ১৩১
বাসুদেব ঘোষ ৯০
বাসুদেব তীর্থ ১৪০
বাসুদেব দত্ত ৩০
বাসুদেব ভদ্র ৪০
বিজয় লেখক (বিজয়দাস
আখরিয়া) ৩৭
বিদ্যানিধি ৩৫
বিপ্রদাস উড়িয়া ১১৪
বিশ্বম্ভর ৯

বিশ্বরূপ ৯, ১০
বিশ্বেশ্বরানন্দ ৫৭
বিষ্ণু (বিশ্বরূপের বিদ্যাগুরু) ৩৪
বিষ্ণুদাস বৈদ্য ১১৪
বিষ্ণুপুরী ৫৫
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী ১২, ৪৫
বীরভদ্র গোঁসাঞি ১৫, ১৬
বুদ্ধিমন্ত খাঁন ৩৫
বৃন্দাবন দাস ১৩৫
ব্রহ্মানন্দ (নবদ্বীপ) ৫৬
ব্রহ্মানন্দ পুরী ৫৩
ভবানন্দ রায় ৭৩
ভাগবতাচার্য ১১০
ভাস্কর ঠাকুর ১৩২
ভূগর্ভ ঠাকুর ৬৪
মকরধ্বজ কর ১০৮
মধুপণ্ডিত ১১০, ১২৪
মহাপ্রভু ১১, ১৯, ২২, ৬৮
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১১
মহেশ পণ্ডিত ১৩৪
মাধব আচার্য ('শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-গ্রন্থকার) ১৪৩
মাধব আচার্য (শ্রীনিত্যানন্দ-জামাতা) ১৪৭
মাধব ঘোষ ৮৯
মাধব পট্টনায়ক ১২২
(শ্রী) মাধবেন্দ্র পুরী ১৮
মালিনী ঠাকুরাণী ২২
মুকুন্দ ৪৩
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ১৩১
মুকুন্দ কবিরাজ (চৈ চ ১।১১।৫১) ১৪১
মুকুন্দ দত্ত (অম্বষ্ঠ) [শ্রীবাসুদেব দত্তের ভ্রাতা] ২৯
মুকুন্দ দাস (শ্রীখণ্ড) ৮১
মুরারি গুপ্ত ২৬
মুরারি চৈতন্যদাস ১২৯
যদু কবিচন্দ্র (চৈ চ ১।১১।৩৫) ১২৫
যদুনাথ দাস ১৩৮
(শ্রী) রঘুনন্দন ৮৩
রঘুনাথ দাস (গোস্বামী) (রাধাকুণ্ডবাসী) ৬২,
রঘুনাথ দাস (গৌড়) ৮৪
রঘুনাথ দ্বিজ ১১৪
রঘুনাথ পুরী (তীর্থ) ১৩৯
রঘুনাথ ভট্ট (গোস্বামী) ৬৩
রঘুনাথ ভট্ট ১৪৫
রাঘব গোঁসাঞি ৬২
রাঘব পণ্ডিত ৬৯

(শ্রী) রাঘব পুরী (গৌ গ ৯৭) ৫৬
শ্রীরাম ৪৩
(শ্রীরামচন্দ্র দাস) ১৪৫
রামচন্দ্র দ্বিজ ১২৫
(শ্রী) রামচন্দ্র পুরী ৫১
শ্রীরাম তীর্থ (গৌ গ ১০১, নবনিধির অন্যতম) ১৩৯
রাম দাস (নবদ্বীপ) ৩৭
(রামদাস)—(শিবানন্দপুত্র) ৮০
রামদাস কবিচন্দ্র ৩৭
(শ্রী) রাম পণ্ডিত ৩৪
রামানন্দ রায় ৭৪
রামানন্দ বসু ১২৩
রূপ (শ্রীরূপ গোস্বামী) ৫৯, ৬১
লক্ষ্মণ আচার্য (জগন্নাথ পণ্ডিত দ্র) ১২৭
(শ্রী) লক্ষ্মীঠাকুরাণী (গৌরশক্তি) ১২, ৪৪
লোকনাথ গোঁসাঞি ৬৪
শঙ্কর (পীতাম্বরের ভ্রাতা) ৩২
শঙ্কর ঘোষ ১৪৬
(শ্রী) শঙ্করারণ্য ১০
শচী ৯, ৪১
শিবানন্দ চক্রবর্তী ১৪৮
শিবানন্দ পণ্ডিত (ওড্র) ১২০
শিবানন্দ সেন ৭৯, ৮০
শিশু কৃষ্ণদাস ১৪২
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ৩৬
শুদ্ধসরস্বতী (শ্রীপ্রবোধানন্দ) ৬৬
শ্রীকর পণ্ডিত ১২৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৫, ১১, ১৭
শ্রীগর্ভ ৩৫, (মহাপদ্মনিধি গৌ গ ১০৩)
(শ্রীগর্ভ পণ্ডিত) ১২৫
(শ্রী) জীব গোঁসাই ৬০
শ্রীজীব পণ্ডিত ১৪১
শ্রীধর পণ্ডিত (খোলাবেচা) ৩৮
শ্রীনাথ মিশ্র ১২১
শ্রীনিধি ৩৫
শ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত ২১
শ্রীমান্ (পণ্ডিত) ৪২
সঞ্জয় ৪২
সত্যানন্দভারতী (নব যোগীন্দ্রের অন্যতম গৌ গ ১০০) ৫৪
সদাশিব (নবদ্বীপবাসী) ৩৫
সদাশিব কবিরাজ ৭৮
সনাতন (গোস্বামী) ৫৯, ৬১
সনাতন মিশ্র ৪৫
সারঙ্গ দাস ১০৮
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ১১২

সিংহেশ্বর ১২০
সীতা ঠাকুরাণী ২০
সুখানন্দ পুরী ৫৩
সুগ্রীব মিশ্র (অথবা গোবিন্দানন্দ মিশ্র—পূর্বলীলায় সুগ্রীব গৌ গ ৯১) ৭৬
সুদর্শন (নিমাইর অধ্যাপক) ৩৪
সুধানিধি ৭৩
সুন্দরানন্দ ঠাকুর ৯২
সুবুদ্ধি মিশ্র ১২১
সূর্যদাস পণ্ডিত ৪৭, ১২৮
স্বরূপ গোঁসাঞি ৭২
হরিদাস ঠাকুর ২৪
হরিদাস দ্বিজ (দ্বিজ হরিদাস দ্র) ১১৪
হরিভট্ট ১২২
হরিহরানন্দ (চৈ চ ১।১১।৪৯ ?) ১৪০
হলায়ুধ ঠাকুর ৪০
হাড়াই পণ্ডিত ১৩

শ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্

শ্রীনামসূচী

অচ্যুত (অদ্বৈত-তনয়) ১১
অদ্বৈতাচার্য ১১
অনন্তপুরী ৪৮
অনুপাম (শ্রীজীবের পিতা) ২৩
অনুভবানন্দ ২২
আচার্যচন্দ্র ২৯
ঈশান (নবদ্বীপ) ১৬
ঈশ্বরপুরী ১৮
উদ্ধারণ (দত্ত) ৩৩
উপেন্দ্র আশ্রম ৪৮
কংসারি সেন ৪৩
কবিচন্দ্র ১৫
কবিচন্দ্র ৪৪
কবিরাজ মিশ্র ৩৩

কমলাকর (পিপ্পলাই) ৩২
কাশীনাথ (মাহিতী) ৪০
কাশীনাথ দ্বিজ (ঘটক) ১৮
কাশী মিশ্র (পুরী) ২৬
কাশীশ্বর (গৌড়) ১৬,
(বৃন্দাবন) ২৩
কাশীশ্বর পণ্ডিত (পুরী) ৩৮
কৃষ্ণতীর্থ ৪৭
কৃষ্ণদাস (কালা) ৪৬
কৃষ্ণদাস (ওড্র্জ) ৩৮
(শ্রী) কৃষ্ণদাস (শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিতের ভ্রাতা) ৩২
(শ্রী) কৃষ্ণদাস পণ্ডিত (রাঢ়ে ?) ২৯, ৪৬
কৃষ্ণদাসাখ্যবালক (শিশু কৃষ্ণদাস) ৪৬
কৃষ্ণাচার্য ৪২
(শ্রীমৎ) কৃষ্ণানন্দ পুরী ২৩
কেশব পুরী ২১
(শ্রীমৎ) কেশব ভারতী ১৮
গঙ্গাদাস ১৭
গঙ্গাদাস দ্বিজ (অধ্যাপক) ১৪
(গঙ্গাদাস পণ্ডিত ৪৫)
গদাধর ৩৭
গদাধরদাস ২৭
গরুড় অবধূত ২১
গরুড়ধ্বজ (নবদ্বীপ) ১৬
গোপাল ভট্ট ২৪
গোপীনাথ ১১
গোবিন্দ ১১
গোবিন্দ ঘোষ ৩০
গোবিন্দ পুরী ২০
গোবিন্দাচার্য ৩৪
গোবিন্দানন্দ ২৬
(শ্রী) গৌরীদাস (পণ্ডিত) ৩২
(শ্রী) চন্দনেশ্বর ৩৮
চন্দ্রশেখর ১১
(শ্রী) চিদানন্দ ২২
চিরঞ্জীব ৪৬
চৈতন্যদাস ৪৩
জগদানন্দ পণ্ডিত ২৫
জগদীশ ১৬
জগদীশ পণ্ডিত ৩৬
জগন্নাথ (ভক্ত) ১৩
জগন্নাথ আচার্য ৪২
জগন্নাথ তীর্থ ৪৭
জগন্নাথ দাস ৩৮
জগন্নাথ (মিশ্র) ৩
জগন্নাথ সেন ৪৩
জীব (শ্রীজীব গোস্বামী) ২৪

তপন মিশ্র ৩৬

তুলসী মিশ্র ৩৯

(শ্রী) দামোদর পণ্ডিত ১২

দামোদর স্বরূপ ১৯

দেবানন্দ পণ্ডিত ২৯

দ্বিজ নারায়ণ ৪৯

দ্বিজ হরিদাস ৩৫

ধনঞ্জয় পণ্ডিত ৪১

নকুলাচার্য ১৬

নন্দনাচার্য ৩৪

নরসিংহ তীর্থ ১ ৯

(শ্রীমন্) নরহরি ২৮

নারায়ণ ১২

(শ্রী) নারায়ণ ১৩

(শ্রীমন্) নিত্যানন্দচন্দ্র ৬, ৭

নীলাম্বর চক্রবর্তী ১৩

নৃসিংহচৈতন্য ৪৯

নৃসিংহানন্দ ভারতী ২৩

পদ্মাবতী (শ্রীমন্নিত্যানন্দ-জননী) ৬

(পরমানন্দ অবধূত ৪৫)

পরমানন্দ গুপ্ত ৪৩

পরমানন্দ পুরী ১৯

পরমানন্দ (সতীর্থ) ৩০

পরমেশ্বর (দাস) ৩১

পীতাম্বর ১৩

পুরন্দর (পণ্ডিত) ২৫

পুরন্দর আচার্য ২৯

শ্রী) পুরুষোত্তম (গুরুদেব) ১

পুরুষোত্তম দ্বিজ ৩৩

পুরুষোত্তম (পণ্ডিত) ৩১

পুরুষোত্তম পুরী ৪৭

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ৪০

প্রতাপরুদ্র ৩৫

প্রদ্যুম্ন মিশ্র ৩৬

প্রবোধানন্দ ২৪

প্রবোধানন্দ (শুদ্ধসরস্বতী) ২৪

[(শ্রী) বংশীবদন দাস ৩২]

বক্রেশ্বর দ্বিজ ২৬

বনমালী ১৫

বনমালী আচার্য ১৮

বনমালী দাস (বৈদ্য) ৩৭

বলরাম দাস ৩৮

(শ্রীযুত) বলরাম দাস ৪৪

বলরাম মহত্তম ৩৯

বল্লভ সেন ৪৪

বল্লভাচার্য (শ্রীলক্ষ্মীর পিতা) ১৭

বাণীনাথ পট্টনায়ক ২৬

বাসুদেব ১২

বাসুদেব ঘোষ ৩০

বাসুদেব তীর্থ ৪৮
বাসুদেব ভদ্র ১৭
বিজয় (আখরিয়া) ১৬
বিদ্যানিধি ১৪
বিপ্রদাস (ওড্র) ৩৭
(শ্রী) বিশ্বম্ভর ৩
(শ্রী) বিশ্বরূপ ৩, ৪
বিশ্বেশ্বরানন্দ ২২
বিষ্ণু (বিদ্যাগুরু) ১৪
বিষ্ণুদাস (অম্বষ্ঠ) ৩৭
(শ্রী) বিষ্ণুপুরী ২২
(শ্রী) বীরভদ্র ৭
বুদ্ধিমন্ত (খাঁন) ১৪
বৃন্দাবনদাস ৩৬
ব্রহ্মানন্দ পুরী ২০
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ ২১
ভগবানাচার্য ৩৬
ভাগবতাচার্য ৩৪
ভাস্কর ৪৩
ভূগর্ভ ২৫
মকরধ্বজ ৩৫
মধুসূদন (দাস, বৈদ্য) ২৮
মধুসূদন পণ্ডিত ৩৩
মহেশ পণ্ডিত ৪৪
(শ্রীমদ্) মাধব আচার্য ৪৯
মাধব ঘোষ ৩০
মাধব পট্টনায়ক ৪০
(শ্রী) মাধব পুরী ১১
মাধবানন্দ আচার্য ৪৯
মুকুন্দ ১২
মুকুন্দ ১৭
(শ্রীমন্) মুকুন্দ ৬
(শ্রীনিত্যানন্দ-পিতৃদেব)
মুকুন্দ (কবিরাজ) ২৭
(শ্রী) মুকুন্দ ৪৪
মুকুন্দানন্দ কবিরাজ ৪৫
(শ্রী) মুরারি গুপ্ত ১২
যদুনাথ কবিচন্দ্র ৪১
যদুনাথ দাস ৪৬
(শ্রীল) রঘুনন্দন ২৮
রঘুনাথ দাস ২৪
রঘুনাথ দাস
(বৈদ্য উপাধ্যায়) ২৮
রঘুনাথ পুরী ৪৭
রঘুনাথ (ব্রাহ্মণ, মিশ্র?) ৩৫
রঘুনাথ ভট্ট ২৫
রাঘব ২৫
রাঘব পুরী ২১
রাম ১৭
রামচন্দ্র পুরী ১৯

রামচন্দ্র ভূদেব ৪১
(রামচন্দ্র দ্বিজ)
রামতীর্থ ৪৭
রামদাস ১৫
(শ্রী) রামদাস (অভিরাম) ৩১
(শ্রী) রাম সেন ৪৪
রামানন্দ বসু ৪০
রায় রামানন্দ ২৬
রূপ(গোস্বামী) ২৪
লক্ষ্মণাচার্য ৪২
লোকনাথ ২৫
শঙ্কর (দামোদরপণ্ডিত ভ্রাতা) ১৩
শঙ্কর ৪৯
শঙ্করারণ্য ৪
শচী (মাতা) ৩
শিবানন্দ (ওড্র) ৩৯
শিবানন্দ চক্রবর্তী ৪৯
শিবানন্দ সেন ২৭
শুক্লাম্বর ১৫
শুদ্ধসরস্বতী (শ্রীপ্রবোধানন্দ) ২৪
শ্রীকর পণ্ডিত ৪১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ৪
শ্রীগর্ভ ১৫
শ্রীজীব পণ্ডিত ৪৫
শ্রীধর পণ্ডিত ১৫
শ্রীনাথ মিশ্র ৩৯
শ্রীনিধি ১৫
শ্রীনিবাস ১১
শ্রীমান্ ১৬
শ্রীরাম পণ্ডিত ১৩
সঞ্জয় ১৬
সত্যানন্দ ভারতী ২০
সদাশিব ১৪
সদাশিব কবিকর্ণ্ণাভৃৎ ২৭
(শ্রীসদাশিব কবিরাজ)
(শ্রী) সনাতন (গোস্বামী) ২৩
সনাতন দাস ৪৯
সনাতন মিশ্র ১৭
সারঙ্গ ৩৫
(শ্রী) সার্বভৌম ৩৪
সিংহেশ্বর ৩৯
সুখানন্দ পুরী ২০
(শ্রী) সুদর্শন পণ্ডিত ১৪
(শ্রী) সুন্দরানন্দ ৩১
সুবুদ্ধি মিশ্র ৩৯
সূর্যদাস পণ্ডিত ৪২
সৃষ্টিধর ৩০
হরিদাস ১২
হরিদাস ৩৭
হরি ভট্ট ৪০
হরিহরানন্দ ভারতী ৪৮
হলায়ুধ ১৫

প্রমাণ-পঞ্জীর পরিচয়

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—শ্রীপুরীদাস মহাশয় শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীপুরীদাস ও শ্রীহরিদাসদাস; উপদেশামৃত (শ্রীরূপ গোস্বামী)—শ্রীসুন্দরানন্দ দাস ও শ্রীপুরীদাস; ক্রমসন্দর্ভ—শ্রীপুরীদাস; গোপালতাপনী-টীকা (শ্রীজীব)—শ্রীপুরীদাস; গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—বহরমপুর; গৌরপদতরঙ্গিণী—মৃণালকান্তি ঘোষ; গৌরাঙ্গচন্দ্রোদয় (প্রভা-টীকাসহ)—শ্রীহরিদাস দাস; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক—বহরমপুর ও শ্রীপুরীদাস; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—বহরমপুর ও গৌড়ীয় মিশন; শ্রীচৈতন্য-চরিতমহাকাব্য (কবিকর্ণপূর)—বহরমপুর; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—বঙ্গবাসী ও গৌড়ীয় মিশন; শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (লোচনদাস)—বঙ্গবাসী ও গৌড়ীয় মিশন; শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—শ্রীহরিদাস দাস; শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও গৌড়ীয় মিশন; দশশ্লোকীভাষ্য (শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী)—শ্রীহরিদাস দাস; পদকল্পতরু—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্; প্রেমপত্তন—অচ্যুতগ্রন্থমালা, কাশী; বিশুদ্ধরসদীপিকা (কিশোরপ্রসাদ)—কাশীমবাজার; বৃন্দাবনমহিমামৃত—শ্রীহরিদাস দাস, শ্রীপুরীদাস, (ঐ হিন্দী ১৭শ শতক ভগবন্ত-মুদিত—বংশীদাসজী, গোবিন্দ কুণ্ড); বেদান্তস্যমন্তক—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী; বৈষ্ণব-তোষণী (বৃহৎ ও সংক্ষেপ)—শ্রীপুরীদাস; ভক্তকবি ব্যাসজী—বাসুদেব গোস্বামী, মথুরা; শ্রীভক্তিরত্নাকর—বহরমপুর ও গৌড়ীয় মিশন; শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু—শ্রীপুরীদাস ও শ্রীহরিদাস দাস; ভাগবত-তাৎপর্য—বেলগাঁও (১৮৯২ খ্রী), নির্ণয়সাগর (১৯১০ খ্রী) ও গৌড়ীয় মিশন; মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়—বেঙ্গালোর (১৯৪১ খ্রী); মাধুর্যকাদম্বিনী (বিশ্বনাথ)—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী; (শ্রী) মুরারি গুপ্তের কড়চা—অমৃতবাজার; রসিক-অনন্যমাল—(ভগবৎমুদিত)—পুঁথি, বৃন্দাবন; (শ্রী) রাধা-রসসুধানিধি—ব্যেঙ্কটেশ্বর প্রেস, মধুসূদনতত্ত্ববাচস্পতি, বিলাসপুর (হিন্দী), শ্রীপুরীদাস; শ্যামানন্দ-শতক (শ্রীরসিকানন্দ)—শ্রীহরিদাসদাস; ষট্সন্দর্ভ—শ্রীপুরীদাস; সঙ্গীত-মাধব নাটক—শ্রীপুরীদাস; সর্বসম্বাদিনী—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও শ্রীপুরীদাস; সাধনদীপিকা (শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী)—শ্রীহরিদাসদাস; সারার্থদর্শিনী—বহরমপুর; (শ্রী) হরিভক্তিবিলাস—শ্রীপুরীদাস; হিতহরিবংশ গোস্বামী—শ্রীললিতাচরণ গোস্বামী, বৃন্দাবন; হিন্দীভক্তমাল (নাভাদাস)—লক্ষ্ণৌ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেবৌ জয়তঃ

আশীর্বাদ ও অভিমত-পত্র *

শ্রীমৎসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত

'শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা'-সম্বন্ধে

পণ্ডিত শ্রীমদ্ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগোবর্ধন ঃ—

শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা গ্রন্থখানি রসস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার চিন্তামণি। শ্রীজীবপাদের সর্বসম্বাদিনীর অনুরূপ। * * রসতত্ত্ব সুদুর্গম হইলেও এই গ্রন্থপাঠে রসের উদ্দেশ.পাইয়া প্রগাঢ়তৃষ্ণ হইবে। (ইং ৩০।১।৬১)।

শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজী মহারাজ, কালিয়দহ শ্রীবৃন্দাবন (ন্যায়, বৈশেষিক-শাস্ত্রী ; প্রাচ্য-নব্য-ন্যায়াচার্য ; কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-তর্ক-তর্ক-তর্ক-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, বিদ্যারত্ন) ঃ—

আপনার রচিত "শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা" পাঠ করিয়া সুতৃপ্ত হইয়াছি। পরম প্রাপ্য, পরম রহস্য ও পরম রমণীয় বস্তুসমূহের সন্নিবেশে এবং আস্বাদ্য-বিচার-নৈপুণ্যে প্রত্যেক প্রতিপাদ্য বিষয়ই এক অভিনব উৎকর্ষ-মণ্ডিত হইয়াছে। ইহার পাঠে অন্তঃকরণ অনির্বচনীয় আনন্দ-ধারায় আপ্লুত হয়। এইরূপ সর্বাঙ্গপূর্ণ শ্রীরূপপাদের হার্দ-প্রকাশিনী পুস্তিকা অতি বিরল।

শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামিপাদ, শ্রীধাম-নবদ্বীপ ঃ—

পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও, ইহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আপনার অন্তরস্থিত অনাবিল ও অলৌকিক রসোৎস যেন সহসা উন্মুক্ত ও উৎসারিত হইয়া, আপনার লেখনীমুখে প্রবাহিত হইয়াছে—বিচিত্র সহস্রধারায়।

'রসো বৈ সঃ'—রসিকশেখর—পরতত্ত্বসীমা-পুরুষের আবির্ভাববিশেষে আস্বাদিত ও প্রচারিত উন্নতোজ্জ্বল-রস-বিজ্ঞানের সর্বোৎকর্ষবৈশিষ্ট্য ইহাতে নবরূপণা লাভ করিয়া যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত প্রতিপাদিত হইয়াছে, পূর্ববর্তী

---

* স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি অভিমত আংশিকরূপে প্রকাশিত হইল—শ্রীনবীনকৃষ্ণ-দাস বিদ্যালঙ্কার—প্রকাশক

গ্রন্থাদিতে ঠিক সেরূপভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। সংক্ষেপে অথচ সারগর্ভ উক্তি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে অপর সমস্ত আধ্যাত্মিক মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা ও তৎসমুদয়ের যথাযথ স্থান নিরূপণপূর্বক, রসরাজ ও মহাভাব-একীভূত-মূর্তিমন্ত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত শ্রীমদ্রূপপাদ-প্রদর্শিত বেদগুহ্য রসসিদ্ধান্তের সর্বোপরি বিজয়বার্তা এই পুস্তকে আপনি অতি নির্ভীকতার সহিত প্রকটিত করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। কোথাও উত্তেজনার প্রকাশ নাই, নিন্দাদি নাই, কাহারও প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর-বুদ্ধি নাই; তটস্থ বা নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা সরল সত্যের অভিব্যক্তি-মাত্রই রূপায়িত হইয়াছে এই গ্রন্থে।

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম॥

এই মহাসত্যের অনুসরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। সকল আচার্য ও ভক্তবৃন্দ জীবমাত্রের প্রণম্য ও বন্দনীয় হইলেও শাস্ত্রবিচার-দ্বারা তন্মধ্যে তারতম্য নিরূপণ,—ইহা সকল সম্প্রদায়ের মহানুভব ভাগবতগণ-কৃত গ্রন্থাদিতেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্রূপপাদ-কৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের 'ভক্তামৃত' এই উদ্দেশ্যেই প্রকটিত। আপনার গ্রন্থে সেই মহাজন-পন্থাই অবলম্বিত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকার মধ্যে, অতি নৈপুণ্যের সহিত তারতম্য-বিচার-দ্বারা সর্ববেদের একমুখ্য চরম তাৎপর্য যাহা, সেই অলৌকিক রসপ্রস্থানের প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শন করাইয়া আপনি পূর্ণ-পরতত্ত্বান্বেষী পথিকগণের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

বিশেষভাবে বর্তমান 'সঙ্কীর্তনযুগে'—প্রেমভক্তি-রসের একমুখ্য-পরমসাধন রসিকভক্তগণের শ্রীনামাকৃষ্টতা বা নামপরায়ণতা এই গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন-পূর্বক, তৎপ্রতি ভক্তিজগতের—বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাসক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া পরম শ্রেয়োবিধান করিয়াছেন। * * * 'তৃণাদপি' শ্লোকের সাধারণতঃ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীনাম গ্রহণের পথে যে কণ্টকক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহাও অপসারিত করিয়া ভক্তির সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

(শ্রীবিজয়াদশমী, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৭)।

শ্রীসীতানাথ গোস্বামিপাদ শাস্ত্রী, শ্রীধাম-নবদ্বীপ ঃ—

আপনার প্রেরিত শ্রীপুস্তকখানি পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছি। বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়াছি। এরকম শাস্ত্রানুশীলন, সম্প্রদায়ানুগত্য, স্পষ্ট সত্যবক্তা ও লেখক প্রভৃতি মহান্‌গুণ দেখিয়া মনে হয় ইহা আমার পরম শ্রদ্ধা-গৌরবের পাত্র শ্রীল শ্রীযুক্ত * * দাদা মহাশয়ের নির্হেতুক কৃপার মাহাত্ম্য। * * আপনাকে আমার এই নিরপেক্ষ অভিমত জানাইতেছি—আপনার গ্রন্থখানি লেখা খুব ভাল হইয়াছে। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া লইয়া আপনাকে দান করিতেছি; আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হোক। (বাং ২১।৯।৬৭)।

শ্রীমদ্ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহোদয়, শ্রীপাট শ্রীখণ্ড ঃ—

গ্রন্থকার রসপ্রস্থানের চরম পরম বিশ্রাম স্থান কোথায়, তাহা ধারাবাহিকরূপে পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হউক। (২১শে পৌষ, ১৩৬৭)।

শ্রীঅমূল্যকুমার গোস্বামিপাদ পঞ্চতীর্থ, কলিকাতা ঃ—

"শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা" গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থকার বহুগ্রন্থ সুনিপুণ দৃষ্টিতে সমালোচনা করিয়াছেন এবং বহু শাস্ত্র-প্রমাণ ও মতবাদের উল্লেখে, রসপ্রস্থানের পথে অপূর্ব আলোকপাতের চেষ্টা করিয়াছেন। পাকা-হাতের লেখা। * * * গ্রন্থ পড়িয়া কৃতার্থ হইয়াছি (৬ই পৌষ ১৩৬৭)।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামিপাদ ভাগবতশাস্ত্রী, কলিকাতা ঃ—

"শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের" ভূমিকা আদ্যন্ত অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিলাম। অপ্রাকৃতরস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই আপনার এই গ্রন্থের সমধিক আদর করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। গৌড়ীয়-রস-ভাণ্ডারের এই শ্রীগ্রন্থখানি যে আর একটি উজ্জ্বলরত্ন তাহাতেও কোন সন্দেহ আমার নাই। বিশেষ করিয়া আমার বক্তব্য এই যে আপনি শ্রীশ্রীগুরুগৌর-গোবিন্দের নিঃসীমকৃপাপাত্র। আপনার জয় হউক। প্রভু সীতানাথ আপনার পরম মঙ্গল বিধান করুন। আপনার গ্রন্থের জয় হউক। (৫ই পৌষ, ১৩৬৭)।

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামিপাদ পঞ্চতীর্থ মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক পত্রের সম্পাদক, কলিকাতা :—

আপনার কৃপা-প্রেরিত 'রসপ্রস্থানের ভূমিকা' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আপনি সুধী, অনুরাগী, ভক্ত, সুপণ্ডিত ও সুলেখক। বিভিন্ন আকর হইতে রসকলা সংগ্রহ করিয়া এই রসপ্রস্থানের ভূমিকা-রচনা আপনার ন্যায় মহাত্মার যোগ্যই হইয়াছে। (২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭)।

ডক্টর শ্রীল রাধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, ডি-লিট্-পর-বিদ্যাচার্য, বিদ্যা-বাচস্পতি, ভাগবতভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাস্কর, কলিকাতা :—

আপনার প্রণীত শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা নামক অপূর্ব গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। বহু গ্রন্থের উক্তি এবং যুক্তির সহায়তায় এবং পূর্বাচার্যদের অভিমতের আলোচনা-পূর্বক আপনি অতি সুন্দরভাবে প্রতিপ্রাদিত করিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়, কৃপায় এবং শক্তিতে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীই ভক্তিরস-প্রস্থানের আদি আচার্য। আপনার এই গ্রন্থখানিতে কেবল ভক্তিরস-প্রস্থানের ভুমিকাই নহে, ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্যতার ভূমিকাও প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থখানি সুধী-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। (ইং ২৫।১১।৬০)।

ইংরাজী ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ-প্রচারক **শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়, শ্রীপুরুষোত্তমধাম :—**

তোমার জীবনের অভিজ্ঞতার নিদর্শন ও আস্বাদপূর্ণ 'রসপ্রস্থান' পাঠ করিয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিতেছি। মানবকল্যাণে তোমার সাহিত্যসাধনা জয়যুক্ত হইয়াছে। ইহা Masterpiece of Vaishnava Philosophy and Literature. মঞ্জরী-আদর্শ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা অতুলনীয়। * * * তোমার লেখনীতে গৌরহরির আশীর্বাদই প্রকাশ পাইয়াছে। (ইং ২১।১০।৬০)।

'দেশ' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক **শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন** ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী মহোদয়, কলিকাতা :—

* * আপনার অনুভূতিলব্ধ শ্রীনামের মাধুর্য-বীর্য আস্বাদনে জীব কৃতার্থ হোক্, ইহাই প্রার্থনা। নামের রহস্য আপনার লেখনীমুখে অভিব্যক্ত হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সমুজ্জ্বল করিয়াছে। অন্ধকার-জীবনে ইহা আমার পক্ষে আলোক-বর্তিকা রূপে কাজ করিবে। (ইং ৩।১২।৬০)।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহোদয়, (কুড়মিঠা, বীরভূম) :—

শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা পড়িয়া কৃতার্থ হইলাম। লেখা বেশ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ-সহ প্রতিটি সিদ্ধান্ত উপস্থাপনে লেখক নিষ্ঠা এবং সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পদে পদে পূর্বাচার্যগণের পদানুসরণ করিয়াছেন। বর্তমান দিনে এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত নামই কলিহত জীবের একমাত্র অবলম্বন, এবং এই নামগ্রহণে যোগ্যাযোগ্য অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই, গ্রন্থপ্রতিপাদ্য এই সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত আমাদের মত অধম দুর্গতগণের দুর্বল হৃদয়ে বল সঞ্চার করিবে, নামে আস্থা ও ভরসা জাগাইয়া দিবে। সুতরাং গ্রন্থপাঠে আমাদের মত পাঠকের মহদুপকার সাধিত হইবে। গ্রন্থকার আমাদের সাধুবাদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। (৮ই অগ্রাহায়ণ ১৩৬৭)।

শ্রীমৎসুন্দরানন্দদাস-বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত

শ্রীচৈতন্যদেবগ্রন্থ-সম্বন্ধে

অভিমত-পত্র

শ্রীমদ্ বিনোদবিহারী গোস্বামী মহারাজ ভাগবত-বেদান্তরত্ন, কালিয়দহ, শ্রীবৃন্দাবন :—

আপনার লিপি-চাতুর্য উত্তম। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় লীলা-কথার বিস্তারে জগতে আনন্দ বিস্তার করুন—ইহাই প্রার্থনা করি। (৪।৪।৫৭ বাং)।

পণ্ডিত শ্রীমদদ্বৈত দাস বাবাজি মহারাজ, শ্রীব্রজানন্দ ঘেরা, শ্রীরাধাকুণ্ড :-

মহামৎসর যে আমি, মহদ্‌গুণে দোষারোপ করা যাহার চিরন্তন স্বভাব, সেই দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া এতদিন বিচার করিয়া দোষ-লবলেশ-গন্ধ না পাইয়া পরিণামে গ্রন্থচিন্তামণির কৃপায় চিরসঞ্চিত অপরাধ-পর্ব্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, ফলে গ্রন্থ-শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবরূপে স্বকীয় করুণাসিন্ধু-তরঙ্গে চিত্তেন্দ্রিয়কে প্লাবিত করিয়া বহিরন্তঃকরণের অন্যবৃত্তি বিস্মরণ করাইয়া স্বমাধুর্যে মজ্জন করাইয়া দিতেছেন।

শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামিপাদ, শ্রীধাম নবদ্বীপ :—

এরূপ সরল সুন্দর সাবলীলভাবে উপন্যাসের ন্যায় মনোরম ভঙ্গীতে সুমধুর শ্রীগৌরলীলা বর্ণন করিবার যোগ্যতা তদীয় কৃপাবিশেষ প্রাপ্ত না হইলে কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ভাষার লালিত্যে, ভাবের অনাবিল প্রবাহে, যুক্তির সারবত্তায় এবং তৎসহ বিবিধ তথ্য ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিষয় সকলের অপূর্ব্ব সমাবেশনায় গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় যে এক অলৌকিক রসমাধুর্য উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * * * শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে আপনার দীর্ঘ জীবন ও তৎসহ সুস্থ শরীরে এতাদৃশ জগতের মহা-হিতকর-কার্যে ব্রতী থাকিবার সামর্থ্যের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। (৩।৬।৫৭ বাং)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব 'রামতনু-লাহিড়ী অধ্যাপক' **রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর,** এম-এ, মহাশয়, কলিকাতা :—

আপনার পাণ্ডিত্য ও ভক্তিপরায়ণতা গ্রন্থখানিকে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে—সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা, ভজনসাধনে একাগ্রতা এবং বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগ প্রভৃতি গুণে শ্রীচৈতন্যচরিত্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। (২১।৮।৫০ইং)।

শ্রীমৎসুন্দরানন্দদাস-বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থ-সম্বন্ধে
অভিমত-পত্র

শ্রীমৎকানুপ্রিয় গোস্বামী মহোদয় :—

কলিপাবনাবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের প্রতিপাদিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই যে, শ্রুতিসকলের মুখ্য ও নিগূঢ় তাৎপর্য,—ইহারই সমর্থন উপলক্ষে, তাঁহাদিগের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের সহিত অপরাপর বিশ্ববিশ্রুত বৈদান্তিক ও আচার্যগণের মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা ও তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ অপর বহু তথ্যাদি এই গ্রন্থে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা বাস্তবিকই অভিনব ! আমার মনে হয়, এই গ্রন্থখানি কেবল শিক্ষার্থীদের পক্ষে নহে,—শিক্ষকসম্প্রদায়ের পক্ষেও অনেক বিষয়েই বিশেষ উপযোগী ও উপকারক হইবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায়, এই অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার দ্বারা জগতে গোড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের গৌরব যথেষ্ট বর্ধিত হইবে,—ইহাই আশা করি। (২১।২।৫২ইং)।

ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম-এ, ডি-লিট্-পরবিদ্যাচার্য :—

আপনার অপূর্ব গ্রন্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র মধ্যে আপনার পাণ্ডিত্য ও গবেষণা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। * * আপনার গ্রন্থে আমার এই মতের সমর্থন পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। * * * আমি মনে করি গৌড়ীয় সম্প্রদায় মধ্বাচার্যসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। (২৩।৯।৫২ইং)।

দ্বারভাঙ্গা সি-এম্ কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহৃষীকেশ গোস্বামী, বেদান্তশাস্ত্রী, এম-এ (ঈশান-স্কলার, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত), ভাগবতরত্ন, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাঙ্খ্যতীর্থ, ডি-ফিল্ মহাশয়—

এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। "শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ" শীর্ষক অধ্যায়ে আপনি শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির সম্বন্ধে যে তুমুল আলোচনা করিয়াছেন উহা বড়ই হৃদ্য ও মনোরম। আমি উহা

অন্তরের সহিত সমর্থন করি। * * * সাময়িক প্রয়োজনেই শ্রীপাদ বলদেব ইহাকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। (২৭।৫।৫৯ বাং)।

আসামের ভূতপূর্ব শিক্ষা-অধিকর্তা (D. P. I.) এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ ভি, টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌চেন্সেলার শ্রীএস, সি, রায় এম-এ (লণ্ডন), আই-ই-এস্ ঃ—

I have read with pleasure and profit your learned work in Bengali, entitled 'Achintya Bhedabhedbad' (অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ) and am of opinion that a book like this needs being translated into all other Indian languages as well as into English and other European languages. If you permit me, I shall be very happy to render any help & service towards preparing an English version of this book. (16/12/53).

তারকেশ্বর বেদ-মহাবিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের বৈষ্ণবদর্শনের পরীক্ষক পণ্ডিতবর শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী কাব্য-ব্যাকরণসাংখ্যবেদান্ত-ষড়-দর্শনতীর্থ সুদর্শনবাচস্পতি ঃ—

আপনার গ্রন্থে (গোস্বামিপাদগণের) সিদ্ধান্তবাণীরই যথাযথ বিশ্লেষণ-সহকারে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এতাবৎকাল বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের অনেকেই এই স্বদেশীয় (গৌড়ীয় গোস্বামি-) শাস্ত্রসম্পদের তত্ত্বানুসন্ধানে অনগ্রসর হওয়ায় সাধারণের নিকটে ইহা অজ্ঞাতপ্রায়ই রহিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় আপনার প্রণীত গ্রন্থপাঠে অনেকেই অনায়াসে উক্ত সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। তুলনামূলক বিচারক্রমে ইহাতে অন্যান্য দার্শনিকগণেরও মতবাদ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তদপেক্ষা স্বমতের বৈশিষ্ট্য সাধারণের সহজবোধগম্য এবং গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে। দার্শনিক বিচারপূর্ণ হইলেও ইহার ভাষা সরস ও সরল হইয়াছে, অথচ গাম্ভীর্যের হানি হয় নাই। ইহা দ্বারা বঙ্গীয় দার্শনিক সাহিত্যভাণ্ডারের যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইবে, এ বিষয়ে বলা বাহুল্য। (২৯।৪।৫৩ ইং)।

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্, আই-ই এস্ (অবসরপ্রাপ্ত), সি-আই-ই—

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' গ্রন্থে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর মত অনুসারে ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়া তদনুযায়ী অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটিকে সুন্দররূপে স্পষ্ট করা হইয়াছে। * * * সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থের মধ্যে এত বিষয়ে ও এত সংবাদ সংগ্রহ করা ও সুসম্বদ্ধভাবে প্রকাশ করায় গ্রন্থকারের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থপঞ্জী দেখিয়াও এই কথাই মনে হইল যে, গ্রন্থকার তাঁহার বিষয়ের উপজীব্য সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়া সুষ্ঠুভাবে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন। যে কোনও বৈষ্ণবমত-সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন জিজ্ঞাসা আছে, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি এবং গ্রন্থকারকে আমার শ্রদ্ধা বিজ্ঞাপন করি। (১২।৯।৫২ইং)।

ডক্টর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ সরকার, এম-এ, পি-এইচ-ডি ঃ—

গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনের সহিত প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসূক্ষ্ম ও সুগভীর তারতম্যমূলক বিচার ও আলোচনা বাস্তবিকই অভিনব, হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার হইয়াছে। (৩১।২।৫২ ও ৫।৪।৫২ ইং)।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ, ডি-লিট্, কাশীধাম ঃ-

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বটির প্রতি-পাদন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে প্রকার ব্যাপক গবেষণা, নিপুণতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, বহুশ্রুততা ও সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। * * * বহু পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ খানির উপাদেয়তা ও উৎকৃষ্টতার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আশা করি, বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রের অনুরাগী, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচক, ভক্তপাঠক-সমাজে এই গ্রন্থ সমুচিত আদরের সহিত গৃহীত হইবে। * * * পুস্তকখানা যে অতি সুন্দর হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অবসর থাকিলে কোন মাসিক পত্রে উহার দীর্ঘ সমালোচনা আমি করিতাম; কিন্তু সে অবসর কবে পাইব তাহা

জানি না। আপনি বহু অন্বেষণ করিয়াছেন, বিভিন্ন মত সংগ্রহ করিয়াছেন, মত সকলের গুণ দোষ নির্ণয় করিয়াছেন এবং নির্ভীকভাবে সর্বত্র স্বীয় মত যুক্তি-সহিত প্রকাশ করিয়াছেন—আপনাকে শতশঃ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। আশা করি, এইরূপ শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা সাহিত্য ও সমাজের যথার্থ-কল্যাণ হইবে; কারণ প্রতিক্ষেত্রে সত্যের নির্ণয়ই কল্যাণের নিদান। (১৮।৭।৫২ ও ১৯।৭।৫২ ইং)।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন):—

যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, তাহার সরল ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা এতদিন বিশেষভাবে হয় নাই। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামক গ্রন্থে এই অভাব দূরীভূত করিবার অতি প্রশংসনীয় প্রয়াস করিয়াছেন এবং আমার মনে হয় তাঁহার প্রয়াস সার্থক ও সফল হইয়াছে। তাঁহার এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অনেক জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সহজবোধ্য করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। (২১।৯।৫২ ইং)।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম-এ, ডি-ফিল (অক্সন):—

আপনার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হ'য়েছে। বিভিন্ন আচার্যগণের মতবাদ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত ক'রে, আপনি পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। এই গ্রন্থ যে সুধীসমাজে সমাদৃত হবে, তা' নিঃসন্দেহ। (৩০।৯।৫২ ইং)

পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস-গ্রন্থলেখক অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র রায়:—

গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত এই মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, যুক্তি সুবিন্যস্ত এবং বিচার-প্রণালী সহজবোধ্য। বহু বৈষ্ণবাচার্যের

জীবনী ও মতের আলোচনায় গ্রন্থ সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থপাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। (৪।১১।৫২ ইং)।

মিরাট কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম এ, পি আর-এস, পি-এইচ্-ডি :—

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের ক্রমবিকাশ বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের মধ্য দিয়া কিরূপে হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব-বিষয়ে এরূপ বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা ইংরাজী, বাংলা বা অন্য ভাষায় অন্য কোন গ্রন্থে নাই। * * * "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বেদান্তের বিস্তৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইহার ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদ হইলে বহু তত্ত্ব ও ধর্মজিজ্ঞাসু বিশেষ উপকৃত হইবেন। আচার্যদের বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থে আমি কোন ভ্রান্তি অনুভব করি নাই। এই বইখানি পূর্বে পাইলে আমার গ্রন্থে উল্লেখ করিতে পারিতাম। গ্রন্থকার এই অমূল্য গ্রন্থ-রচনার অধিকারী। তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হউক। পাঠকেরা গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনে আগ্রহান্বিত হউন। (৯।১১।৫২ ইং)।

ইংলণ্ডে ডারহাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅরবিন্দ বসু :—

গ্রন্থ নিজগুণে আদর পাইবে। এই গ্রন্থে আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ প্রেমধর্মের দার্শনিক ভিত্তির ও সিদ্ধান্তের যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া সকল দর্শনের ছাত্রই উপকৃত হইবেন। পাণ্ডিত্য, মনীষা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সরল লিখনভঙ্গীর সাক্ষ্য গ্রন্থের সর্বত্র বিদ্যমান। এই সব গুণ গ্রন্থে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যাহা আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা হইল পরমত-সহিষ্ণুতা। * * * গ্রন্থে অল্প পরিসরের মধ্যে বেদান্তের সকল প্রধান আচার্যদিগের উল্লেখ আছে; কিন্তু অন্যমতাবলম্বীকে আঘাত দিতে পারে, এমন কথা কোথাও নাই বলিতে পারা যায়। * * আমাদের অনুরোধ

ইংরাজী ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থের মত একটি পুস্তক রচনা করিবেন, তাহা ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞদের বিশেষ আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (১৩।১২।৫২ ইং)।

পাটনার দর্শনাধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দত্ত, এম্-এ, পি-এইচ-ডি ঃ—

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ছিল। এই সময় আপনার তথ্যপূর্ণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ পুস্তকটি পাইয়া খুব উপকার হইল। আপনি বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের তুলনামূলক ইতিহাস ও তত্ত্ব বর্তমান পাশ্চাত্য-গবেষণার পদ্ধতিতে পাণ্ডিত্যের সহিত বিবৃত করিয়াছেন। * * * ধর্মার্থী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু উভয় শ্রেণীর পক্ষেই এই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক উপাদেয়। (১।১২।৫২ ইং)।

সংবাদ-পত্রের অভিমত

বৈদান্তিক আচার্যগণের দার্শনিক মতবাদের তুলনামূলক পঞ্জী, মতের ঐক্য, অনৈক্য ও বৈশিষ্ট্য এবং পরিশিষ্টে আচার্যগণের সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থখানিকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়াছে।—আনন্দবাজার পত্রিকা, (১লা বৈশাখ, রবিবার ১৩৫৮, ইং ১৫।৪।৫১)।

গ্রন্থকার সুপরিচিত বৈষ্ণবতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা। লেখার মধ্যে মধ্যে তিনি শুধু শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি মতবাদের সঙ্গে তুলনায় অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—বিভিন্ন মতবাদের স্বরূপ ও তাহাদের জন্মদাতা আচার্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এবং গ্রন্থশেষে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার আলোচ্য বিষয়কে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন। নানা দিক্ দিয়া বৈষ্ণব-দর্শনগ্রন্থ-হিসাবে এই পুস্তকখানি অভিনন্দন পাইবার যোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, সেই সব বাঙ্গালীর কাছেও এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য।—যুগান্তর (২২।৪।৫১ ইং)।

The author has in this book made a comparative study of the views of the different Acharyas, culminating in the establishment of '*Achintya Bhedabhedavada*' which affords the only natural and ontologically admissible sense of the Vedanta-sutras. He has dealt the subject-matter with keen insight and tried to explore with great labour and interest all important materials as data.—Hindusthan Standard—Calcutta, March 1, 1953.

A splendid book in Bengali giving a clear exposition of Sri-Chaitanya Mahapravu's philosophical teaching based on Sruties and giving a correct interpretation of the Vedanta-sutras of Sri Vyasadev.—Search Light, Patna, Nov. 1, 1952.

গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর—এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদমূলক হইয়াও বেদাতীত। * * * গ্রন্থটি যথার্থ ই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন, ভজন ও রস-সংবেদনের তুলনামূলক আলোচনা। দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং গবেষকের পক্ষেও মূল্যবান। —আনন্দবাজার পত্রিকা (২১শে চৈত্র ১৩৬০)।

অল্প পরিসর স্থানের মধ্যেও লেখক প্রত্যেকটি আলোচিত বিষয়ে এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গবেষণা, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তুলনামূলক বিচারের পরিচয় দিয়াছেন যে পাঠকমাত্রেই পাঠ করিতে করিতে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইবেন। —যুগান্তর (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ ; ৩০।৫।৫৪ ইং)।

গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য—এই জাতীয় পুস্তক জাতীয় সম্পদ। —যুগান্তর (১৩।৬।৫৪ ইং)।

শ্রীক্ষেত্র—(তৃতীয় সংস্করণ) সাড়ে সাত শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ এবং এজন্য গ্রন্থকার নিঃসন্দেহে অভিনন্দন দাবী করিতে পারেন। যুগান্তর (২৩ আষাঢ় ১৩৫৮)।*

---

* বিস্তৃত অভিমতের অংশ ও পঙ্ক্তি মাত্র উদ্ধৃত হইল—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীজয়ন্তী-গ্রন্থমালা

১। শ্রীরূপপাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা

রসপ্রস্থানে শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপের অনর্পিতচর অবদান বহু মৌলিক গবেষণাপূর্ণ তথ্য ও প্রমাণাদি-সহ সূত্রাকারে প্রকাশিত। শ্রীগৌর-প্রদত্ত ভক্তিরস 'অনর্পিতচর' কিরূপে এবং শ্রীরূপের অসমোর্ধ্ব মৌলিকতাই বা কোথায় তাহা ভরতমুনি হইতে আরম্ভ করিয়া তামিল আলোয়ারগণের গাথার সহিত তুলনামূলক সুসূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে এবং শ্রীবোপদেব, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যা-পতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবল্লভাচার্য প্রভৃতি আচার্য-মহাজনগণের রসসিদ্ধান্তের সহিত তুলনামূলক বিচার-শৈলীর দ্বারা এবং বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ ও তথ্যাদি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপের কথিত শ্রীনামাকৃষ্ট রসিক-সম্প্রদায়ের ও রূপানুগভজনের অনেক সিদ্ধান্তসার এই গ্রন্থে সম্পুটিত আছে। ব্রজের ভজনপরায়ণ পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, "শ্রীরূপ-পাদের রসপ্রস্থানের ভূমিকা" গ্রন্থখানি **রসস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার চিন্তামণি। শ্রীজীবপাদের সর্বসম্বাদিনীর অনুরূপ'**। (৩০।১।৬১ ইং)। সন্দর্ভচতুষ্টয়ের বা সমগ্র গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সার-নির্যাস যেরূপ সর্বসম্বাদিনী, সেইরূপ শ্রীরূপের অনর্পিতচর অবদান-বিষয়ক সন্দর্ভসমূহের নির্যাস-কণিকা-স্বরূপ এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশমান শ্রীশ্রীজয়ন্তীগ্রন্থমালার সূত্রস্বরূপ। অল্পদিনের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। আনুকূল্য—এক টাকা।

২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়কালে যে বিশিষ্ট পরিকর-তারকানিচয় প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন তিনপুরুষ নিত্যসিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীসদাশিব কবিরাজ, শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর ও শ্রীকানুঠাকুরের সুমধুর চরিতাবলী; শ্রীসদাশিব কবিরাজের রচিত অভূতপূর্ব গ্রন্থ শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিলক্ষণ-চতুর্দশক অন্বয়-বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য ও বিচিত্র আস্বাদন-সহ; শ্রীল পুরুষোত্তমদাসঠাকুরের

চরিত-প্রসঙ্গে 'দাস-পুরুষোত্তম' ও 'নাগর-পুরুষোত্তম'-সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য ও সিদ্ধান্ত ; শ্রীপুরুষোত্তমকৃত শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসার-সংগ্রহের উপদেশাবলী ও পদাবলী, শ্রীকানু ঠাকুরের পদাবলী এবং বংশাবলী ও বহু তথ্যসম্পুটিত **সচিত্র** অভিনব গ্রন্থ। তিন টাকা।

৩। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাভিধানম্

শ্রীদেবকীনন্দনদাস কবিরাজ-কৃত। বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া পাদ-টীকায় বিবিধ পাঠান্তর-সহ প্রকাশিত। শ্রীল কানুপ্রিয়গোস্বামি-পাদের লিখিত সিদ্ধান্তসারগর্ভ ভূমিকা-ভূষিত। শ্রীদেবকীনন্দনের চরিত-প্রসঙ্গ ; বৈষ্ণব-বন্দনায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক তথ্য ; 'প্রকাশানন্দ' ও 'প্রবোধানন্দ'-সমস্যার সমাধান ; শ্রীপ্রবোধানন্দ-চরিত এবং 'শ্রীরাধারসসুধানিধি'-সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা, নামসূচী প্রভৃতি সহ **সচিত্র** অভিনব সংস্করণ। আড়াই টাকা।

৪। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি (যন্ত্রস্থ)

শ্রীগৌরহরির অবতারিত্ব-প্রতিপাদক গবেষণামূলক বিস্তৃত সন্দর্ভ।

৫। শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি-কিরণ-কণিকা

শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শ্রীনামাষ্টকের প্রতি শ্লোকের আশয় ও বাক্য অবলম্বনে অধ্যায় বিভাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনাম-সন্দর্ভ 'শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি' ও 'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা' গ্রন্থের আধারে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবর্গ ও আচার্যগণের সিদ্ধান্ত-প্রমাণানুসরণে রচিত শ্রীনাম-তথ্য-বিষয়ক বিস্তৃত নিবন্ধ-গ্রন্থ। পরিশিষ্টে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণনাম-মালার অভিধান শ্রীজীবাদির ব্যাখ্যাসহ।

৬। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অসমোর্দ্ধ্ব অবদান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবদানের তুলনামূলক স্বরূপ-বিচার ও বিতরিত ভজন-সম্পত্তির অসমোর্দ্ধ্বতা-প্রতিপাদক সুবিস্তৃত বিশেষ গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ।

৭। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণাঙ্কিত দাক্ষিণাত্য-তীর্থনিচয়

শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন মহাতীর্থসমূহের চিত্তাকর্ষক বিস্তৃত বিবরণ বহু মৌলিক তথ্য ও বহু চিত্রাদিতে ভূষিত করিয়া সুলিখিত।

৮। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম

শ্রীগুরুদেব ও তৎপদাশ্রয়-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সাত্বতশাস্ত্রোক্ত, বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়গোস্বামী ও আচার্য-গণের মূল্যবান্ সিদ্ধান্ত-সম্পুটিত সুবিস্তৃত গ্রন্থ।

৯। শ্রীশ্রীবৈজয়ন্তিকা

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও ঐতিহ্য-বিষয়ক কয়েকটি অভিনব তথ্যের ও সত্যের আবিষ্কার-মূলক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধমালা। বহুজটিল সমস্যার সমাধান।

১০। শ্রীরূপানুগ-গণের পরমারাধ্য শ্রীবিগ্রহপঞ্চক

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীশ্রীগোপাল, শ্রীসনাতনের শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরূপের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীপরমানন্দের শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ, শ্রীজীবের শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ-সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস, তত্তৎ-সেবক-সম্প্রদায়ের জীবনচরিত ও আম্নায়াদি-সহ সচিত্র অভিনব গ্রন্থ।

১১। শ্রীপ্রার্থনা ও শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির পাঠান্তরাদি-সহ মূল, শ্রীচক্রবর্তীর চন্দ্রিকা-টীকা, মৌলিক তথ্যপূর্ণ ঠাকুরমহাশয়ের বিস্তৃত চরিতসহ অভিনব সংস্করণ।

১২। শ্রীব্রহ্মসংহিতা

অন্বয়মুখে মূলের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের টীকা ও তাহার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ, মূল্যবান্ ভূমিকা ও বিবিধ সূচীপত্রাদি-সহ।

১৩। শ্রীশ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ

শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ-কৃত মূল ও শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃত টীকা এবং টীকার অনুগত অন্বয় ও সরল বঙ্গানুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন।

১৪। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা—শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামি-পাদ-রচিত। বিবিধ প্রাচীন পুঁথির পাঠমিলাইয়া সম্পাদিত, অপ্রকাশিতপূর্ব গ্রন্থ।

১৫। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকানিকর

বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যপরিকরগণের গবেষণাপূর্ণ সচিত্র-চরিতামৃত।

১৬। শ্রীশ্রীপদ-মালিকা

নিত্যভজনানুশীলনের জন্য বহু মহাজনের পদচয়নিকা।

উপর্য্যুক্ত গ্রন্থমালা ও অন্যান্য গ্রন্থ শ্রীভগবৎকৃপা ও ইচ্ছা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর-জয়ন্তীতে বা যথাকালে শ্রীশ্রীজয়ন্তীগ্রন্থমালারূপে প্রকাশিত হইবেন। এই সকল গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে।

বিনীত নিবেদক—**সেবা-সচিব**

"শ্রীপাট-পরাগ"; ১৬৮।২, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-৫০।